United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization

বহুভাষিক শিক্ষা প্রসারের জন্য এডভোকেসি পুস্তিকা:

বঞ্চিতদের অন্তর্ভুক্তকরণ

United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization

বহুভাষিক শিক্ষা প্রসারের জন্য এডভোকেসি পুস্তিকা:

বঞ্চিতদের অন্তর্ভুক্তকরণ

SIL International

পুস্তিকার সার্বিক পরিচয়

United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization

SIL International

বহুভাষিক শিক্ষা প্রসারের জন্য এডভোকেসি পুস্তিকা:

বঞ্চিতদের অন্তর্ভুক্তকরণ

পুস্তিকার সার্বিক পরিচয়

Advocacy kit for promoting multilingual education: Including the excluded.
Bangkok: UNESCO Bangkok, 2007
ISBN 92-9223-110-3

First published by UNESCO
Asia and Pacific Regional Bureau for Education, 920 Sukhumvit Road, Prakanong, Bangkok 10110, Thailand

This edition is published jointly by UNESCO Asia and Pacific Regional Bureau for Education, 920 Sukhumvit Road, Prakanaong, Bangkok 10110, Thailand and SIL Bangladesh

©UNESCO 2007
©UNESCO and SIL Bangladesh 2009 (Bangla edition)

No part of this publication may be reproduced in any form or by any means without the written permission of UNESCO and SIL Bangladesh

"The designations employed and presentation of material throughout this publication do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of UNESCO concerning the legal status of any country, territory, city or area of its authorities, or the delimitation of its frontiers of boundaries.
The authors are responsible for the choice and the presentation of the facts contained in this book and for the opinions expressed therein, which are not necessarily those of UNESCO and do not commit the Organization".

The present translation has been prepared under the responsibility of SIL Bangladesh.

4 booklets.
[content: Overview of the kit; Policy makers booklet; Programme implementers booklet; Community members booklet]

Cover photo: SIL Bangladesh
Folder photo: SIL Bangladesh

The printing of this 4 booklets has been made possible with the financial support of UNDP CHTDF.

Printed in Bangladesh

মুখবন্ধ

জাতিসত্ত্বাগত, সাংস্কৃতিক ও ভাষাগত বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ এই এশিয় ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল। তবে, এই বৈচিত্র্যের কারণে বিভিন্ন ধরনের শিশুর শিক্ষা নিশ্চিত করা অবশ্য একটা বিরাট চ্যালেঞ্জ। ২০০০ সালে ডাকারে অনুষ্ঠিত বিশ্ব শিক্ষা সম্মেলনে অংশগ্রহনকারীবৃন্দ যে সকল লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ব্যাপারে একমত হন, তার মধ্যে অন্যতম,"*২০১৫ সালের মধ্যে সব শিশুর জন্য, বিশেষ করে সংখ্যালঘু জাতিগোষ্ঠীর ছেলে ও মেয়েদের জন্য মানসম্মত, সম্পূর্ণ অবৈতনিক বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ নিশ্চিত করা*"। আরেকটি লক্ষ্যমাত্রার ক্ষেত্রে বলা হয়েছে, "*.....স্বাক্ষরতার মান উন্নয়ন, বিশেষ করে নারীদের জন্য*"। এ সকল লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ও শিক্ষার সুযোগ বৈষম্যহীনভাবে সকলের জন্য নিশ্চিতকরণে প্রয়োজন জাতিগত/ভাষাগত শিক্ষার্থীর জন্য ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ। যেহেতু কার্যকর শিক্ষাদান নির্ভর করে স্পষ্ট ও বোধগম্য যোগাযোগের উপর, তাই শিখন প্রক্রিয়ার প্রাণ আসলে শিক্ষাদানে ব্যবহৃত ভাষা মাধ্যম।

এ কারণেই শিশুদের দ্রুত শিক্ষার সুযোগ নিশ্চিত করতে এবং বয়স ও ক্ষমতা অনুযায়ী শিখন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করাতে মাতৃভাষা ভিত্তিক শিক্ষা মাধ্যম খুবই গুরুত্বপূর্ণ। দুর্ভাগ্যক্রমে এ অঞ্চলের অনেক দেশে দেখা যায়, দেশজুড়ে যে বিভিন্ন ভাষার সমাহার জনগোষ্ঠীর মধ্যে ব্যবহৃত হয় তার প্রতিফলন সেই দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় ঘটে না। বরং ব্যাপক সংখ্যক শিক্ষার্থী হয় বিদেশী ভাষা মাধ্যম কিংবা মাতৃভাষার বাইরে অন্য কোন ভাষায় পড়া লেখা শিখতে বাধ্য হয়। নিরক্ষর, সংখ্যালঘু ও শরণার্থীদের মতো নির্দিষ্ট কিছু জনগোষ্ঠীর জন্য এই পরিস্থিতি আরো জটিলতর কেননা তারা এমনিতেই শিক্ষার ঝুঁকি বা সমস্যার মধ্যে রয়েছে। সাধারণভাবে স্বীকৃত না হলেও এটা অপরিহার্য সত্য যে নিজের ভাষা না শিখলে দু'ধরনের চ্যালেঞ্জ বা সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়; একদিকে নতুনভাষা শেখা ও রপ্ত করা কঠিন, সেইসাথে নতুন ভাষায় লিপিবদ্ধ জ্ঞান আত্মস্থ করাও দুরূহ।

এশিয়ার অনেক দেশে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার আওতায় দ্বিবহুভাষিক শিক্ষা কর্মসূচীর মাধ্যমে জাতিগোষ্ঠীগত/ভাষাগত সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীকে একইসাথে তাদের নিজ নিজ ভাষায় ও জাতীয় ভাষায় শিক্ষিত করে তোলার চেষ্টা চলছে। অবশ্য আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থায় দ্বিবহুভাষিক শিক্ষা পদ্ধতি ভর্তির হার বৃদ্ধি, ঝড়ে পড়া রোধে ও মান অর্জনে যে কতটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে তা এখনও সর্বজনস্বীকৃত কিংবা সর্ববোধগম্য হতে এখনও অনেক পথ বাকী। শিক্ষাব্যবস্থাকে সাংস্কৃতিক বিভিন্নতা/বৈচিত্র উপযোগী ও গ্রহণযোগ্য করে তোলার পরামর্শ দিতে এই পুস্তিকার প্রয়াস।

শিশু ও শিক্ষার্থীর অধিকারের প্রতি সম্মান রাখতে মাতৃভাষা ভিত্তিক বহুভাষিক শিক্ষা পদ্ধতির তাৎপর্য এ পুস্তিকা এতটাই গুরুত্বের সাথে বিশেষণ করেছে যে তা পাঠককে ভাষার গুরুত্ব বুঝতে এবং তা নিয়ে আরও গবেষনা করতে উদ্বুদ্ধ করবে। আর এটা করতে সাহায্য নিয়েছে মাতৃভাষা ভিত্তিক বহুভাষিক শিক্ষার উপর বিভিন্ন সংগঠন, সংস্থা ও অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান।

আমি আশা করি শিক্ষার মান উন্নয়নে ও পৃথিবীর অনেক ঝুঁকিপূর্ণ ভাষা রক্ষার মাধ্যম হিসাবে মাতৃভাষায় শিক্ষা দান পদ্ধতির প্রচার ও প্রসারে এ পুস্তিকাটি সহায়ক হবে।

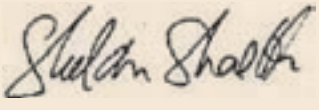

শেলডন শেফার
পরিচালক, ইউনেস্কো এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল
আঞ্চলিক শিক্ষা ব্যুরো।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

এই পুস্তিকাটি তৈরীর প্রক্রিয়া ছিল সত্যিকার অর্থেই অংশগ্রহণমূলক। এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের ও এর বাইরের বিভিন্ন শিক্ষাবিদ ও বিশেষজ্ঞকে এটি প্রস্তুত করার সময় সম্পৃক্ত করা হয়েছে। তাদের নাম নিচে দেয়া হল আর সেই সাথে ইউনেস্কো ব্যাংকক তাদের অবদানের জন্য সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছে।

ইউনেস্কো ব্যাংককের বহুভাষিক শিক্ষা সংশিষ্ট উপদেষ্টা কমিটির সদস্যবৃন্দকে এই পুস্তিকা তৈরীর প্রক্রিয়ায় অব্যাহতভাবে সাহায্য করার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

এ পুস্তিকা লেখায় ব্যবহৃত সূত্রগুলোকে আমরা কৃতজ্ঞতা জানাই এবং সে সূত্রসমূহ ব্যবহারে পাঠকদেরকে-ও আহ্বান জানাই। ২০০৫ সালের ডিসেম্বরে থাইল্যান্ডের চিয়াং মাই শহরে মাতৃভাষা/ দ্বিভাষী সাক্ষরতা কর্মসূচীর উপর অনুষ্ঠিত কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীদেরকে এ পুস্তিকার উপর মূল্যবান মতামত দেয়ার জন্য ধন্যবাদ জানাই।

এই পুস্তিকার যারা ছবি পাঠিয়েছেন এবং সেই সব সংখ্যালঘু জাতিগোষ্ঠী যারা তাদের ছবি দিয়েছেন। তাদেরকে কৃতজ্ঞতা জানাই।

ইউনেস্কোর নিয়মিত কর্মসূচীর জন্য বরাদ্দকৃত অর্থের পাশাপাশি জাপানী ফান্ডস্-ইন-ট্রাস্ট (ট্রাস্টের অর্থ) এ পুস্তিকা তৈরী ও প্রচারে সাহায্য করেছে। আমরা তাদের এ সহযোগিতাকে সাধুবাদ জানাই। এটি এশীয় ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের ও এর বাইরের শিক্ষার্থীদের উপকারে আসবে।

সবশেষে এ পুস্তিকার মূল রচয়িতা সিল্ ইন্টারন্যাশনালের ডঃ সুজান মেলোনিকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই। সেই সাথে জানাই ইউনেস্কো ব্যাংককের কর্মসূচী সহকারী ওচিরখুইয়ার গানখুইয়াগ-কে যিনি গত দু'বছর ধরে এ কর্মসূচী সমন্বয় করেছেন এবং সব ধরনের চ্যালেঞ্জ সামলিয়ে এটি শেষ করেছেন ।

নীচে বিভিন্ন ব্যক্তির নাম তুলে ধারা হল যারা এ পুস্তিকা সম্পন্ন করতে মুল্যবান সময় ও মতামত দিয়েছেন। যদি কারও নাম অনিচ্ছাকৃতভাবে বাদ পড়ে যায়, আমরা আন্তরিক ভাবে দুঃখিত সে সাথে আপনাদের সাহায্যের জন্য আমাদের কৃতজ্ঞতা রইল।

ডোনাল্ড আর্চিবাল্ড
জর্জ এটিগ
জোয়েল বাচা
ক্যারল বেনসন
জিন বার্নার্ড
টেরি ডারনিয়ান
ওচিরখুইয়াগ গানুখুয়াগ
আব্দুল হাকিম
ক্যারোলিন হাদ্দাদ
মাকি হারাশিকাওয়া
ভিবেক জেনসেন
লিন্ডা কিং
কিমো কোসোনেন
পামেলা ম্যাকেঞ্জি
ডেনিস মেলোন
সুজান মেলোন
ইনা মেলনিকোভা
ইয়ান নুরল্যান্ডার
ডারুনি রিউপিটুক
কার্ষ্টেন ভ্যান রিয়েজেন
আর সাচদেভা
শেলডন শেফার
পংশুডা ভংসিংহা
ক্লাইভ উইং
ক্যাথেরিন ইয়ং

পুস্তিকার সার্বিক পরিচয়

"সবার জন্য শিক্ষা" (ইএফএ)-র অর্থই হলো সবার জন্য মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করা। সবার জন্য শিক্ষা (ইএফএ) কর্মসূচীর সেই শুরু থেকেই অনেক দেশ তার শিশু ও বয়স্কদের শিক্ষার চাহিদা মেটানোর জন্য নানা কর্মসূচী হাতে নিয়েছে, এতে প্রচুর অগ্রগতিও ঘটেছে। কিন্তু তারপরেও মেয়ে ও নারী, দরিদ্র জনগোষ্ঠী, এইচআইভি/এইডস আক্রান্ত জনগোষ্ঠী এবং দাপ্তরিক/রাষ্ট্রীয় ভাষা যাদের মাতৃভাষা নয় এমন ভাষাভাষী গোষ্ঠীসহ নির্দিষ্ট কিছু জনগোষ্ঠী এ কর্মসূচীর আওতার বাইরে রয়ে যাচ্ছে।

যে ভাষা অনেক শিক্ষার্থীই বলতে বা বুঝতে পারে না সেই ভাষার উপর ভিত্তি করেই যদি পুরো শিখন পদ্ধতি সাজানো হয়, সেখানে সকলের জন্য মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করা কি আদৌ সম্ভব? অথচ সংখ্যালঘু জাতিগোষ্ঠী আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থায় গিয়ে ঠিক এরকম পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়। তারা স্কুলে যে দাপ্তরিক ভাষা ব্যবহৃত হতে দেখে, সে ভাষা তাদের বাড়ীতে ব্যবহৃত ভাষা থেকে পুরোপুরি ভিন্ন। যে ভাষা শিশু বুঝে না সে ভাষায় তাকে পড়ালেখা শিখতে বাধ্য করা তার শিক্ষার ক্ষেত্রে বড় অন্তরায় যা একেবারেই কাম্য নয়।

এশিয়ার অনেক দেশেই উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থায় দ্বি/বহুভাষিক শিক্ষা কর্মসূচীর মাধ্যমে জাতিগত/ভাষাগত সংখ্যালঘু শিক্ষার্থীদের একই সাথে নিজ নিজ ভাষা ও জাতীয় ভাষায় শিক্ষিত করে তোলার চেষ্টা চলছে। তবে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থায় ভর্তির হার বৃদ্ধিতে, ঝরে পড়া রোধে ও মান উন্নয়নে এই দ্বি/বহুভাষিক শিক্ষা পদ্ধতি যে কতটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে, জাতীয় নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে সবাই তা মানার বা বোঝার ক্ষেত্রে এখনও অনেক পিছিয়ে। অন্যদিকে এটাও স্বীকার করতেই হয় যেখানে প্রায়োগিক কৌশল ও রাজনৈতিক নিয়ামকের মধ্যে এক প্রকার দ্বন্দ্ব বরাবরই বর্তমান, সেখানে নীতিনির্ধারক ও শিক্ষাবিদদের পক্ষে শিক্ষামাধ্যমের ভাষার ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেয়া বেশ কঠিন। সুতরাং শিক্ষার্থীর মাতৃভাষায় শিক্ষাদান পদ্ধতির উপর সার্বিক ও সঠিক চিত্রটি বুঝতে পারলে সবার জন্য মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে এক ধাপ এগিয়ে যাওয়া সম্ভব।

কে এই পুস্তিকা ব্যবহার করবে?

এ কিট তাদের জন্য তৈরী করা হয়েছে যারা নিশ্চিত করতে চান "সবার জন্য শিক্ষা" আসলেই সবাইকে অন্তর্ভূক্ত করছে। বিশেষভাবে নীতি নির্ধারক, শিক্ষাবিদ ও বিশেষজ্ঞদের জন্য এটি খুবই কাজে লাগবে যাতে তারা ভাষার কারণে বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জন্য শিক্ষার সুযোগ ও শিক্ষার মান বৃদ্ধিতে কাজ করতে পারেন। পাশাপাশি এটা সংখ্যালঘু জাতিগোষ্ঠীর ভাষাভাষীদের জন্যও গুরুত্বপূর্ণ কেননা তারা তাদের নিজেদের শিক্ষা পরিস্থিতির উন্নয়ন ঘটাতে চান।

মাতৃভাষাভিত্তিক বহুভাষিক শিক্ষা ব্যবস্থা (এমএলই)-র গুরুত্ব সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধি এ কিটের উদ্দেশ্য। এটি এমএলই-র পক্ষে যথাযথ ও প্রাসঙ্গিক যুক্তি ও তথ্য উপস্থাপন করে সে সাথে শিক্ষার্থীর মাতৃভাষায় শিক্ষা প্রদানের গুরুত্ব ও উপকারিতা গভীরভাবে তুলে ধরেছে। পাশাপাশি এ কিট এমন সব ধারণা, গবেষণা ফলাফল ও

সুনির্দিষ্ট উদাহরণের সাহায্য নিয়েছে যেগুলো পাঠক তাদের নিজেদের পরিস্থিতি বিশ্লেষণে সাহায্য করতে পারে এবং সে আলোকে নিজেদের স্কুল ব্যবস্থাকে বিভিন্ন ভাষা উপযোগী করে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়ার সুপারিশ করতে পারে।

এ কিট কোনো চূড়ান্ত পাঠ্যপুস্তক নয়, সম্ভাব্য সব সমস্যার সমাধান-ও এখানে নেই । তবে যথাসম্ভব সুবিধার জন্য প্রতিটি পুস্তিকার শেষে একটি গ্রন্থপঞ্জী দেয়া হয়েছে। সে সাথে প্রতিটি পুস্তিকায় শব্দমালার তালিকা এবং শুরুতে এক পাতার সারসংক্ষেপ যোগ করা হয়েছে।

আপনি কি ভাবে এই পুস্তিকা ব্যবহার করবেন?

এই কিট মুলত তিনটি বইয়ের সমন্বয়ে গঠিত। প্রত্যেকটি বইয়ের আবার নির্ধারিত শ্রোতা/ পাঠকসমাজ সম্প্রদায় রয়েছেঃ (১) নীতি নির্ধারক (২) শিক্ষা কর্মসূচী সমন্বয়ক/পরিকল্পক এবং (৩) সমাজ প্রতিনিধি। অনুগ্রহপূর্বক মনে রাখা একান্ত প্রয়োজন যে এমএলই প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সকল স্তরের সবার অংশগ্রহণ একান্ত জরুরী। এসব কারণে আমরা আপনাকে উৎসাহিত করবো যেন আপনি যখন এমএলই কর্মসূচীর পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন ও টেকসই করার জন্য কাজ করছেন, তখন একই সাথে এই তিনটি বই এবং সেই সাথে অন্যান্য প্রাপ্ত উপকরণের সমন্বয় করতে হবে। যারা এমএলই প্রোগ্রামের সাথে আগে থেকেই জড়িত, তাদের ক্ষেত্রে এই ধারণা তাদের মাতৃভাষা-ভিত্তিক প্রোগ্রামের জন্য একটি পথনির্দেশ এবং সাহায্যকারী পন্থা হিসাবে কাজ করবে। যারা মাতৃভাষা ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে পরিচিত নয় কিন্তু সংখ্যালঘু ভাষা গোষ্ঠীর শিক্ষার্থীদের শিক্ষা ব্যবস্থার ক্ষেত্রে উন্নয়ন করতে চায় তাদের জন্য এই পুস্তিকা তাদের নিজস্ব ভাবনার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট বিষয় নিয়ে তাদেরকে আলোচনা ও পর্যবেক্ষণে সহায়ক হবে।

পরিভাষার শব্দকোষ/শব্দমালা

প্রত্যেকটি পুস্তিকায় নিজস্ব পরিভাষার শব্দকোষ রয়েছে এবং সম্পূর্ণ কিট্‌টিতে পরিভাষায় একটি প্রধান তালিকা রয়েছে। অনুগ্রহ পূর্বক এই শব্দকোষ প্রয়োজনানুসারে ব্যবহার করবেন।

অনুবাদকের জন্য নোট/অনুরোধ

এই কিট মূলতঃ ইংরেজী ভাষায় লিখা হয়েছে। তবে এর ব্যবহারের বিশাল ব্যাপ্তির কথা মাথায় রেখে এটা প্রয়োজনানুসারে বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছে এমনকি হয়তো অনেক সময় বিভিন্ন পরিস্থিতির সাথে মিল রেখেও অভিযোজন করা হয়েছে। যারা এই কিট অনুবাদ এবং অভিযোজন করবেন তাদের জন্য নিম্নোক্ত প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো মনে রাখা একান্তই জরুরী।

এই কিট ব্যবহার অবশ্যই সহজ ও ব্যবহার উপযোগী হওয়াই বাঞ্চনীয়। এই কারণেই, এটা লিখা হয়েছে খুবই সহজ সরল মৌখিক/কথা বলার ভাষায় যেন আপনি তার জন্য/কাছে শুধু কিছু লিখছেনই না বরং যেন মনে হয় আপনি তার সাথে কথা বলছেন। কঠিন কিংবা অবোধ্য কিছু লেখার পরিবর্তে আপনাকে এই ভাবে লেখার জন্যই আমরা অনুপ্রাণিত করবো।

যদিও এই কিটটি ইংরেজী ভাষায় লেখা হয়েছে, তা সত্ত্বেও ডিসেম্বর ২০০৫ সালে থাইল্যান্ডের চিয়াংমাই-এ আঞ্চলিক অধিবেশনে আমরা এর "প্রি-টেষ্ট" বা "প্রাক-পরীক্ষা" করেছি, এই জন্য যে যাদের ভাষা ইংরেজী না তাদের কাছে এই বইটি কতটা সহজবোধ্য। বইটি সবার কাছে সহজবোধ্য করার জন্য খুব সহজ, সরল শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। তাই ইচ্ছাকৃত ভাবেই আমরা কঠিন শব্দ ব্যবহার করিনি। তবে এটাও ঠিক যে কিছু কিছু বিশেষ শব্দ

অনুবাদ করা বেশ কঠিন। যেমন, দেখা গেছে "বহু-ভাষা ভিত্তিক শিক্ষা" অথবা "লিঙ্গ" হয়তো আপনাদের শব্দমালায় নেই। কিন্তু এই শব্দগুলো অনুবাদ করা খুবই জরুরী। যদি আপনাদের অনুবাদে এমন কোনো শব্দ আসে যা নিজ ভাষায় সঠিক শব্দ সমন্ধে আপনি জানেন না তখন অনুগ্রহ করে কোনো বিশেষজ্ঞ বা এজেন্সীর সাথে কথা বলে নিলে দেখা যাবে তারা সেই শব্দ ব্যবহার করছে কিংবা হয়তো আগেই শব্দটি অনুবাদ করা হয়েছে। যদি দেশের শিক্ষাবিদরা বিশেষ শব্দগুলো অনুবাদ না করে থাকে (কিংবা অনূদিত শব্দটি হয়ত সঠিক নয় বা ভুল) সেই ক্ষেত্রে দেশের অন্যান্য সংস্থা বা বিদেশী সংস্থার সাহায্য নেয়া যেতে পারে যারা একই ক্ষেত্রে কাজ করছে।

আপনার সংস্করণে অনুগ্রহপূর্বক নীচের বাক্যটি যোগ করুন।

"এ বই সমগ্র বহুভাষিক শিক্ষা ব্যবস্থা সংক্রান্ত এ্যাড্‌ভোকেসি কিট সমগ্রের অনুবাদ ও অভিযোজন (ইউনেস্কো-ব্যাংকক সর্বস্বত্ত্ব সংরক্ষিত)"। সকল অনুবাদ ও অভিযোজনের দু'কপি নীচের ঠিকানায় পাঠানোর জন্য আপনাদের সহযোগিতা কামনা করছি।

নিবেদক
ইউনেস্কো এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় আঞ্চলিক শিক্ষা ব্যুরো
৯২০ সুখুমভিট রোড, ব্যাংকক ১০১১০, থাইল্যান্ড
ফোনঃ (৬৬২) ৩৯১ ৫৭৭
ফ্যাক্সঃ (৬৬২) ৩৯১ ০৮৬৬
ই-মেইলঃ

আঞ্চলিক ভাষারূপ/বাচন	অঞ্চল বা সমাজ ভেদে একই ভাষার ভিন্ন ভিন্ন কথ্য রূপ (আরও দেখুন **বিভিন্নতা**)
প্রধান ভাষা	যে ভাষায় সমাজের প্রধান জনগোষ্ঠী কথা বলে কিংবা যে ভাষাকে দেশের মূল ভাষা হিসাবে মনে করা হয় ‣ *যা বেশীরভাগ জনগোষ্ঠীর ভাষা না হয়েও দাপ্তরিক বা রাষ্ট্রীয় ভাষার মর্যাদা পেতে পারে*
বিদেশী ভাষা	শিক্ষার্থীর নিজের গণ্ডিতে যে ভাষায় কথা বলা হয় না
ঐতিহ্যগত/পূর্বপুরুষের ভাষা	ব্যক্তির পূর্বপুরুষের প্রচলিত ভাষা কিংবা কোনো নির্দিষ্ট ভাষাভাষীর জনগোষ্ঠীর ভাষা
বাড়ীর ভাষা	বাড়ীতে যে ভাষায় কথা বলা হয় (আরও দেখুন **১ম ভাষা, মাতৃভাষা**) ‣ *আবার অনেকের বাড়িতে একাধিক ভাষা প্রচলিত থাকে*
১ম ভাষা	প্রথম ভাষা, জন্মগত ভাষা (আরও দেখুন **মাতৃভাষা, বাড়ীর ভাষা, আঞ্চলিক/স্থানীয় ভাষা**) ‣ জন্মের পর থেকে যে ভাষা বা ভাষাগুলো শেখা হয়
২য় ভাষা	দ্বিতীয় ভাষা, অ-জন্মগত ভাষা (নন-নেটিভ **ভাষা** বা যে ভাষা মাতৃভাষা নয়), ব্যাপকতর যোগাযোগের ভাষা অথবা বিদেশী ভাষা ‣ *বাড়ির বাইরে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর পরিধিতে এই ভাষা বেশী প্রচলিত; এছাড়া দ্বিভাষিক শিক্ষা ব্যবস্থায় ১ম ভাষার পর দ্বিতীয় (দাপ্তরিক, বিদেশী) ভাষা হিসাবে এটি শিখানো হয়* ‣ *সংখ্যালঘু ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর জন্য ২য় ভাষা সাধারণত: দাপ্তরিক এবং/অথবা রাষ্ট্রীয় ভাষা*
শিক্ষাদানের ভাষা	স্কুলের পাঠ্যসূচী যে ভাষায় পড়ানো হয়; এটিকে পাঠদানের মাধ্যমও বলা হয়ে থাকে
লিঙ্গুয়া ফ্রাংকা	বিভিন্ন ভাষাগোষ্ঠী যে ভাষায় সবচেয়ে বেশি যোগাযোগ করে থাকে। *যেমন: পাপুয়া নিউগিনি দেশে প্রচলিত টোক পিসিন*

আঞ্চলিক/স্থানীয় ভাষা

নির্দিষ্ট এলাকায় কিছু সংখ্যক জনগোষ্ঠী যে ভাষায় কথা বলে
- *পুরোপুরি লিখিত রূপ এখনও তৈরি হয়নি এমন কোনো ভাষাও হতে পারে*

সংখ্যাগরিষ্ঠের ভাষা

কোনো এলাকা/দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ যে ভাষায় কথা বলে

সংখ্যালঘুর ভাষা

কোনো সামাজিক ও/বা সংখ্যালঘু জাতিগোষ্ঠী যে ভাষায় কথা বলে
- *কখনও কখনও সংখ্যাগরিষ্ঠ কিন্তু প্রধান নয় এমন জনগোষ্ঠীর ভাষাকে বুঝায়*

মাতৃভাষা (এমটি)

প্রথম ভাষা, জন্মগত ভাষা (আরও দেখুন **১ম ভাষা, বাড়ীর ভাষা, স্থানীয় ভাষা)**
- *কোনো ব্যক্তি যে ভাষা: (ক) প্রথম শেখে; (খ) কোনো কিছু সনাক্ত করতে ব্যবহার করে কিংবা অন্যরা তাকে যে ভাষাভাষী হিসাবে সনাক্ত করে (গ) সবচেয়ে ভালো জানে; কিংবা (ঘ) সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করে*

রাষ্ট্রীয় ভাষা

যে ভাষা কোনো দেশে গুরুত্বপূর্ণ ও ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত ভাষা হিসাবে স্বীকৃত; কখনও যা দাপ্তরিক ভাষা হিসাবেও স্বীকৃতি পায়
যেমন: ভারতে ২টি দাপ্তরিক ভাষা এবং ২২টি রাষ্ট্রীয় ভাষা হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছে; আবার বাহাসা ইন্দোনেশিয়া একাধারে ইন্দোনেশিয়ার জাতীয় ও দাপ্তরিক ভাষা

দাপ্তরিক ভাষা

কোনো দেশ যে ভাষাকে স্কুলসহ সরকারী যে কোনো প্রশাসনিক ও প্রাতিষ্ঠানিক কাজে ব্যবহারের জন্য স্বীকৃতি প্রদান করে
যেমন: ভারতে হিন্দি ও ইংরেজি দেশের দাপ্তরিক ভাষা হিসাবে স্বীকৃত হলেও পাশাপাশি রয়েছে আরও অনেক প্রাদেশিক ভাষা

অলিখিত ভাষা

যে ভাষায় কথা বলা হলেও তা এখনও পড়া/লেখার জন্য প্রচলিত নয়

বিভিন্নতা

অঞ্চল বা সমাজ ভেদে একই ভাষার ভিন্ন ভিন্ন কথ্য রূপ (আরও দেখুন **আঞ্চলিক ভাষারূপ)**

উপদেষ্টা পরিষদ	বহুভাষিক শিক্ষা কর্মসূচী এগিয়ে নিতে অঙ্গীকারবদ্ধ একদল নেতা ▸ সাধারণত মাতৃভাষাভাষী জনগোষ্ঠী এবং সহযোগী সংগঠনদের সদস্যবৃন্দের সমন্বয়ে গড়ে উঠে
বিচ্ছিন্নকরণ	নিজের ভাষা ও সংস্কৃতি থেকে সংযোগহীন ▸ সংখ্যালঘু ভাষাগোষ্ঠী প্রধান ভাষা ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থায় সম্পৃক্ত হয়ে হয়তো পরবর্তীতে তাদের নিজেদের ভাষা ও সংস্কৃতিকে প্রত্যাখ্যান করতে পারে
সচেতন করা	জনগণকে তথ্য দিয়ে এমনভাবে সাহায্য করা যেন তারা তাদের নিজেদের নির্ধারিত লক্ষ্য ও চাহিদাগুলো অর্জন করতে পারে
দ্বিভাষী	ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে: একই সাথে দু'ভাষা বলতে/বুঝতে (এমনকি কখনো পড়তে/লিখতে) পারার ক্ষমতা সামাজিক ক্ষেত্রে: কমপক্ষে দুই ভাষা গোষ্ঠীর সহ অবস্থান
দ্বিভাষিক শিক্ষাব্যবস্থা	সাক্ষরতা ও শিক্ষা মাধ্যম হিসাবে দু'ভাষার ব্যবহার ▸ *আদর্শগতভাবে শিক্ষার্থী তার প্রথম ভাষাতেই অক্ষরজ্ঞান ও শেখার শুরু করে এবং ধীরে ধীরে সে দ্বিতীয় ভাষা রপ্ত করে*
যোগ্যতা	কোনো ভাষায় অথবা স্কুলের অন্যান্য পাঠ্যবিষয়ের ক্ষেত্রে অর্জিত জ্ঞান, সামর্থ্য বা দক্ষতা
পাঠ্যক্রম	কোনো শিক্ষা কর্মসূচীর জন্য গৃহীত শিক্ষা পরিকল্পনা, বিষয়বস্তু ও শিক্ষা উপকরণসমূহ
প্রধান গোষ্ঠী	জনসংখ্যা (সংখ্যাগরিষ্ঠতা), অর্থনীতি (সম্পত্তি) এবং/অথবা রাজনীতি (ক্ষমতা)-র ভিত্তিতে দেশের সবচেয়ে ক্ষমতাবান জনগোষ্ঠী
সঞ্চালক/সহায়ক	যিনি অন্যদের শিখতে সাহায্য করেন; শিক্ষক
সাবলীলতা	বলা, পড়া ও/বা লিখার ক্ষেত্রে উচ্চ মানের দক্ষতা ও যোগ্যতা
জেন্ডার সমতা (নারী-পুরুষ সমতা)	এমন পরিস্থিতি যেখানে নারী-পুরুষ ও ছেলে-মেয়েরা তাদের মানবাধিকার পূর্ণভাবে পেতে সমান সুযোগ সুবিধা ভোগ করে এবং অর্থনৈতিক. সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক বিকাশে একইভাবে অবদান রাখে এবং তার ফলও ভোগ করে

নিরক্ষর	ব্যক্তি যে ভাষা বুঝতে পারে, কিন্তু সেই ভাষা পড়া বা লেখা শিখার কোনো সুযোগ পায়নি
বাস্তবায়ন	কোনো নতুন কর্মসূচী পরিচালনার জন্য জনগণ ও সম্পদ সচল করার প্রক্রিয়া
আদিবাসী	কোনো এলাকার বা দেশের মূল বা আদি বাসিন্দাদের বংশধর বা গোষ্ঠী
আন্তঃসংস্কৃতিবোধ	বিভিন্ন ভাষা গোষ্ঠী এবং/অথবা সামাজিক গোষ্ঠীর মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়া/সমঝোতা ও সহনশীলতা বৃদ্ধি
ভাষাগত উন্নয়ন	শিক্ষাব্যবস্থায়: কাউকে কোনো ভাষা ভালমত বলতে, পড়তে ও লিখতে শিখানো সংখ্যালঘু ভাষাগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে: নিজ ভাষায় কথা ও লেখার ব্যবহার বাড়ানো যেমন: তাদের শব্দভান্ডার সমৃদ্ধ করা, লিখন পদ্ধতির সূচনা করা এবং বই ও স্কুল উপকরণ তৈরি করা
সংখ্যালঘু ভাষাগোষ্ঠী	এমন এক জনগোষ্ঠী যারা একই ভাষা ব্যবহার করে এবং যারা জনসংখ্যা (সংখ্যালঘিষ্ঠতা), অর্থনৈতিক (সম্পদের স্বল্পতা) এবং/অথবা রাজনৈতিক অবস্থার কারণে প্রায় ক্ষেত্রে সমাজে অপেক্ষাকৃত কম ক্ষমতা ভোগ করে
সাক্ষরতা	পড়তে, লিখতে, হিসাব করতে এবং জীবনের অন্যান্য কাজ করার প্রয়োজনে ভাষাকে ব্যবহার করার দক্ষতা
মূলধারা	সমাজের প্রধান জনগোষ্ঠীর ভাষা ও সংস্কৃতি ▸ মূলত সেইসব স্কুলগুলো কে বুঝায় যা প্রধান জনগোষ্ঠীর কথা বিবেচনা করে তৈরি হয় যদিও তা সংখ্যালঘু ভাষাগোষ্ঠীর চাহিদা মেটাতে পারেনা
স্থানান্তরিত/দেশান্তরিত	যে ব্যক্তি বা গোষ্ঠী এক অঞ্চল থেকে আরেক অঞ্চলে স্থান বদল করেছে (মাইগ্রেন্ট)
সচলায়তন (প্রস্তুতি গ্রহণ)	কোনো কর্মসূচী, পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন করার জন্য এক সাথে কাজ করতে কোনো সমাজ (ও তাদের সমর্থকদেরকে) সংগঠিত করার প্রক্রিয়া
মাতৃভাষা ভিত্তিক বহুভাষিক শিক্ষা (এমএলই)	স্কুলে পড়া, লেখা ও শিখানোর জন্য মাতৃভাষা ব্যবহার করা যেন ২য় ভাষা (জাতীয় ভাষা) ও অন্য ভাষা শেখার জন্য মজবুত ভিত্তি তৈরী হয়।
বহুভাষী	ব্যক্তির ক্ষেত্রে: একই সাথে দু'য়ের বেশি ভাষায় বলতে/বুঝতে (এবং কখনও কখনও পড়তে/লিখতে) পারার ক্ষমতা সামাজিক ক্ষেত্রে: দু'য়ের অধিক ভাষাগোষ্ঠীর সহ অবস্থান

বহুভাষিক শিক্ষা (এমএলই)	দু'য়ের বেশী ভাষার মাধ্যমে সাক্ষরতা ও শিক্ষা দান ▸ আর্দশগতভাবে ১ম ভাষা শেখানোর মাধ্যমে এর শুরু হয় এবং ধীরে ধীরে অন্যান্য ভাষা শেখার প্রক্রিয়া চলতে থাকে
বেসরকারী সংস্থা (এনজিও)	দেশের সরকারের অংশ নয় এমন সেইসব সংস্থা যারা মূলত সামাজিক উন্নয়নে কাজ করে থাকে
শুদ্ধ বানান বিদ্যা	কোনো ভাষা লেখার এমনকি তার লিপি/বর্ণ তথা বানান ও যতিচিহ্ন ব্যবহার বিধি সম্বলিত প্রমিত পদ্ধতি (আরও দেখুন লিখন পদ্ধতি)
সহযোগীবৃন্দ	যে সকল ব্যক্তি, সংস্থা ও এজেন্সী জনগোষ্ঠীর সাথে একযোগে নতুন কর্মসূচী বাস্তবায়নে কাজ করে
চাপিয়ে দেয়া	শিক্ষার্থীদের স্বল্প অথবা বিনা সহায়তা করে শিক্ষার সকল মাধ্যমে দ্বিতীয়/বিদেশী ভাষার প্রয়োগ করা
টেকসই/দীর্ঘমেয়াদী	এমন কর্মসূচী হাতে নেয়া যা দীর্ঘ সময় টিকে থাকে
পরিবর্তন	১ম ভাষার শিক্ষা অন্য ভাষায় দক্ষ করতে সাহায্য করে; একবার শুধু পড়তে পারাটা শিখতে পারলেই চলে
লিখন পদ্ধতি	কথ্য ভাষার লিখিত রূপ (আরও দেখুন **শুদ্ধ বানান বিদ্যা**)

United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization

UNESCO Bangkok
Asia-Pacific Programme
of Education for All
APPEAL

920 Sukhumvit Road
Prakanong, Bangkok 10110, Thailand
www.unescobkk.org

SIL Bangladesh
Partners in Language,
Education & Development

House 8, Road 17, Sector 4,
Uttara, Dhaka, Bangladesh
www.sil.org

SIL International

United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization

বহুভাষিক শিক্ষা প্রসারের জন্য এডভোকেসি পুস্তিকা:

বঞ্চিতদের অন্তর্ভুক্তকরণ

SIL International

নীতিনির্ধারকদের জন্য বই

United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization

SIL International

বহুভাষিক শিক্ষা প্রসারের জন্য এডভোকেসি পুস্তিকা:

বঞ্চিতদের অন্তর্ভুক্তকরণ

নীতিনির্ধারকদের জন্য বই

Advocacy kit for promoting multilingual education: Including the excluded.
Bangkok: UNESCO Bangkok, 2007
ISBN 92-9223-110-3

First published by UNESCO
Asia and Pacific Regional Bureau for Education, 920 Sukhumvit Road, Prakanong, Bangkok 10110, Thailand

This edition is published jointly by UNESCO Asia and Pacific Regional Bureau for Education, 920 Sukhumvit Road, Prakanaong, Bangkok 10110, Thailand and SIL Bangladesh

©UNESCO 2007
©UNESCO and SIL Bangladesh 2009 (Bangla edition)

No part of this publication may be reproduced in any form or by any means without the written permission of UNESCO and SIL Bangladesh

"The designations employed and presentation of material throughout this publication do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of UNESCO concerning the legal status of any country, territory, city or area of its authorities, or the delimitation of its frontiers of boundaries.
The authors are responsible for the choice and the presentation of the facts contained in this book and for the opinions expressed therein, which are not necessarily those of UNESCO and do not commit the Organization".

The present translation has been prepared under the responsibility of SIL Bangladesh.

4 booklets.
[content: Overview of the kit; Policy makers booklet; Programme implementers booklet; Community members booklet]

Cover photo: SIL International
Folder photo: SIL Bangladesh

The printing of this 4 booklets has been made possible with the financial support of UNDP CHTDF.

Printed in Bangladesh

নীতিনির্ধারকদের জন্য বই

ভূমিকা

ইউনেস্কো প্রথম ১৯৯০ সালে "সবার জন্য শিক্ষা" কার্যক্রম চালু করার পর থেকে বিভিন্ন দেশের সরকার শিশু ও বড়দের শিক্ষার প্রয়োজন মেটানোর জন্য নানা পদক্ষেপ নিয়েছে। এতে অনেক অগ্রগতি হলেও এর সুফল পুরোপুরি পাচ্ছেনা নির্দিষ্ট কিছু জনগোষ্ঠী, যেমনঃ মেয়েশিশু ও নারী, দরিদ্র জনগোষ্ঠী, বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন জনগোষ্ঠী, এইচআইভি/এইডস আক্রান্ত জনগোষ্ঠী এবং অপ্রধান বা সংখ্যালঘু ভাষাভাষী জনগোষ্ঠী।

কোনো শিক্ষার্থী আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীরই হোক কিংবা স্থানান্তরিত জনগোষ্ঠীর অংশই হোক, সে যদি দাপ্তরিক ভাষা না বোঝে বা সে ভাষা সম্পর্কে তার কোনো ধারণা না থাকে, তবে স্কুল জীবনের শুরু থেকেই সে পিছিয়ে পড়েঃ

> *সাধারণভাবে এখনও সবাই মেনে না নিলেও বাস্তব সত্য যে কারও শেখাটা যদি নিজের ভাষায় শুরু না হয়, তবে সে একইসাথে দু'ধরনের সমস্যায় পড়ে - একদিকে নতুন ভাষা আয়ত্ব করা, সেই সাথে সেই ভাষায় লিপিবদ্ধ নতুন নতুন জ্ঞান ও তথ্য আত্মস্থ করা। আর নিরক্ষর, সংখ্যালঘু ও শরণার্থীর মতো যেসব জনগোষ্ঠী এমনিতেই শিক্ষাক্ষেত্রে ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে, তাদের জন্য সমস্যাটি আরো জটিল।*[১]

এ ধরনের সমস্যা দূর করার সবচেয়ে ভালো উপায়- মাতৃভাষা ভিত্তিক বহুভাষিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলন করা যা সংক্ষেপে এমএলই নামে পরিচিত। যে সব শিক্ষার্থী অপ্রধান ভাষায় কথা বলে, কার্যকর এমএলই কর্মসূচীতে তাদের শেখার শুরুটা প্রথমে নিজের ভাষায় ঘটে, কিন্তু পাশাপাশি তারা দাপ্তরিক ভাষাও পাঠ্যবিষয় হিসাবে শিখে থাকে। ফলে শিক্ষার্থীরা যখন এভাবে ধীরে ধীরে জাতীয় ভাষায় বলতে, পড়তে ও লিখতে দক্ষ হয়ে উঠে, কেবল তখনই শিক্ষক সে ভাষায় পড়ালেখা শেখাতে শুরু করে। সবচেয়ে ভাল এমএলই কার্যক্রমগুলোর বৈশিষ্ট্যই হলো যে এটি প্রাথমিক শিক্ষার পুরো সময়টায় শিক্ষার্থীদেরকে যোগাযোগ ও শিক্ষার জন্য দুটি ভাষাই ব্যবহার করতে অনুপ্রাণিত করে।

ইউনস্কো দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে, ভাষার সাথে শিক্ষার একটা গভীর সম্পর্ক রয়েছে। আর তাই সংস্থাটি বহুভাষিক শিক্ষা কার্যক্রমকে সহযোগিতা করার যথার্থতা তিন ধাপে যুক্তিতর্ক সহকারে উপস্থাপন করেছেঃ

> *১) ইউনেস্কো মাতৃভাষায় শিক্ষা দানকে সমর্থন করে যাতে এর মাধ্যমে শিক্ষার্থী ও শিক্ষক উভয়ই তাদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার আলোকে শিক্ষার মান উন্নয়ন করতে পারে।*

> *২) ইউনেস্কো শিক্ষা পদ্ধতির সর্বস্তরে দ্বিভাষিক ও/বা বহুভাষিক শিক্ষা পদ্ধতি প্রচলনকে সমর্থন করে যাতে এ ব্যবস্থা সামাজিক ও ছেলে-মেয়ে ভিত্তিক সমতা প্রসারে এবং ভাষাগত বৈচিত্র্য সমৃদ্ধ সমাজের মুল উপাদান হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হতে পারে।*

১ ইউনেস্কো.২০০৩.এডুকেশন ইন এ মাল্টিলিঙ্গুয়াল ওয়ার্ল্ড.প্যারিস,ইউনেস্কো.

৩) ইউনেস্কো আন্তঃসাংস্কৃতিক শিক্ষার একটি অপরিহার্য উপাদান হিসাবে ভাষাকে গণ্য করে যাতে এটি বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যকার বোঝাপড়ায় উদ্বুদ্ধ করে এবং তাদের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করে।[২]

এ বইয়ের বাকী অংশে মাতৃভাষা ভিত্তিক বহুভাষিক শিক্ষা কর্মসূচী সমন্ধে আরো ধারণা দেয়া হয়েছে। এমএলই সম্পর্কে যে সব প্রশ্ন প্রায়ই করা হয় সেগুলোই বিভিন্ন অধ্যায়ের শিরোনাম হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে। আর এসব প্রশ্নের উত্তর নিয়ে আলোচনায় পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের শিক্ষাবিদ, সরকারী কর্মকর্তা/কর্মচারী, গবেষক এবং সংখ্যালঘু ভাষাগোষ্ঠীর উদ্বৃতি তুলে আনা হয়েছে।

প্রশ্ন-উত্তর
সংখ্যালঘু ভাষাগোষ্ঠীতে ভাষা ও শিক্ষা

প্রশ্ন ১. অপ্রধান বা সংখ্যালঘু ভাষাগোষ্ঠীর শিক্ষা পরিস্থিতি কি রকম?

অপ্রধান বা সংখ্যালঘু ভাষাগোষ্ঠীর অনেক সদস্যই, বিশেষ করে যারা একেবারে প্রত্যন্ত অঞ্চলে থাকে, তাদেরকে মানসম্মত মৌলিক শিক্ষা পেতে গিয়ে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়ঃ

- কেউ কেউ স্কুলে যাওয়ার সুযোগই পায় না। আবার বাকীরা স্কুলে যাওয়ার সুযো পেলেও তাদের পড়ানোর জন্য প্রশিক্ষিত শিক্ষক তো নেই, এমনকি অনেক সময় কোনো ধরনের শিক্ষকই পাওয়া যায় না।
- আবার স্কুলে শিক্ষকদের সংখ্যা প্রয়োজন মাফিক থাকলেও তারা এমন ভাষায় পড়ান যা শিক্ষার্থীরা বুঝে না।
- পাঠ্যপুস্তক ও এর অনুশীলনীগুলো সাধারণত প্রধান জনগোষ্ঠীর ভাষা ও সংস্কৃতিকে নিয়ে লেখা হয়। কিন্তু যেখানে অনেক শিক্ষার্থী সেই সংস্কৃতির সাথে পরিচিত নয়, সেখানে ঐ ভাষায় আলোচনা ও পড়ানোর বিষয়গুলো তাদের বুঝতে পারাটাও কঠিন হয়ে পড়ে।
- যে সব শিক্ষক প্রধান ভাষা জনগোষ্ঠী থেকে আসেন তিনি শিক্ষার্থীদেরকে পড়া বুঝতে দেরী হওয়ার কারণে "স্বল্পবুদ্ধির বা ধীরগতির শিক্ষার্থী" মনে করতে পারেন। তিনি সেক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতিগত ঐতিহ্যকে অবমূল্যায়নও করতে পারেন বা একেবারে মূল্য নাও দিতে পারেন।

এ সব শিক্ষার্থীর কাছে স্কুল *অপরিচিত* ভাষায় *অপরিচিত* বিষয় পড়ানোর একটি *অপরিচিত* জায়গা হিসাবে মনে হতে পারে। ঠিক এরকম এক পরিস্থিতির উদাহরণ তুলে ধরেছেন এক শিক্ষাবিদ। তিনি ভারতের সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর একটি ক্লাস দেখতে যান যেখানে হিন্দিতে পড়ানো হয়ঃ

> *শিক্ষক একা একা পড়িয়ে যাচ্ছেন আর শিশুরা কোনো উৎসাহই পাচ্ছে না। তারা ফ্যালফ্যাল করে শিক্ষকের দিকে তাকিয়ে আছে এবং মাঝে মধ্যে ব্ল্যাকবোর্ডের লেখা অক্ষরগুলোর দিকে তাকাচ্ছে। তার পড়ানো যে শিশুরা কিছুই বুঝতে পারছে না এটা উপলব্ধি করতে পেরে শিক্ষক আরো জোর গলায় বিস্তারিত ব্যাখ্যাসহ পড়ানো শুরু করলেন।*

২ ইউনেস্কো.২০০৩.এডুকেশন ইন এ মাল্টিলিঙ্গুয়াল ওয়ার্ল্ড.প্যারিস,ইউনেস্কো.

© সিল ইন্টারন্যাশনাল

কিছু সময় পর যখন তিনি কথা বলতে বলতে ক্লান্ত হয়ে পড়লেন ও বুঝতে পারলেন যে ছোট ছোট শিশুরা না বুঝে একেবারে হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছে, তখন তিনি তাদেরকে ব্যাক বোর্ডের লেখা অক্ষরগুলি খাতায় তুলে নিতে বললেন। ঐ শিক্ষক বলেন-"আমার ছাত্র-ছাত্রীরা খুব ভালোভাবে ব্যাক বোর্ডের সব লেখা তাদের খাতায় তুলে নিতে পারে। যখন তারা পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত উঠে যায়, ততদিনে তারা সব উত্তর খাতায় তুলে নিতে ও মুখস্ত করতে পারদর্শী হয়ে যায়। তবে পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে কেবল মাত্র দু'জন ঠিকমত হিন্দি বলতে পারছে।[৩]

শিশু বা বড়দেরকে এমন স্কুলে যেতে বাধ্য করা উচিত নয় যে স্কুলে এমন ভাষায় পড়ালেখা করানো হয় যা সে বলতে পারেনা, বুঝতেও পারে না। এতে তার মেধার বিকাশ ঘটিয়ে সমাজের একজন কার্যকর সদস্য হওয়ার প্রক্রিয়া তরাণ্বিত তো হয়ই না বরং বাধাগ্রস্ত হয়। যখন তাদের পাঠ্যসূচী ও অনুশীলনীগুলো নিয়মিতভাবে তাদের অপরিচিত জগত নিয়ে কথা বলে, তাদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার সাথে সেগুলোর কোন সম্পর্ক থাকে না, তখন এ সত্যটি বেরিয়ে আসে যে তাদের নিজস্ব ভাষা, সংস্কৃতি ও অভিজ্ঞতাকে কোন মূল্য দেয়া হচ্ছে না। আর এভাবে এ শিক্ষা ব্যবস্থা শিশুদেরকে নিজের সমাজ, অভিভাবক, এমনকি নিজেদেরকে অসম্মান করতে শেখায়। পাপুয়া নিউগিনির এক অভিভাবক এ পরিস্থিতির বর্ণনা করেছেন এভাবেঃ

৩ ঝিংগ্রান,ডি. ২০০৫ . ল্যাঙ্গুয়েজ ডিসএ্যাডভান্টেজ দি লার্নিং চ্যালেঞ্জ ইন প্রাইমারী এডুকেশন. নয়াদিলী,এপিএইচ পাবলিশিং।

"শিশুরা যখন স্কুলে যায়, মনে হয় তারা কোন ভিন্ন জগতে গিয়েছে। তারা তাদের অভিভাবককে ছেড়ে যায়, পরিচিত পরিবেশ ছেড়ে যায়, যা কিছু নিজের তা ছেড়ে যায়। তারা ক্লাসে বসে এমন কিছু শেখে যার সাথে তার নিজের জগতের কোন মিল নেই। পরবর্তীকালে অন্যান্য জিনিস শিখতে শিখতে সে নিজেরটা ত্যাগ করতে শুরু করেছে।"[৪]

এর ফলে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থায় সফল হতে গিয়ে অনেকেই তার নিজের ভাষা ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বিসর্জন দেয়ার মতো বিরাট খেসারত দেয়ঃ

তারা [সংখ্যালঘু ভাষাগোষ্ঠী] যখন তাদের জাতিসত্ত্বা ও ভাষাগত পরিচয় ছেড়ে প্রধান জনগোষ্ঠীর ভাষা ও সংস্কৃতি আঁকড়ে ধরতে পারে, কেবল তখনই তাদেরকে মূলস্রোত ধারায় সামিল হতে দেয়া হয়, অবশ্য যদি তাদেরকে আদৌ সে সুযোগ দেয়া হয়। এটি কোন নতুন প্রক্রিয়া নয়। এটি বিশ্বব্যাপী সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর সেই পুরোনো ও করুণ ইতিহাস যা সর্বজনবিদিত ও ভালোভাবে লিপিবদ্ধ।[৫]

প্রশ্ন ২. কি উপায়ে মাতৃভাষা-ভিত্তিক বহুভাষিক শিক্ষা/(এমএলই) স্কুলে আসা নতুন শিক্ষার্থীদের শিক্ষা পরিস্থিতির উন্নতি ঘটায় যখন তারা প্রধান ভাষা বুঝতে কিংবা বলতে পারে না?

নতুন শিক্ষার্থীরা যেই ভাষা সবচেয়ে বেশী জানে সেই ভাষায় যাতে শিক্ষা শুরু করতে পারে, মাতৃভাষা ভিত্তিক এমএলই কর্মসূচী সেটারই সুযোগ করে দেয়। নিজেদের ভাষায় শিক্ষা শুরু করার সাথে সাথে তাদেরকে নতুন (দাপ্তরিক) ভাষার সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয় এবং তারা সেই ভাষায় ভাব আদান-প্রদান শুরু করতে থাকে। একই সাথে শিক্ষকরা নতুন ভাষার বিভিন্ন শব্দ জানতে ও শব্দ ভান্ডার সমৃদ্ধ করতে শিক্ষার্থীদের সহযোগিতা করে যাতে তারা আরো দুর্বোধ্য বিষয় বুঝতে ও আলোচনা করতে পারে।[৬] *সবচেয়ে ভালো এমএলই কর্মসূচীর ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা তার পুরো প্রাথমিক শিক্ষা জীবনেই দু'ভাষাতে ভাব আদান প্রদান ও শিক্ষা গ্রহণে পারদর্শী হয়ে উঠে।*

জোরালো এমএলই কর্মসূচীতে কিভাবে ভাষা শিক্ষা এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়, নীচের ধাপগুলোর সাহায্যে তা দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে।

৪ ডেলপিট, এল.ডি ও কেমেলফিল্ড, জি. ১৯৮৫ . *এন ইভালুয়েশন আব দি ভাইলস টোক পেস স্কুল স্কিম ইন দি নর্থ সলোমন্স প্রভিন্স।* ইআরইউ রির্পোট নং ৫১. ওয়াইগানি, পাপুয়া নিউ গিনি, পাপুয়া নিউ গিনি বিশ্ববিদ্যালয়.

৫ শেফার,এস.২০০৩.(৭-৯ নভেম্বর). *ল্যাঙ্গুয়েজ ডেভেলপমেন্ট এন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ রিভাইটালাইজেশনঃ এন এডুকেশনাল ইম্পেরেটিভ ইন এশিয়া.* ভাষা উন্নয়ন, ভাষা পুনর্জাগরণ এবং বহুভাষিক শিক্ষা বিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলন.ব্যাংকক,থাইল্যান্ড. http://www.sil.org/asia/ldc/plenary_papers/sheldon_shaeffer.pdf *(১৭ই নভেম্বর ২০০৬ সালে তথ্য সংগৃহীত)*

৬ এই প্রক্রিয়া যে শিক্ষা নীতির উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত তা হলো, এক ভাষায় শেখা বিষয় ও ধারণাগুলো সহজেই অন্য ভাষায় রূপান্তর করা সম্ভব যখন শিক্ষার্থীরা নতুন ভাষায় প্রয়োজনীয় শব্দভান্ডার শিখে ফেলে।(দেখুন কামিন্স, জে. ২০০০. *বাইলিঙ্গুয়াল চিলড্রেন্স মাদার টাং:হোয়াই ইট ইজ ইম্পর্ট্যান্ট ফর এডুকেশন?)*

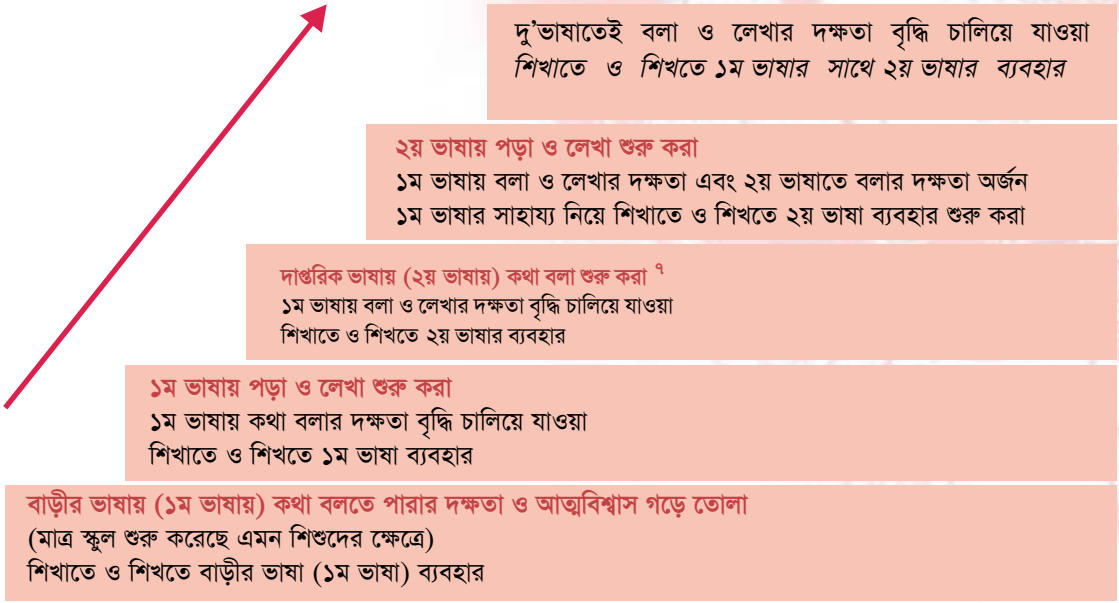

প্রথমে বাড়ীর ভাষায় শিক্ষার ভিত মজবুত করে তোলার পর ছাত্র-ছাত্রীরা আস্তে আস্তে নতুন ভাষা শিখতে শুরু করে; প্রথমে বলতে ও পরে লিখতে শেখে। তবে নতুন ভাষায় প্রাথমিক দক্ষতা অর্জনের সাথে সাথে তারা কিন্তু তার প্রথম ভাষা ব্যবহার বন্ধ করে দেয় না। বরং পুরো প্রাথমিক স্কুলের সময়টায় তারা একই সাথে *দু'ভাষাই* শিখতে থাকে।

> *পুরো প্রাথমিক স্কুলজীবনে যখন শিশুরা দুই বা তার বেশী ভাষায় দক্ষ হয়ে যেতে থাকে তখন তারা সেই ভাষার উপর গভীর ধারণা লাভ করে এবং তা কার্যকর ভাবে ব্যবহার-ও করতে শেখে। ভাষা প্রয়োগের ক্ষেত্রে তার অনুশীলনও বেশী থাকায়, বিশেষ করে দু'ভাষাতেই সাক্ষরতা অর্জন করায় বাস্তব ঘটনাকে দু'ভাষাতেই সাজানোর ক্ষেত্রে তারা মিল-অমিল বেশ ভালোভাবে বুঝতে পারে।* [৮]

এ প্রক্রিয়ার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যগুলো হলোঃ

- নিজের ভাষা, সংস্কৃতি, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার সমন্বয়ে শিক্ষার্থীদের এতদিন ধরে গড়ে উঠা জানার গন্ডি নিয়েই তার স্কুলজীবনের শুরু হয়।
- শিক্ষার্থী আস্তে আস্তে করে নতুন (দাপ্তরিক) ভাষা ব্যবহারে যতদিনে আত্মবিশ্বাস অর্জন করে ফেলে ততদিনে ঐ ভাষাতে ক্লাসের সব পাঠ্যবিষয় পড়ানো শুরু হয়; এবং
- শিক্ষকরা স্কুলের দাপ্তরিক ভাষার পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের বাড়ীর ভাষাতেও পাঠ্য বিষয়গুলো বুঝিয়ে থাকে, ফলে ছাত্র-ছাত্রীরা প্রতিটি পাঠ্য বিষয়ে মানসম্মত দক্ষতা অর্জন করে।

---

৭ কোনো কোনো গবেষকের মতে, এল-২ আরো আগেই শুরু করা যেতে পারে যদি শিক্ষার্থীর প্রাথমিক স্কুলজীবনের পুরো সময়ে শিক্ষকরা শিখানোর জন্য অন্য ভাষার পাশাপাশি শিশুর গৃহের ভাষায় পড়ালেখা শেখান।

৮ কামিন্স,জে. ২০০০ . *বাইলিঙ্গুয়াল চিলড্রেন্স মাদার টাং: হোয়াই ইট ইজ ইম্পর্ট্যান্ট ফর এডুকেশন?* http://www.iteachilearn.com/cummins.mother.htm *(১৭ই নভেম্বর ২০০৬ সালে তথ্য সংগৃহীত)*

© সিল ইন্টারন্যাশনাল

প্রশ্ন ৩. সাধারণভাবে মাতৃভাষা ভিত্তিক এমএলই (বহুভাষিক শিক্ষা) এর সাথে সার্বিক উন্নয়নের সম্পর্ক কি?

যখন নির্দিষ্ট কিছু জনগোষ্ঠী শিক্ষা কর্মসূচীগুলোর আওতা থেকে বাদ পড়ে যায়, তখন তাদের পক্ষে স্থানীয় কিংবা জাতীয় উন্নয়নে সক্রিয় ভূমিকা রাখা কঠিন হয়ে পড়ে, কেননা এ ধরনের শিক্ষা কার্যক্রম

> *... [ছাত্রছাত্রীদের] নিজের সমাজ কিংবা জাতীয় উন্নয়নে ইতিবাচক অবদান রাখার জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান, দক্ষতা ও মানসিকতা তৈরিতে খুব একটা ভূমিকা রাখতে পারে না।*[৯]

উন্নয়নের-জন্য-শিক্ষা কার্যক্রমকে এটা অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে যেন সব শিক্ষার্থীই মেধার পুরোপুরি বিকাশ ঘটিয়ে নিজের, সমাজের ও রাষ্ট্রের কল্যাণে অবদান রাখতে পারে, তার বাড়ীর ভাষা যাই হোক না কেনঃ

৯ শিক্ষা বিভাগ. ১৯৯১. এডুকেশন সেক্টর রিভিউ. ওয়াইগানি, পাপুয়া নিউ গিনি, শিক্ষা বিভাগ।
পিএনজির পঞ্চাশ লক্ষ জনগণ ৮০০-র বেশী আলাদা আলাদা ভাষায় কথা বলে। ১৯৯৩ সাল পর্যন্ত আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থায় কেবল ইংরেজী ভাষায় পড়ানো হতো। কিন্তু শুধু ইংলিশ-নির্ভর শিক্ষা ব্যবস্থার নেতিবাচক প্রভাব বুঝতে পেরে পিএনজি সরকার ১৯৯৫ সালে তাদের পুরো প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজায়। ২০০৫ সালের মধ্যে মোট আট শতাধিক ভাষার মধ্যে ৪০০-র বেশী ভাষায় মাতৃভাষা-ভিত্তিক এমএলই কর্মসূচী চালু হয়।

আমরা বিশ্বাস করি, একটি জাতির মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত তার সামগ্রিক ব্যবস্থা ও এর অন্তর্ভুক্ত সকল সদস্যের উন্নয়নকে উদ্বুদ্ধ ও বেগবান করা ... সরকার নিজে কতটা কি করছে তার চেয়ে বরং সে যাদের পরিচালিত করছে তাদেরকে কতটা সক্ষম করে তুলতে পারছে, সেটাই জাতীয় উন্নয়নের মূল অর্থ।[১০]

© ইউনেস্কো/ডি.রিউপিটুক

ছোট-বড় সব সংস্কৃতির জনগোষ্ঠীই তার চারপাশের জগতের সুযোগ-সুবিধাগুলো পুরোপুরি উপভোগ করে নেয়ার জন্য নানা কৌশল রপ্ত করেছে। প্রতিটি ভাষার-ও রয়েছে সে ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর বহুবছর ও প্রজন্ম ধরে গড়ে উঠা জ্ঞান ও প্রজ্ঞা অন্যের সাথে আদান-প্রদান করার ক্ষমতা। এ কারণে যখন কোনো রাষ্ট্রের বিভিন্ন সংস্কৃতি, ভাষাভাষী ও মতবাদের জনগোষ্ঠী নিজেদের চিন্তা-ভাবনা ও ধ্যান-ধারণাগুলো দেয়া-নেয়া করে সবার সুন্দর আগামীর জন্য একসাথে পরিকল্পনা নেয়, তখন তাতে পুরো রাষ্ট্রই উপকৃত হতে পারে। অপ্রধান ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীতে কার্যকর এমএলই কর্মসূচী চালু করার একটি সুদূর প্রসারী লক্ষ্য ঐ জনগোষ্ঠীর জ্ঞান, দক্ষতা ও আত্মবিশ্বাস নিশ্চিত করা যাতে তারা সার্বিক ভাবে জাতির উন্নয়ন কার্যক্রমে অংশ নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে।

আমাদের দেশে বিদ্যমান সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যই সবচেয়ে বড় জাতীয় সম্পদ। বৈচিত্র্য মানেই অনেক দৃষ্টিভঙ্গী ও ধারণার সম্মেলন, সমস্যা সমাধানের আরও অনেক পথ খুঁজে পাওয়ার সুযোগ, আরও অনেক সৃজনশীল ধারণার সূত্রপাত, পরিবর্তনের সাথে খাপ খাইয়ে নেয়ার ক্ষেত্রে আরও বিকশিত ক্ষমতা ... যেখানে বৈচিত্র্য ধ্বংস করা হয়... সেখানে জাতি দুর্বল ও বিভক্ত হয়ে পড়ে।[১১]

১০ ঘারাগেদাঘি, জে. ১৯৮৬. *এ প্রোলোগ টু ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট প্লানিং*। নিউ ইয়র্ক, গ্রিনউড প্রেস।

১১ ডঃ জন ওয়াইকো, শিক্ষা মন্ত্রণালয় পিএনজি, ২০০১

এমএলই কর্মসূচী জোরদার করতে সরকার যদি সহযোগিতা করে, তবে সব নাগরিকও বুঝতে পারেন যে সংখ্যালঘু ভাষা ও সে ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীকে গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। এমএলই কর্মসূচী শিক্ষার্থীর বাড়ীর ভাষা ও দাপ্তরিক ভাষার মধ্যে যোগসূত্র তৈরি করে। ফলে নিজের ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বিসর্জন দিতে বাধ্য না হয়েই জনগণ জাতীয় সংহতি তৈরিতে ভূমিকা রাখতে পারে। পৃথিবীব্যাপী বিভিন্ন অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায়, জনগণের ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য যখনই অস্বীকার করা বা দমিয়ে রাখা হয়েছে, তখনই তা বিভক্তি–বিবাদের কারণ হয়ে দাড়িয়েছে। বৈচিত্রের *পরিবর্তে* নয় বরং বৈচিত্রকে *বরণ* করে নিয়েই এমলএই সংহতির বিকাশ ঘটাতে চায়।

প্রশ্ন ৪. মাতৃভাষা ভিত্তিক এমএলই ও নারী-পুরুষ সমতার মাঝে সর্ম্পক কি?

১৯৯৩ সালে ভাষা গবেষক করসন খুঁজে পান যে, অন্যায্য ভাষানীতি ও শিক্ষা পরিকল্পনার কারণে তিনটি জনগোষ্ঠী সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়-মেয়ে ও নারীরা, দরিদ্র জনগোষ্ঠী এবং আনুষ্ঠানিক কাঠামোর বাইরের ভাষায় কথা বলে এমন জনগোষ্ঠী। সুতরাং পরিষ্কারভাবে সবচেয়ে বড় অনৈতিকতার শিকার তারাই যারা একইসাথে এই তিন পরিস্থিতির মধ্যেই রয়েছে। লিঙ্গভিত্তিক গবেষণায় দেখা গেছে, যদি মেয়ে ও নারীরা ব্যবসাকেন্দ্রে কিংবা কারখানাগুলোতে কাজ করার সুযোগ না পায়, তবে দাপ্তরিক ভাষার সাথে তাদের পরিচিত হওয়ার সুযোগ ছেলে ও পুরুষদের থেকে অপেক্ষাকৃত অনেক কম কেননা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে তাদের জীবনযাত্রা আটকে থাকে পরিবার ও ঘরের ভিতরেই যেখানে তারা কেবল বাড়ীর আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলে। এ কারণে স্কুলের বিভিন্ন নিদের্শনা ও আলোচনাগুলো ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের কম বুঝতে পারার সম্ভাবনা বেশী। দুর্ভাগ্যবশত, ছেলে-মেয়েদের এই পার্থক্য ততটা গ্রাহ্য করা হয় না এবং বিষয়টি সবার অগোচরে রয়ে যায় কেননা কথা বলতে মেয়েদের তুলনামূলকভাবে কম সুযোগ দেয়া হয় আর ধরেই নেয়া হয় যে তারা ছেলেদের চেয়ে কম পারবে। যদিও শিক্ষাব্যবস্থায় ছেলে-মেয়ের সমতা আনার প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে আন্তর্জাতিক সচেতনতা উত্তরোত্তর বেড়েছে, তা সত্ত্বেও ছেলেদের থেকে মেয়েরা স্কুলশিক্ষার সুযোগ থেকে বেশী বঞ্চিত হচ্ছে। তার মধ্যে আবার সংখ্যালঘু ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর মেয়েরা সবচেয়ে বেশী সুবিধাবঞ্চিত।

মেয়ে শিশুদের মান সম্মত শিক্ষা লাভের অনেক বেশী সুযোগ এনে দিয়েছে বহুভাষিক শিক্ষা ব্যবস্থা।

> *ছেলেমেয়ের সমতা ভিত্তিক বিচার-বিবেচনা ওতপ্রোতভাবে জড়িত...শিক্ষা ব্যবস্থায় বিদ্যমান ঝুঁকিপূর্ণ পরিস্থিতির সাথে যেখানে মেয়ে ও নারীরা বিশেষভাবে সুবিধাবঞ্চিত অবস্থায় রয়েছে। বেশীরভাগ গতানুগতিক সমাজেই দেখা যায়, মেয়ে ও নারীরা একভাষী হয়ে যেতে থাকে কারণ তারা তাদের ছেলে, ভাই অথবা স্বামীদের তুলনায় স্কুলে যাওয়ার, বেতনভুক্ত শ্রমে নিযুক্ত হওয়ার কিংবা জাতীয় ভাষায় দক্ষতা বৃদ্ধির সুযোগ কম পায়।*[১২]

মাতৃভাষা-ভিত্তিক বহুভাষিক শিক্ষা ব্যবস্থা সংখ্যালঘু ভাষাগোষ্ঠীর মেয়েদের নির্দিষ্ট কিছু সুফল এনে দেয়ঃ

- অভিভাবকরা তাদের মেয়ে সন্তানদের সেই সব স্কুলে দিতে বেশী স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতে পারেন যেখানে নিজ সমাজের ভাষায় শিক্ষা প্রদান করা হয়, একই সাথে নিজ সংস্কৃতি ও সামাজিক মূল্যবোধের সাথে শিশুদের পরিচিত করে তোলা হয়। পাশাপাশি স্কুলে ভর্তি ও অনান্য প্রক্রিয়া সম্পর্কে তথ্য তারা তাদের নিজ ভাষায় জানার সুযোগ পাচ্ছে। দাপ্তরিক ভাষার পাশাপাশি নিজ ভাষা ব্যবহারের সুযোগ পেতে থাকলে মেয়েরাও স্কুলে বেশী সময় কাটাতে উৎসাহিত হবে।

১২ ইউনেস্কো.২০০৩.এডুকেশন ইন এ মাল্টিলিঙ্গুয়াল ওয়ার্ল্ড.প্যারিস,ইউনেস্কো.

© *বুনিয়াদ*

- এমএলই কর্মসূচী অভিভাবক ও শিক্ষকদের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপনে উৎসাহিত করে, স্কুল কর্মসূচীতে সমাজের অংশগ্রহণের সুযোগও তৈরি করে। ফলে সমাজের চাহিদা ও মূল্যবোধের ব্যাপারে স্কুলের সাড়া দেয়ার সুযোগ নিশ্চিত হয়।
- ছাত্রছাত্রীরা যে ভাষা ও সাংস্কৃতিক জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত, সেই একই জনগোষ্ঠী থেকে আসা পুরুষ শিক্ষকরা তার ছাত্রীদের কম হয়রানি করবে কেননা তারা তাদের শিক্ষার্থীদের সাথে একই সমাজে দায়বদ্ধ। যে সব শিক্ষক সামাজিক ভাবে শিক্ষার্থীদের পরিবারের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে, তাদের বিশ্বস্ত হওয়ার এবং/অথবা সামাজিক নিয়ন্ত্রণে থাকার সম্ভাবনা অপেক্ষাকৃত বেশী, ফলে তাদের দ্বারা মেয়েশিশুদের যৌন নির্যাতন বা অনান্য হয়রানির ঝুঁকি অনেকটাই কমে যায়।
- মেয়েরা বাড়ীর ভাষায় যেমন ছেলেদের মতই সাবলীলভাবে ভাব আদান-প্রদান করতে পারে, ক্লাসেও তারা প্রমাণের সুযোগ পায় যে ছেলেদের মত তাদের একই রকম শেখার ক্ষমতা রয়েছে। এক্ষেত্রে শিক্ষকরাও আরো বেশী করে উপলব্ধি করতে পারেন যে মেয়েদেরকে ছেলেদের মতো একই রকম সুযোগ তাদের দেয়া উচিত।
- নিজ সমাজেই শিক্ষাদানের সুযোগ থাকায় এবং শিক্ষক প্রশিক্ষণের সুযোগও কাছাকাছি হওয়ায় অনেক বেশী নারী শিক্ষকতাকে পেশা হিসাবে নিতে অনুপ্রাণিত হবেন। এর ফলে ছাত্রীরাও তাদের সামনে আরো বেশী অনুকরণীয় আদর্শ পাবে, আরো বেশী নারীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।[১৩]

১৩ বেনসন,সি. ২০০৫. মাদার *টাং-বেস্ড টিচিং এন্ড এডুকেশন ফর গার্লস.ব্যাংকক*, ইউনেস্কো। http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001420/142079e.pdf *(১৭ই নভেম্বর ২০০৬ সালে তথ্য সংগৃহীত)*

প্রশ্ন ৫. ব্যয় কি রকম? বহুভাষিক শিক্ষা কর্মসূচী বাস্তবায়ন করে চলমান রাখা কি ব্যয়বহুল?

কিছু ব্যক্তি মাতৃভাষা ভিত্তিক বহুভাষিক শিক্ষা কর্মসুচীর বিরোধিতা করে এই ভেবে যে এই কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা ও চলমান রাখা অনেক বেশী ব্যয়বহুল। কিন্তু ভাষা অর্থনীতি বিষয়ক অনেক গবেষণায় ভাষা-সংশিষ্ট বিভিন্ন জননীতির খরচ বিশেষণ করতে গিয়ে দেখা গিয়েছে যে এমএলই কর্মসূচীর ব্যয় বেশ সঙ্গত, বিশেষ করে যখন এটি এর সুদূরপ্রসারী উপকারিতার আলোকে বিশেষণ করা হয়ঃ

> *একভাষিক শিক্ষা থেকে বহুভাষিক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করতে যতটা বাড়তি খরচ লাগবে বলে সবাই ধারণা করে, তার চেয়ে সেটা অনেক কম। বিভিন্ন মূল্যায়নে এই খরচ শতকরা মাত্র ৩-৪ ভাগের মধ্যে হতে পারে বলে ধারণা দেয়া হয়েছে কেননা শিক্ষা ব্যবস্থা একভাষিক হলেও এই শিশুদেরকে স্কুল ব্যবস্থার আওতায় আনতেই হতো। ফলে তুলনামূলকভাবে সামান্য বাড়তি খরচ এ ক্ষেত্রে গোণায় আনতে হবে।*[১৪]

সম্ভবতঃ এ বিষয়টিকে সঠিক প্রেক্ষিতের আলোকে বিচার করতে হলে এমএলই কর্মসূচীর খরচ কত না জিজ্ঞেস করে বরং জিজ্ঞাসা করা উচিতঃ যেখানে বেশীর ভাগ শিক্ষার্থী বাড়ীতে দাপ্তরিক ভাষায় কথা বলে না সেখানে তাদের জন্য বিফল এমন একটি শিক্ষা ব্যবস্থার খরচ কত?

যদি এমএলই কর্মসূচীর খরচের সাথে সংখ্যালঘু ভাষাভাষী শিক্ষার্থীদের জন্য অপর্যাপ্ত বা বিফল শিক্ষা ব্যবস্থার আর্থ-সামাজিক মূল্য তুলনা করা হয় তবে এটা পরিষ্কার যে বহুভাষিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলন একটি বিচক্ষণ ও সুদূর প্রসারী বিনিয়োগ হতে পারে। অর্থনৈতিক কার্যকারিতার উপর বিশ্ব ব্যাংকের অনেক গবেষণায়ও একই ধারণা পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ, গুয়াতেমালার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপাত্ত ব্যবহার করে পরিচালিত একটি গবেষণায় দু'ধরনের মায়ান ছাত্র-ছাত্রীদের পুনঃভর্তি ও ঝরে পড়ার হারের তুলনা করা হয়- একদিকে দ্বিভাষিক শিক্ষা ব্যবস্থার ছাত্র-ছাত্রী আর অন্যদিকে কেবল ২য় ভাষামাধ্যম (স্প্যানিশ)-এর ছাত্র-ছাত্রী। গবেষণায় দেখা গেছেঃ

> *দ্বিভাষিক শিক্ষা ব্যবস্থায় রূপান্তর ঘটালে পুনঃভর্তির হার কমে যায়, সরকারেরও বড় ধরনের আর্থিক সাশ্রয় ঘটে যার পরিমাণ প্রায় ৩১০ লক্ষ কোয়েটজাল (৫০ লক্ষ মার্কিন ডলার)-এর বেশী। এই সমপরিমাণ অর্থ দিয়ে প্রতি বছর প্রায় ১০০,০০০ ছাত্র-ছাত্রীদের প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করা যায়।*[১৫]

আরেকটি গবেষণায় গুয়াতেমালা ও সেনেগালের উপাত্ত ব্যবহার করে দেখানো হয়েছে যে স্থানীয় ভাষায় ছাপানোর খরচ শিক্ষা খাতের নিয়মিত বাজেটের ছোট একটি ভগ্নাংশ মাত্র (গুয়াতেমালার ক্ষেত্রে ০.১৩% মাত্র) আর এক্ষেত্রে শুরুর খরচ মাত্র দুই থেকে তিন বছরে উঠিয়ে ফেলা সম্ভব।[১৬]

---

১৪ গ্রিন,এফ.ইকোনমিক কনসিডারেশ্‌স ইন ল্যাঙ্গুয়েজ পলিসি. ২০০৫. রিসেন্টো টি (সম্পাদিত). ২০০৫. *এন ইন্ট্রোডাকশন টু ল্যাঙ্গুয়েজ পলিসিঃ থিওরি এন্ড মেথড*. অক্সফোর্ড,বেসিল ব্ল্যাকওয়েল।

১৫ দাচার,এন. ২০০৪ .*এক্সপ্যান্ডিং এডুকেশনাল অপরচুনিটিস্ ইন লিঙ্গুইসটিকালি ডাইর্ভাস কান্ট্রিস*. ওয়াশিংটন ডি.সি., সেন্টার অব এপাইড লিঙ্গুইসটিকস্ . http://www.cal.org/resources/pubs/fordreport_ 040501.pdf *(১৭ই নভেম্বর ২০০৬ সালে তথ্য সংগৃহীত)*

১৬ ভাণ্ডডা,এ.ওয়াই. এন্ড প্যাট্রিনোস,এইচ.এ. ১৯৯৮ *কস্ট অব প্রডিউসিং এডুকেশনাল ম্যাটেরিয়ালস্ ইন লোকাল ল্যাঙ্গুয়েজেস্*. ওয়াশিংটন ডি.সি.: ওয়ার্লড ব্যাংক।

© ইউনেস্কো/ডি.রিউপিটুক

প্রশ্ন ৬. একটি জোরালো ও দীর্ঘস্থায়ী এমএলই কর্মসূচীর বৈশিষ্ট্য কি কি?

এমএলই কর্মসূচীতে ব্যক্তি, সংস্থা ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনসহ কর্মসূচীর সব "ষ্টেকহোল্ডারদের" মধ্যে সৃজনশীল ধ্যান-ধারণা ও পারস্পরিক সহযোগিতা থাকা প্রয়োজন। সবচেয়ে জোরালো কোনো এমএলই কর্মসূচীর "অত্যাবশ্যকীয় উপাদানগুলো" কি কি, নীচের চিত্রের সাহায্যে তা দেখানো হয়েছে।[১৭]

নীতি নির্ধারকেরা সাধারণত মাতৃভাষা ভিত্তিক এমএলই কর্মসূচীর সরাসরি বাস্তবায়নে সম্পৃক্ত না থাকলেও তাদের সক্রিয় সহযোগিতা কর্মসূচীর দীর্ঘমেয়াদী সাফল্যের জন্য খুবই প্রয়োজন। একটি জোরালো মাতৃভাষা ভিত্তিক এমএলই কর্মসূচীর সহায়ক রাজনৈতিক পরিবেশ তৈরিতে তারা একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আগের যে কোন সময়ের তুলনায় এখন আরো বেশী করে মেনে নেয়া হচ্ছে যে অপ্রধান ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীসহ সবার জন্য মানসম্মত স্কুল ব্যবস্থায় প্রবেশের সুযোগ নিশ্চিত করতে ভাষা ও শিক্ষানীতিই সবচেয়ে জরুরী বিষয়।[১৮]

---

১৭ মেলোনি,এস.২০০৫ অবলম্বনে রচিত. প্ল্যানিং কমিউনিটি-বেস্ড এডুকেশন প্রোগ্রামস্ ইন মাইনরিটি ল্যাঙ্গুয়েজ কমিউনিটিস্. সংখ্যালঘু ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর মধ্যে যারা নিজ সমাজে শিক্ষা পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে কাজ করছে, তাদের জন্য রির্সোস সহায়িকা।

১৮ আলিদু,এইচ.,বলি,এ.,ব্রক-উত্মে,বি.,ডিয়ালো,ওয়াই.এস.,হিউঘ,কে. এন্ড উলফ,এইচ.ই. ২০০৬.*অপ্টিমাইজিং ল্যার্নিং এন্ড এডুকেশন ইন আফ্রিকাঃ দি ল্যাঙ্গুয়েজ ফ্যাক্টর. এ স্টক-টেকিং রির্সাচ অন মাদার টাং এন্ড বাইলিঙ্গুয়াল এডুকেশন ইন সাব-সাহারান আফ্রিকা.প্যারিস*, এসোসিয়েশন ফর দি ডেভেলপমেন্ট অফ এডুকেশন ইন আফ্রিকা (এডিইএ). www.adeanet.org/biennial-2006/doc/document/B3_1_MTBLE_ en.pdf *(১৭ই নভেম্বর ২০০৬ সালে তথ্য সংগৃহীত)*

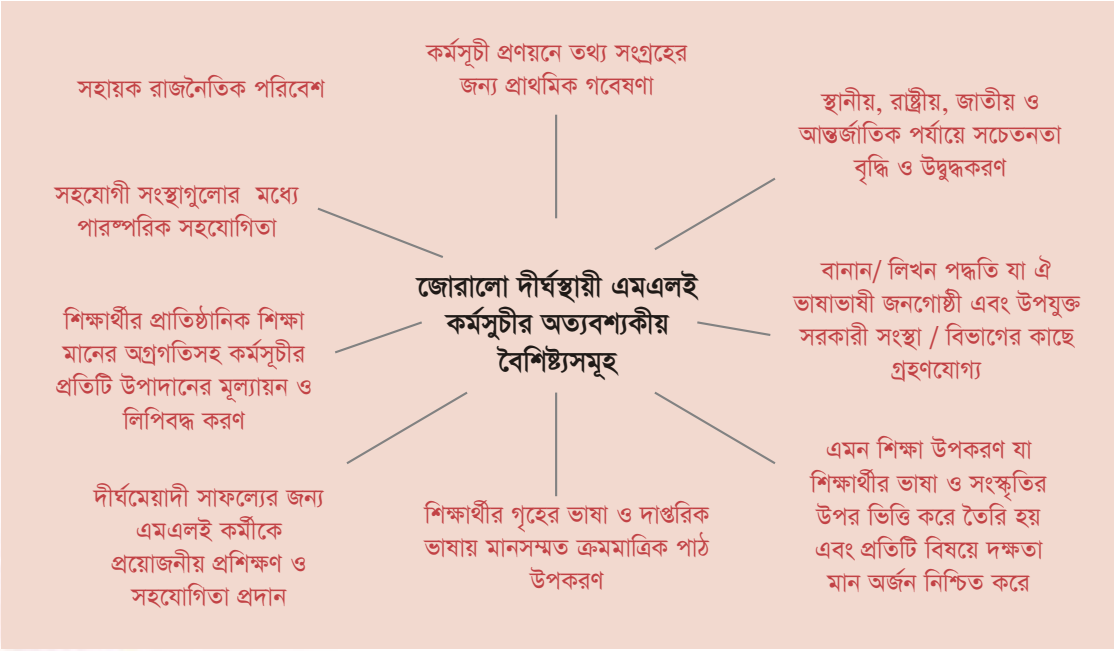

সহায়ক রাজনৈতিক পরিবেশ তৈরিতে সবচেয়ে ভালো নীতিমালা হলো আনুষ্ঠানিক ও উপআনুষ্ঠানিক উভয় শিক্ষা ব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে বহুভাষিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলন করা এবং তার বাস্তবায়ন ও সহযোগিতার জন্য সুস্পষ্ট নির্দেশনা প্রদান করা। এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ নীতিগত সিদ্ধান্তসমূহের মধ্যে রয়েছেঃ

- প্রাথমিক শিক্ষার কোন্ কোন্ গ্রেড (এবং আদর্শগতভাবে মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থায়ও) কর্মসূচীতে অন্তর্ভূক্ত হবে তা পরিষ্কার করে বলা।
- কমূর্সচী প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের জন্য যথোপযুক্ত সরকারী বিভাগে সাংগঠনিক কাঠামো তৈরি করে কর্মসূচীর বাস্তবায়ন ও সহায়তা প্রক্রিয়া সমন্বয় করার দায়িত্ব প্রদান।
- এমএলই কর্মসূচীর জন্যই সুনির্দিষ্ট ও চলমান অর্থ সহায়তার উৎস নির্ধারণ করা।

স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সাথে কাজ করার জন্য সরকার, এনজিও, বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য সহযোগী সংস্থার মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার পরিবেশ তৈরি করার মাধ্যমে মাতৃভাষা ভিত্তিক এমএলই কর্মসূচী সফলভাবে প্রণয়নে ও টেকসই রাখতে নীতিনির্ধারকেরা জোরালো অবদান রাখতে পারে। আর তৃতীয় কিন্তু অত্যাবশ্যকীয় কার্যক্রমটি হল জাতীয়, বিভাগীয় ও কমিউনিটি পর্যায়ে এমএলই কর্মসূচী পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও টেকসই রাখতে পর্যাপ্ত অর্থের যোগান নিশ্চিত করা।

প্রশ্ন ৭. এটা কি করা সম্ভব? মাতৃভাষা-ভিত্তিক জোরালো এমএলই কর্মসূচী কি প্রণয়ন করা ও টেকসই রাখা সম্ভব?

ইউনেস্কো, ইউনিসেফ এবং অনান্য বহুজাতিক ও দ্বিপাক্ষিক সংস্থার অনুপ্রেরণা ও সহযোগিতায় মাতৃভাষা-ভিত্তিক এমএলই কর্মসূচী পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় চালু হয়েছে, হতে থাকবে। এশীয় ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের অনেক দেশেই এই কর্মসূচী বাস্তবায়িত হচ্ছে বা পরিকল্পনাধীন রয়েছে, যার মধ্যে পাপুয়া নিউগিনি, চীন, থাইল্যান্ড, কম্বোডিয়া, বাংলাদেশ, ভারত ও সলোমন দ্বীপপুঞ্জের নাম উলেখ্য। আশা করা যায়, এই সব দেশের কর্মসূচীগুলো "আলোর পথ দেখাবে" অন্যান্য সেই সব দেশকে যারা "সবার জন্য শিক্ষা" সত্যিকারভাবে নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করলেও এখন পর্যন্ত তেমন কোন উদ্যোগ নিতে পারেনি।

© আরিয়েফ এশিয়া/প্রশান্ত মহাসাগরীয় সাংস্কৃতিক কেন্দ্র (এসিসিইউ) কর্তৃক প্রদত্ত, টোকিও

ভাষা ও শিক্ষা বিষয়ে ইউনেস্কোর তত্ত্বনীতি [১৯]

তত্ত্বনীতি ১ঃ

ইউনেস্কো মাতৃভাষায় শিক্ষা দানকে সমর্থন করে যাতে এর মাধ্যমে শিক্ষার্থী ও শিক্ষক উভয়ই তাদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার আলোকে শিক্ষার মান উন্নয়ন করতে পারে।

১) প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষা দান ও সাক্ষরতার জন্য মাতৃভাষায় শেখানো খুবই জরুরী এবং তা যথাসম্ভব অনেক দিন পর্যন্ত চালানো উচিত।

২) সাক্ষরতা কেবল তখনই বজায় রাখা সম্ভব যখন কিশোর-কিশোরী, বড় এবং স্কুলগামী শিশুদের জন্য পর্যাপ্ত পাঠ্য উপকরণের যোগান থাকে।

৩) [সব] শিক্ষা পরিকল্পনায় কর্মসূচীর প্রতিটি পর্যায়ে প্রাথমিক প্রশিক্ষণ ও পরবর্তীতে উচ্চতর প্রশিক্ষণের সুযোগ রাখা উচিত। এ প্রশিক্ষণের আওতায় সংশিষ্ট দেশের পর্যাপ্ত সংখ্যক শিক্ষককে আনতে হবে। আর এ সুযোগ সে সব সম্পূর্ণ দক্ষ, যোগ্য ও মানসম্পন্ন শিক্ষককে দেয়া উচিত যারা তাদের জনগণের জীবনধারা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল এবং মাতৃভাষায় পড়াতে পারে।

তত্ত্বনীতি ২ঃ

ইউনেস্কো শিক্ষা পদ্ধতির সর্বস্তরে দ্বিভাষিক ও/বা বহুভাষিক শিক্ষা পদ্ধতি প্রচলনকে সমর্থন করে যাতে এ ব্যবস্থা সামাজিক ও ছেলে-মেয়ে ভিত্তিক সমতা প্রসারে এবং ভাষাগত বৈচিত্র্য সমৃদ্ধ সমাজের মুল উপাদান হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হতে পারে।

১) যোগাযোগ, ভাব প্রকাশ এবং শোনা ও বলার সামর্থ্য তৈরী [অনুপ্রাণিত করতে হবে] সর্বপ্রথম মাতৃভাষায়, তারপর দেশের প্রচলিত দাপ্তরিক [বা জাতীয়] ভাষায় [যদি মাতৃভাষা থেকে দাপ্তরিক বা জাতীয় ভাষা ভিন্ন হয়] এবং সে সাথে এক বা একের বেশী বিদেশী ভাষায়।

২) এমন জোরালো জাতীয় কর্মসূচী প্রণয়নে গুরুত্ব দেয়া উচিত যা প্রসার ঘটায়...সাইবারস্পেসে ব্যবহৃত ভাষার [এবং উন্নয়নশীল দেশে আন্তর্জাতিক সাহায্য-সহযোগিতা জোরদার ও ব্যাপকতর করে]। এতে ইলেক্ট্রনিক ভাবে তৈরী ভাষা শিক্ষার উপকরণগুলো সবার কাছে বিনামূল্যে পৌঁছানোর সুযোগ উন্মুক্ত হবে এবং এ খাতে মানব দক্ষতাও বৃদ্ধি পাবে।

১৯ ইউনেস্কো.২০০৩.এডুকেশন ইন এ মাল্টিলিঙ্গুয়াল ওয়ার্ল্ড.প্যারিস,ইউনেস্কো.

তত্ত্বনীতি ৩:

ইউনেস্কো আন্তঃসাংস্কৃতিক শিক্ষার একটি অপরিহার্য উপাদান হিসাবে ভাষাকে গণ্য করে যাতে এটি বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যকার বোঝাপড়ায় উদ্বুদ্ধ করে এবং তাদের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করে।

১) ছেলে-মেয়ে, বর্ণ, ভাষা, ধর্ম, জাতিসত্ত্বা, বয়স, প্রতিবন্ধিতা কিংবা অন্য কোনো নিয়ামক নির্বিশেষে যে কোনো ধরনের বিভেদ-বৈষম্য শিক্ষাক্ষেত্রের সব পর্যায় থেকে দূর করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে।

২) জনগণের...বিশেষ করে সংখ্যালঘু তথা আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর জনগণের শিক্ষার অধিকারের প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধা ও সম্মান দেখাতে হবে। আর এটা করার জন্যঃ

- মাতৃভাষায় শেখার অধিকার বাস্তবায়ন করতে হবে এবং জ্ঞান আদান-প্রদান ও যোগাযোগের জন্য সংস্কৃতি-উপযোগী শিখন পদ্ধতি ভালোভাবে ব্যবহার করতে হবে।
- শুধু মাতৃভাষাতেই নয়, পাশাপাশি জাতীয় বা দাপ্তরিক ভাষাতেও শেখানোর প্রক্রিয়া চালাতে হবে... যাতে সংখ্যালঘু ও আদিবাসী জনগোষ্ঠী বৃহত্তর সমাজে অংশগ্রহণ করতে ও অবদান রাখতে পারে।

৩) শিক্ষা ব্যবস্থায় সংস্কৃতি [ও ভাষাগত] বৈচিত্রের ইতিবাচক দিকগুলো সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে। আর এক্ষেত্রেঃ

- পাঠ্যসূচীতে সংখ্যালঘু [বা আদিবাসী] জনগোষ্ঠীর ইতিহাস, সংস্কৃতি, ভাষা ও জাতিসত্ত্বার পরিচিতি সত্য ও ইতিবাচকভাবে [অবশ্যই] উপস্থাপন করতে হবে।
- অন্যান্য সংস্কৃতি সম্পর্কে গভীর ধারণা পাওয়ার জন্য ভাষা শিক্ষা ও শিখনের সাংস্কৃতিক দিকগুলোকে জোরদার করতে হবে; ভাষাকে কেবল ভাষাগত শিক্ষার জন্য ব্যবহার না করে বরং অন্যান্য জীবনযাত্রা, সাহিত্য ও কৃষ্টি সম্পর্কে জানার সুযোগ হিসেবে কাজে লাগানো উচিত।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

আলিদু,এইচ.,বলি,এ.,ব্রক-উত্নে,বি.,ডিয়ালো,ওয়াই.এস.,হিউঘ,কে. এন্ড উলফ,এইচ.ই. ২০০৬.*অপ্টিমাইজিং লার্নিং এন্ড এডুকেশন ইন আফ্রিকাঃ দি ল্যাঙ্গুয়েজ ফ্যাক্টর. এ স্টক-টেকিং রির্সাচ অন মাদার টাং এন্ড বাইলিঙ্গুয়াল এডুকেশন ইন সাব-সাহারান আফ্রিকা.প্যারিস,* এসোসিয়েশন ফর দি ডেভেলপমেন্ট অফ এডুকেশন ইন আফ্রিকা (এডিইএ). www.adeanet.org/biennial-2006/doc/document/B3_1_MTBLE_en.pdf *(১৭ই নভেম্বর ২০০৬ সালে তথ্য সংগৃহীত)*

বেনসন,সি. ২০০৫. মাদার *টাং-বেস্ড টিচিং এন্ড এডুকেশন ফর গার্লস.ব্যাংকক,* ইউনেস্কো। http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001420/142079e.pdf

কামিন্স,জে. ২০০০ . *বাইলিঙ্গুয়াল চিলড্রেন্স মাদার টাং: হোয়াই ইট ইজ ইম্পর্ট্যান্ট ফর এডুকেশন?* http://www.iteachilearn.com/cummins.mother.htm *(১৭ই নভেম্বর ২০০৬ সালে তথ্য সংগৃহীত)*

ডেলপিট, এল.ডি ও কেমেলফিল্ড, জি. ১৯৮৫ . *এন ইভালুয়েশন আব দি ভাইলস টোক পেস স্কুল স্কিম ইন দি নর্থ সলোমন্স প্রভিন্স।* ইআরইউ রির্পোট নং ৫১. ওয়াইগানি, পাপুয়া নিউ গিনি, পাপুয়া নিউ গিনি বিশ্ববিদ্যালয়.

শিক্ষা বিভাগ. ১৯৯১. *এডুকেশন সেক্টর রিভিউ.* ওয়াইগানি, পাপুয়া নিউ গিনি, শিক্ষা বিভাগ।

দাচার,এন. ২০০৪ .এক্সপ্যান্ডিং *এডুকেশনাল অপরচুনিটিস্ ইন লিঙ্গুইসটিকালি ডাইর্ভাস কান্ট্রিস.* ওয়াশিংটন ডি.সি., সেন্টার অব এপাইড লিঙ্গুইসটিকস্ . http://www.cal.org/resources/pubs/fordreport_ 040501.pdf *(১৭ই নভেম্বর ২০০৬ সালে তথ্য সংগৃহীত)*

ঘারাগেদাঘি, জে. ১৯৮৬. *এ প্রোলোগ টু ন্যাশনাল ডেভেলপ্মেন্ট প্ল্যানিং।* নিউ ইয়র্ক, গ্রিনউড প্রেস।

গ্রিন,এফ.ইকোনমিক কনসিডারেশ্স ইন ল্যাঙ্গুয়েজ পলিসি. ২০০৫. রিসেন্টো টি (সম্পাদিত). ২০০৫. *এন ইন্ট্রোডাকশন টু ল্যাঙ্গুয়েজ পলিসিঃ থিওরি এন্ড মেথড.* অক্সফোর্ড,বেসিল ব্যাকওয়েল।

ঝিংগ্রান,ডি. ২০০৫. *ল্যাঙ্গুয়েজ ডিসএ্যাডভান্টেজ দি লার্নিং চ্যালেঞ্জ ইন প্রাইমারী এডুকেশন.* নয়াদিলী,এপিএইচ পাবলিশিং।

মেলোনি,এস.২০০৫ অবলম্বনে রচিত. প্ল্যানিং কমিউনিটি-বেস্ড এডুকেশন প্রোগ্রামস্ ইন মাইনরিটি ল্যাঙ্গুয়েজ কমিউনিটিস্. সংখ্যালঘু ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর মধ্যে যারা নিজ সমাজে শিক্ষা পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে কাজ করছে, তাদের জন্য রির্সোস সহায়িকা।

শেফার,এস.২০০৩.(৭-৯ নভেম্বর). *ল্যাঙ্গুয়েজ ডেভেলপমেন্ট এন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ রিভাইটালাইজেশনঃ এন এডুকেশনাল ইম্পেরেটিভ ইন এশিয়া.* ভাষা উন্নয়ন, ভাষা পুনর্জাগরণ এবং বহুভাষিক শিক্ষা বিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলন.ব্যাংকক,থাইল্যান্ড. http://www.sil.org/asia/ldc/plenary_papers/sheldon_shaeffer.pdf *(১৭ই নভেম্বর ২০০৬ সালে তথ্য সংগৃহীত)*

ইউনেস্কো.২০০০. দি *ইএফে ২০০০ এসেসমেন্টঃ পাপুয়া নিউ গিনি কান্ট্রি রিপোর্ট.* http://www2.unesco.org/wef/countryreports/papua_new_guinea/contents.html *(১৭ই নভেম্বর ২০০৬ সালে তথ্য সংগৃহীত)*

ইউনেস্কো.২০০৩. *এডুকেশন ইন এ মাল্টিলিঙ্গুয়াল ওয়ালর্ড.*প্যারিস,ইউনেস্কো.

ভাওডা,এ.ওয়াই. এন্ড প্যাট্রিনোস,এইচ.এ. ১৯৯৮ *কস্ট অব প্রডিউসিং এডুকেশনাল ম্যাটেরিয়ালস্ ইন লোকাল ল্যাঙ্গুয়েজেস্.* ওয়াশিংটন ডি.সি.: ওয়ার্লড ব্যাংক।

ওয়াইকো,জে. ১৯৯৭. *দি ভ্যালু অবট্র্যাডিশনাল নলেজ ইন দি টোয়েন্টি ফার্স্ট সেঞ্চুরি.*ওয়াইগানি সেমিনার. ওয়াইগানি, পাপুয়া নিউ গিনি,পাপুয়া নিউ গিনি বিশ্ববিদ্যালয়। http://www.pngbuai.com/600technology/information/waigani/w97-keynote.html *(১৭ই নভেম্বর ২০০৬ সালে তথ্য সংগৃহীত)*

ওয়াটার্স,জি., ডনডর্প,এ., স্টিলিংস,আই., ওয়েমিন,জে., কেবুয়া,আর., স্টিফেনিউ,আর. এন্ড থমাস,এস. ১৯৯৫. *এ সার্ভে অব ভার্নাকুলার এডুকেশন প্রোগ্রামিং এট দি প্রভিন্সিয়াল লেভেল উইদিন পাপুয়া নিউ গিনি.* উকারুম্পা, পাপুয়া নিউ গিনি, সিল ইন্টারন্যাশনাল

প্রধান ভাষা	যে ভাষায় সমাজের প্রধান জনগোষ্ঠী কথা বলে কিংবা যে ভাষাকে দেশের মূল ভাষা হিসাবে মনে করা হয় › *যা বেশীরভাগ জনগোষ্ঠীর ভাষা না হয়েও দাপ্তরিক বা রাষ্ট্রীয় ভাষার মর্যাদা পেতে পারে*
বিদেশী ভাষা	শিক্ষার্থীর নিজের গণ্ডিতে যে ভাষায় কথা বলা হয়না
পূর্বপুরুষের ভাষা	ব্যক্তির পূর্বপুরুষের প্রচলিত ভাষা কিংবা কোনো নির্দিষ্ট ভাষাভাষীর জনগোষ্ঠীর ভাষা
বাড়ীর ভাষা	বাড়ীতে যে ভাষায় কথা বলা হয় (আরও দেখুন **১ম ভাষা, মাতৃভাষা**) › *আবার অনেকের বাড়িতে একাধিক ভাষা প্রচলিত থাকে*
১ম ভাষা	প্রথম ভাষা, জন্মগত ভাষা (আরও দেখুন **মাতৃভাষা, বাড়ীর ভাষা, আঞ্চলিক/স্থানীয় ভাষা**) › জন্মের পর থেকে যে ভাষা বা ভাষাগুলো শেখা হয়
২য় ভাষা	দ্বিতীয় ভাষা, অ-জন্মগত ভাষা (নন-নেটিভ **ভাষা** বা যে ভাষা মাতৃভাষা নয়), ব্যাপকতর যোগাযোগের ভাষা অথবা বিদেশী ভাষা › *বাড়ির বাইরে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর পরিধিতে এই ভাষা বেশী প্রচলিত; এছাড়া দ্বিভাষিক শিক্ষা ব্যবস্থায় ১ম ভাষার পর দ্বিতীয় (দাপ্তরিক, বিদেশী) ভাষা হিসাবে এটি শিখানো হয়* › *সংখ্যালঘু ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর জন্য ২য় ভাষা সাধারণত: দাপ্তরিক এবং/অথবা রাষ্ট্রীয় ভাষা*
শিক্ষাদানের ভাষা	স্কুলের পাঠ্যসূচী যে ভাষায় পড়ানো হয়; এটিকে পাঠদানের মাধ্যমও বলা হয়ে থাকে
স্থানীয় ভাষা	নির্দিষ্ট এলাকায় কিছু সংখ্যক জনগোষ্ঠী যে ভাষায় কথা বলে › *পুরোপুরি লিখিত রূপ এখনও তৈরি হয়নি এমন কোনো ভাষাও হতে পারে*
সংখ্যাগরিষ্ঠের ভাষা	কোনো এলাকা/দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ যে ভাষায় কথা বলে

সংখ্যালঘুর ভাষা	কোনো সামাজিক ও/বা সংখ্যালঘু জাতিগোষ্ঠী যে ভাষায় কথা বলে ▸ *কখনও কখনও সংখ্যাগরিষ্ঠ কিন্তু প্রধান নয় এমন জনগোষ্ঠীর ভাষাকে বুঝায়*
মাতৃভাষা (এমটি)	প্রথম ভাষা, জন্মগত ভাষা (আরও দেখুন **১ম ভাষা, বাড়ীর ভাষা, স্থানীয় ভাষা)** ▸ *কোনো ব্যক্তি যে ভাষা: (ক) প্রথম শেখে; (খ) কোনো কিছু সনাক্ত করতে ব্যবহার করে কিংবা অন্যরা তাকে যে ভাষাভাষী হিসাবে সনাক্ত করে (গ) সবচেয়ে ভালো জানে; কিংবা (ঘ) সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করে*
রাষ্ট্রীয় ভাষা	যে ভাষা কোনো দেশে গুরুত্বপূর্ণ ও ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত ভাষা হিসাবে স্বীকৃত; কখনও যা দাপ্তরিক ভাষা হিসাবেও স্বীকৃতি পায় *যেমন: ভারতে ২টি দাপ্তরিক ভাষা এবং ২২টি রাষ্ট্রীয় ভাষা হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছে; আবার বাহাসা ইন্দোনেশিয়া একাধারে ইন্দোনেশিয়ার জাতীয় ও দাপ্তরিক ভাষা*
দাপ্তরিক ভাষা	কোনো দেশ যে ভাষাকে স্কুলসহ সরকারী যে কোনো প্রশাসনিক ও প্রাতিষ্ঠানিক কাজে ব্যবহারের জন্য স্বীকৃতি প্রদান করে *যেমন: ভারতে হিন্দি ও ইংরেজি দেশের দাপ্তরিক ভাষা হিসাবে স্বীকৃত হলেও পাশাপাশি রয়েছে আরও অনেক প্রাদেশিক ভাষা*

বিচ্ছিন্নকরণ	নিজের ভাষা ও সংস্কৃতি থেকে সংযোগহীন ▸ সংখ্যালঘু ভাষাগোষ্ঠী প্রধান ভাষা ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থায় সম্পৃক্ত হয়ে হয়তো পরবর্তীতে তাদের নিজেদের ভাষা ও সংস্কৃতিকে প্রত্যাখ্যান করতে পারে
সচেতন করা	জনগণকে তথ্য দিয়ে এমনভাবে সাহায্য করা যেন তারা তাদের নিজেদের নির্ধারিত লক্ষ্য ও চাহিদাগুলো অর্জন করতে পারে
দ্বিভাষী	ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে: একই সাথে দু'ভাষা বলতে/বুঝতে (এমনকি কখনো পড়তে/লিখতে) পারার ক্ষমতা সামাজিক ক্ষেত্রে: কমপক্ষে দুই ভাষা গোষ্ঠীর সহ অবস্থান
যোগ্যতা	কোনো ভাষায় অথবা স্কুলের অন্যান্য পাঠ্যবিষয়ের ক্ষেত্রে অর্জিত জ্ঞান, সামর্থ্য বা দক্ষতা
পাঠক্রম	কোনো শিক্ষা কর্মসূচীর জন্য গৃহীত শিক্ষা পরিকল্পনা, বিষয়বস্তু ও শিক্ষা উপকরণসমূহ
প্রধান গোষ্ঠী	জনসংখ্যা (সংখ্যাগরিষ্ঠতা), অর্থনীতি (সম্পত্তি) এবং/অথবা রাজনীতি (ক্ষমতা)-র ভিত্তিতে দেশের সবচেয়ে ক্ষমতাবান জনগোষ্ঠী
জেন্ডার সমতা (নারী-পুরুষ সমতা)	এমন পরিস্থিতি যেখানে নারী-পুরুষ ও ছেলে-মেয়েরা তাদের মানবাধিকার পূর্ণভাবে পেতে সমান সুযোগ সুবিধা ভোগ করে এবং অর্থনৈতিক. সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক বিকাশে একইভাবে অবদান রাখে এবং তার ফলও ভোগ করে
নিরক্ষর	ব্যক্তি যে ভাষা বুঝতে পারে, কিন্তু সেই ভাষা পড়া বা লেখা শিখার কোনো সুযোগ পায়নি
বাস্তবায়ন	কোনো নতুন কর্মসূচী পরিচালনার জন্য জনগণ ও সম্পদ সচল করার প্রক্রিয়া
আদিবাসী	কোনো এলাকার বা দেশের মূল বা আদি বাসিন্দাদের বংশধর বা গোষ্ঠী
আন্তঃসংস্কৃতিবোধ	বিভিন্ন ভাষা গোষ্ঠী এবং/অথবা সামাজিক গোষ্ঠীর মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়া/সমঝোতা ও সহনশীলতা বৃদ্ধি

সংখ্যালঘু ভাষাগোষ্ঠী	এমন এক জনগোষ্ঠী যারা একই ভাষা ব্যবহার করে এবং যারা জনসংখ্যা (সংখ্যালঘিষ্ঠতা), অর্থনৈতিক (সম্পদের স্বল্পতা) এবং/অথবা রাজনৈতিক অবস্থার কারণে প্রায় ক্ষেত্রে সমাজে অপেক্ষাকৃত কম ক্ষমতা ভোগ করে
সাক্ষরতা	পড়তে, লিখতে, হিসাব করতে এবং জীবনের অন্যান্য কাজ করার প্রয়োজনে ভাষাকে ব্যবহার করার দক্ষতা
মূলধারা	সমাজের প্রধান জনগোষ্ঠীর ভাষা ও সংস্কৃতি ▸ মূলত সেইসব স্কুলগুলো কে বুঝায় যা প্রধান জনগোষ্ঠীর কথা বিবেচনা করে তৈরি হয় যদিও তা সংখ্যালঘু ভাষাগোষ্ঠীর চাহিদা মেটাতে পারেনা
স্থানান্তরিত/দেশান্তরিত	যে ব্যক্তি বা গোষ্ঠী এক অঞ্চল থেকে আরেক অঞ্চলে স্থান বদল করেছে (মাইগ্রেন্ট)
সচলায়তন (প্রস্তুতি গ্রহণ)	কোনো কর্মসূচী, পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন করার জন্য এক সাথে কাজ করতে কোনো সমাজ (ও তাদের সমর্থকদেরকে) সংগঠিত করার প্রক্রিয়া
মাতৃভাষা ভিত্তিক বহুভাষিক শিক্ষা (এমএলই)	স্কুলে পড়া, লেখা ও শিখানোর জন্য মাতৃভাষা ব্যবহার করা যেন ২য় ভাষা (জাতীয় ভাষা) ও অন্য ভাষা শেখার জন্য মজবুত ভিত্তি তৈরী হয়।
বহুভাষী	ব্যক্তির ক্ষেত্রে: একই সাথে দু'য়ের বেশি ভাষায় বলতে/বুঝতে (এবং কখনও কখনও পড়তে/লিখতে) পারার ক্ষমতা সামাজিক ক্ষেত্রে: দু'য়ের অধিক ভাষাগোষ্ঠীর সহ অবস্থান
বহুভাষিক শিক্ষা (এমএলই)	দু'য়ের বেশী ভাষার মাধ্যমে সাক্ষরতা ও শিক্ষা দান ▸ আর্দশগতভাবে ১ম ভাষা শেখানোর মাধ্যমে এর শুরু হয় এবং ধীরে ধীরে অন্যান্য ভাষা শেখার প্রক্রিয়া চলতে থাকে
বেসরকারী সংস্থা (এনজিও)	দেশের সরকারের অংশ নয় এমন সেইসব সংস্থা যারা মূলত: সামাজিক উন্নয়নে কাজ করে থাকে
শুদ্ধ বানান বিদ্যা	কোনো ভাষা লেখার এমনকি তার লিপি/বর্ণ তথা বানান ও যতিচিহ্ন ব্যবহার বিধি সম্বলিত যথার্থ পদ্ধতি (আরও দেখুন লিখন পদ্ধতি)
টেকসই/দীর্ঘমেয়াদী	এমন কর্মসূচী হাতে নেয়া যা দীর্ঘ সময় টিকে থাকে
পরিবর্তন	১ম ভাষার শিক্ষা অন্য ভাষায় দক্ষ করতে সাহায্য করে; একবার শুধু পড়তে পারাটা শিখতে পারলেই চলে
লিখন পদ্ধতি	কথ্য ভাষার লিখিত রূপ (আরও দেখুন **শুদ্ধ বানান বিদ্যা**)

United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization

UNESCO Bangkok
Asia-Pacific Programme
of Education for All
APPEAL

920 Sukhumvit Road
Prakanong, Bangkok 10110, Thailand
www.unescobkk.org

SIL Bangladesh
Partners in Language,
Education & Development

House 8, Road 17, Sector 4,
Uttara, Dhaka, Bangladesh
www.sil.org

SIL International

United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization

বহুভাষিক শিক্ষা প্রসারের জন্য এডভোকেসি পুস্তিকা:

বঞ্চিতদের অন্তর্ভুক্তকরণ

কর্মসূচী বাস্তবায়নকারীদের জন্য বই

SIL International

United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization

SIL International

বহুভাষিক শিক্ষা প্রসারের জন্য এডভোকেসি পুস্তিকা:

বঞ্চিতদের অন্তর্ভুক্তকরণ

কর্মসূচী বাস্তবায়নকারীদের জন্য বই

Advocacy kit for promoting multilingual education: Including the excluded.
Bangkok: UNESCO Bangkok, 2007
ISBN 92-9223-110-3

First published by UNESCO
Asia and Pacific Regional Bureau for Education, 920 Sukhumvit Road, Prakanong, Bangkok 10110, Thailand

This edition is published jointly by UNESCO Asia and Pacific Regional Bureau for Education, 920 Sukhumvit Road, Prakanaong, Bangkok 10110, Thailand and SIL Bangladesh

©UNESCO 2007
©UNESCO and SIL Bangladesh 2009 (Bangla edition)

No part of this publication may be reproduced in any form or by any means without the written permission of UNESCO and SIL Bangladesh

"The designations employed and presentation of material throughout this publication do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of UNESCO concerning the legal status of any country, territory, city or area of its authorities, or the delimitation of its frontiers of boundaries.
The authors are responsible for the choice and the presentation of the facts contained in this book and for the opinions expressed therein, which are not necessarily those of UNESCO and do not commit the Organization".

The present translation has been prepared under the responsibility of SIL Bangladesh.

4 booklets.
[content: Overview of the kit; Policy makers booklet; Programme implementers booklet; Community members booklet]

Cover photo: SIL Bangladesh
Folder photo: SIL Bangladesh

The printing of this 4 booklets has been made possible with the financial support of UNDP CHTDF.

Printed in Bangladesh

কর্মসূচী বাস্তবায়নকারীদের জন্য বই

ভূমিকা

স্কুলে না যাওয়া বিশ্বের মোট শিশুর মধ্যে শতকরা ৫০ ভাগ শিশুই এমন সমাজে বাস করে যেখানকার স্কুলগুলোতে পড়ানোর ভাষা আর তাদের বাড়িতে ব্যবহৃত ভাষা ভিন্ন। সবার জন্য শিক্ষা অর্জনে সবচেয়ে বড় বাধা ভাষার এই ভিন্নতা কেননা স্কুলে যে ভাষায় পড়ানো হয়, বাড়ীতে সে ভাষায় পড়ার চর্চা না হওয়ায় একদিকে যেমন শিখনের মান কমে যাচ্ছে, অন্যদিকে তেমনি শিক্ষার্থীরা ঝরে পড়ছে কিংবা একই শ্রেণীতে বার বার পড়ে চলেছে।[১]

দেশের প্রধান ভাষায় কথা বলে না কিংবা সংখ্যালঘু ভাষায় কথা বলে যেসব জনগোষ্ঠী (যাদের কথা উপরে বলা হয়েছে), তাদের শিখন চাহিদা পূরণে কি ধরনের শিক্ষা কর্মসূচী কার্যকর হতে পারে সে সম্পর্কেই এ বইয়ে বলা হয়েছে। প্রশ্নোত্তর পদ্ধতির মাধ্যমে নিচের এই সাধারণ বিষয়গুলো নিয়ে বইটিতে আলোচনা করা হয়েছে:

- স্কুলের দাপ্তরিক ভাষায় (অফিসিয়াল ভাষা) যারা কথা বলে না তাদের শিক্ষাগত পরিস্থিতি;
- "মাতৃভাষা-ভিত্তিক বহুভাষিক শিক্ষা (এমএলই)" কর্মসূচীর সংজ্ঞা ও উদ্দেশ্য;
- শিক্ষার্থীর প্রথম ভাষায় মজবুত শিক্ষা ভিত গড়ে তোলার এবং স্কুলের দাপ্তরিক ভাষার সঙ্গে ভালো "যোগসূত্র" স্থাপন করার প্রক্রিয়া;
- কার্যকর বহুভাষিক কর্মসূচীর পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা।

প্রশ্ন-উত্তর:
সংখ্যালঘু ভাষাগোষ্ঠীতে ভাষা ও শিক্ষা

প্রশ্ন ১.: স্কুলের দাপ্তরিক ভাষায় (বাংলা ভাষায়) কথা বলে না এমন জনগোষ্ঠীর শিক্ষা পরিস্থিতি কেমন?

যাদের বাড়ির ভাষা থেকে স্কুলের দাপ্তরিক ভাষা ভিন্ন, শিক্ষার সুযোগ এবং/অথবা মানসম্পন্ন শিক্ষা পাওয়ার ক্ষেত্রে তাদের সমস্যায় পড়ার সম্ভাবনা বেশী:

- এক বিরাট সংখ্যক অধিবাসী, বিশেষ করে যারা প্রত্যন্ত এলাকাগুলোতে থাকে, তারা স্কুলে যাওয়ার সুযোগ আদৌ পায় না, কিংবা তাদের এলাকায় স্কুল থাকলেও দেখা যায় কোনো শিক্ষক নেই।
- আবার স্কুল ও শিক্ষক থাকলেও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পটভূমি থেকে শিক্ষকদেরটা আলাদা হয় কিংবা তারা তাদের ভাষায় কথা বলে না।

---

১ বিশ্ব ব্যাংক.২০০৫. *এডুকেশন নোটস,ইন দেয়ার ওউন ল্যাঙ্গুয়েজঃএডুকেশন ফর অল.ই ওয়াশিংটন ডি.সি*, বিশ্ব ব্যাংক. http://siteresources.worldbank.org/EDUCATION/Resources/Education-Notes/EdNotes_Lang_of_Instruct.pdf *(১৭ই নভেম্বর ২০০৬ সালে তথ্য সংগৃহীত)*

© জুজিয়াওফেং (চীন), ইউনেস্কোর এশিয়া/প্রশান্ত মহাসাগরীয় সাংস্কৃতিক কেন্দ্র (এসিসিই) কর্তৃক প্রদত্ত, টোকিও

- শিখন উপকরণ ও পাঠ্যবই (যদি আদৌ থেকে থাকে) এমন ভাষায় লেখা যা শিক্ষার্থীরা বুঝতে পারে না। পাঠগুলোতেও শিক্ষার্থীদের নিজেদের ভাষা ও অভিজ্ঞতা উপেক্ষিত হয় এবং তাদেরকে এমন ধারণা দেয়া হয় যে, শুধুমাত্র প্রধান ভাষা ও সংস্কৃতিই গুরুত্বপূর্ণ।
- শিক্ষার্থীরা যেহেতু স্কুলের ভাষা বোঝে না তাই তারা পাঠের বিষয়বস্তুও বোঝে না। ফলে অনেকে ক্লাসে ভালো করতে পারে না এবং একই ক্লাসে বার বার থাকতে হয়। যার পরিণতিতে তারা স্কুলেও আসতে চায় না এবং দেখা যায় শেষ পর্যন্ত স্কুলই ছেড়ে দেয়।

প্রশ্ন ২: মাতৃভাষাভিত্তিক বহুভাষিক শিক্ষা কি এবং কিভাবে এটি শিক্ষার্থীদের স্কুলে ভালো করতে সহায়তা করে?

মাতৃভাষা-ভিত্তিক বহুভাষিক শিক্ষা কর্মসূচী শুরু হয় শিক্ষার্থীদের প্রথম বা বাড়ির ভাষা দিয়ে। পাশাপাশি এটি তাদেরকে স্কুলের ভাষায় সাবলীল হতে ও আত্মবিশ্বাস তৈরিতে সাহায্য করে (প্রয়োজন অনুযায়ী তাদের বাড়তি ভাষা শিখতে সাহায্য করে) এবং মানসম্পন্ন শিক্ষা অর্জনে তাদের নিজেদের ও দাপ্তরিক দু'ভাষাই ব্যবহারে উৎসাহিত করে।

কার্যকর বহুভাষিক শিক্ষা কর্মসূচী সুনির্দিষ্ট ধরনের শিক্ষা সংক্রান্ত সমস্যা, যেমনঃ মূলধারায় সম্পৃক্তকরণ, স্কুলে দাপ্তরিক ভাষার প্রাধান্য ইত্যাদি বিভিন্ন রকম সমস্যা উত্তরণে সংখ্যালঘু ভাষাভাষী শিক্ষার্থীদের সহায়তা করে।

মূলধারার স্কুলগুলোর সমস্যা: শিক্ষার্থীরা স্কুলের শুরু থেকেই দাপ্তরিক ভাষায় কথা বলতে পারবে বলে ধারণা করা হয় যদিও তারা হয়তো ঐ ভাষা এর আগে কখনোই শোনেনি।

- *বহুভাষিক শিক্ষা (এমএলই) সমাধান:* বহুভাষিক শিক্ষায় ছাত্র-ছাত্রীরা বাড়ীতে যে ভাষায় কথা বলে, সেই প্রথম ভাষায় তারা তাদের স্কুল শিক্ষা শুরু করে। আর যখন বিভিন্ন ভাষাভাষী গোষ্ঠীর ছাত্র-ছাত্রী একই ক্লাসে ভর্তি হয়, তখন এমন একটি স্থানীয় ভাষা ব্যবহার করা হয় যে ভাষায় বিভিন্ন ভাষাগোষ্ঠী নিজেদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী যোগাযোগ করে থাকে; এই ভাষাকে লিঙ্গুয়া ফ্রাঙ্কা বলা হয়।

মূলধারার স্কুলগুলোর সমস্যা: নতুন ভাষার কঠিন তাত্ত্বিক বিষয়গুলো বোঝা বা ব্যবহার করার মতো শব্দ ভান্ডার শেখার আগেই শিক্ষার্থীরা ঐ ভাষার তাত্ত্বিক বিষয়গুলো বেশী বেশী করে শিখতে বাধ্য হয়।

- *বহুভাষিক শিক্ষা (এমএলই) সমাধান:* স্কুলের প্রাথমিক শ্রেণীগুলোতে পাঠের বিষয়গুলো পড়ানোর জন্যে শিক্ষকরা শিক্ষার্থীদের জানা ভাষা ব্যবহার করেন। একই সাথে শিক্ষার্থীরা নতুন ভাষায় প্রথমে বলা ও পরে লেখা শিখতে শুরু করে।

  এভাবে শিশুরা যখন আস্তে আস্তে নতুন ভাষায় সাবলীল হতে থাকে, কেবল তখন শিক্ষকরা ঐ ভাষায় ক্লাসরুমে পড়ানো শুরু করেন। তবে নতুন কোনো বিষয় পড়ানো শুরু করলে কিংবা শিক্ষার্থীরা কতটুকু শিখতে পেরেছে তা যাচাই করার জন্য ও শিশুরা কোনো কিছু বুঝতে না পারলে সেটি ব্যাখ্যা বিশেষণ করার জন্য ছাত্র-ছাত্রীদের বাড়ির ভাষাই ব্যবহার করা হয়।

  শিশুরা যখন কোনো বিষয় তার প্রথম ভাষায় শিখে ফেলে, তখন তাকে সেই একই পড়া আবার দ্বিতীয় ভাষায় শিখতে হয় না। কেবল তাকে দ্বিতীয় ভাষায় শব্দভান্ডার শিখতে হয় যাতে সে ঐ ভাষায় অন্যের সাথে যোগাযোগ করতে পারে। এই কারণে অনেক এমএলই শিক্ষকই বলেন, *"এই প্রথমবার আমার শিক্ষার্থীরা বিষয়বস্তু ভালোভাবে বুঝতে পেরেছে।"*

একটি সুপরিকল্পিত মাতৃভাষা-ভিত্তিক বহুভাষিক শিক্ষা কর্মসূচী এমন শিক্ষার্থী তৈরি করে যারা একাধারে:

- *বহুভাষিক*- নিত্যদিনের যোগাযোগ ও স্কুলে শেখার কাজে দুই বা তার বেশী ভাষা ব্যবহার করতে পারে।
- *বহুভাষায় শিক্ষিত*- দু'ভাষাতেই কিংবা তাদের সবগুলো ভাষাতে দক্ষতার সঙ্গে পড়তে ও লিখতে পারে।
- *বহুসাংস্কৃতিক- নিজস্ব সংস্কৃতি* ও সমাজের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা বজায় রেখেও নিজ সমাজের বাইরের লোকদের সাথে স্বচ্ছন্দ্যে কাজ করতে ও বসবাস করতে পারে।

প্রশ্ন ৩: কি প্রক্রিয়ায় শিশুরা তার প্রথম ভাষা থেকে স্কুলের দাপ্তরিক ভাষা শিখতে শুরু করে?

শিক্ষকদের যদি পেশাদারী প্রশিক্ষণ দেয়া যায় এবং শিক্ষার্থীদের বাড়ির ভাষা ও দাপ্তরিক ভাষায় মানসম্পন্ন উপকরণ সরবরাহ করা যায় তবে ভাষা শেখানোর প্রক্রিয়া ও গতি কী হবে সেটি শিক্ষক নিজেই নির্ধারণ করে নিতে পারবেন। তবে এশীয় ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে যে শিক্ষক যদি পর্যাপ্ত পেশাদারী প্রশিক্ষণ না পান, শিক্ষা ও শিখন উপকরণ যদি অপ্রতুল হয় এবং শিক্ষার্থীরা স্কুলের বাইরে নতুন ভাষা ব্যবহারের সুযোগ তেমনভাবে না পায়, তবে শেখানোর প্রক্রিয়াটি ধীর হলেই সবচেয়ে ভালো যাতে শিক্ষার্থী ও শিক্ষক কেউই বাড়তি চাপ বা উচ্ছাসে না পড়ে।

মাতৃভাষা-ভিত্তিক বহুভাষিক শিক্ষা কর্মসূচীর একটি মৌলিক নীতি হলো ছাত্র-ছাত্রীরা যখন তাদের জানা বিষয় (তাদের জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, নিজের ভাষা)-কে কাজে লাগিয়ে নতুন কোনো কিছু (নতুন তথ্য, নতুন ধারণা, নতুন ভাষা) শেখে তখন তারা সবচেয়ে ভালোভাবে শিখতে পারে। এ কারণে বহুভাষিক শিক্ষা কর্মসূচী ছাত্র-ছাত্রীদেরকে তাদের প্রথম ভাষায় শিক্ষার ভিত মজবুত করে গড়ে তুলতে সাহায্য করে, সেই সাথে নতুন ভাষার সঙ্গে যোগসূত্র তৈরি করে দেয়ার উপর জোর দেয়।

প্রথম ভাষা দিয়ে শুরু- একটি ভাল মানের বহুভাষিক শিক্ষা কর্মসূচীতে শিশুদের শেখার ভিত তৈরির কাজটি শুরু হয় যখন সে তার প্রথম ভাষায় শিখতে শুরু করে। কেননা এই ভাষাতেই সে সবচেয়ে ভালোভাবে কথা বলতে পারে, বুঝতে পারে। শিক্ষার্থীর নিজের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার সাথে সম্পৃক্ততা রেখেই পাঠ্যক্রমে নতুন নতুন বিষয় নিয়ে আলোচনা শুরু করা হয়। বিভিন্ন গবেষণা থেকে দেখা গেছে, এইভাবে প্রথম ভাষায় মজবুত ভিত গড়ে তুললে শিক্ষার্থীরা অনেক সহজে নতুন নতুন ভাষা শিখতে পারেঃ

> *শিশুর মাতৃভাষা শেখার মান থেকে তার দ্বিতীয় ভাষা শেখার অগ্রগতি অনুমান করা যায়.... শিশুদের.... মাতৃভাষায় ভিত মজবুত হলে স্কুলের ভাষায় সাক্ষরতা অর্জনেও দক্ষতা আসে।*[২]

© *সিল ইন্টারন্যাশনাল*

২ কামিন্স,জে. ২০০০ . *বাইলিঙ্গুয়াল চিলড্রেন্স মাদার টাং: হোয়াই ইট ইজ ইম্পর্ট্যান্ট ফর এডুকেশন?* http://www.iteachilearn.com/cummins.mother.htm *(১৭ই নভেম্বর ২০০৬ সালে তথ্য সংগৃহীত)*

নতুন ভাষার সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন- শিক্ষার্থীরা বাড়ির ভাষায় শেখার ভিতটা মজবুত করে নেয়ার পর নতুন ভাষা শেখা শুরু করে- প্রথমে বলতে ও পরে লিখতে শেখে। তবে নতুন ভাষার মৌলিক দিকগুলো শেখা মাত্রই তারা কিন্তু তাদের প্রথম ভাষার ব্যবহার পুরোপুরি বন্ধ করে দেয় না। বরং প্রাথমিক স্কুলে পড়ার পুরো সময়টাতে তারা শেখার কাজে উভয় ভাষাই ব্যবহার করতে থাকে:

> *শিশুরা প্রাথমিক স্কুলে পড়ার পুরো সময়টাতে যখন দুই বা ততোধিক ভাষা ব্যবহারে তাদের সামর্থ্য বাড়িয়ে চলে, তখন ভাষার ওপর তাদের দখল বাড়ে এবং তারা ভাষার কার্যকর ব্যবহার শিখতে ও বুঝতে পারে। এ সময়ে ভাষার প্রয়োগ নিয়ে তাদের চর্চা করার সুযোগ হয় এবং বাস্তব কোনো কিছু বুঝাতে দুই ভাষার ব্যবহার ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে মিল-অমিলগুলো তারা বুঝতে পারে।*[৩]

আমরা ভাষা শেখার প্রক্রিয়াটিকে চারটি সাধারণ ধাপে ভাগ করতে পারি। শুরুতে একজন শিক্ষার্থী তার প্রথম ভাষা এবং পরে সে নতুন ভাষা শেখে- প্রথমে বলতে এবং তারপর লিখতে শেখে (প্রতিটি নতুন ভাষা শেখার ক্ষেত্রে বাড়তি ধাপ যুক্ত করার দরকার হতে পারে)। প্রতিটি নতুন ধাপ আগের ধাপের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠে এবং প্রতিটি ধাপে শিক্ষকরা শিশুর ইতোমধ্যে অর্জিত শিক্ষার উপর জোর দেন।

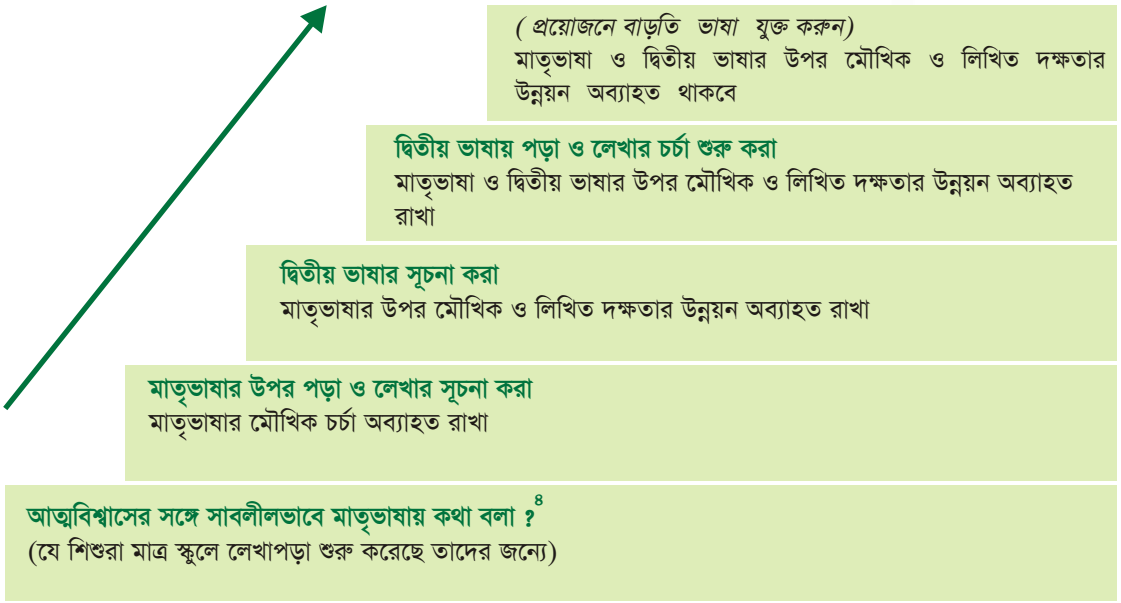

প্রাথমিক পর্যায়ে ভাষা শেখার ধাপসমূহ [৫]

---

৩ কামিন্স, জে. ২০০০.

৪ এল১=
এল২=

৫ মেলোনি,এস.২০০৫বি অবলম্বনে রচিত. প্ল্যানিং কমিউনিটি-বেস্‌ড এডুকেশন প্রোগ্রামস্ ইন মাইনরিটি ল্যাঙ্গুয়েজ কমিউনিটিস্.সংখ্যালঘু ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর মধ্যে যারা নিজ সমাজে শিক্ষা পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে কাজ করছে, তাদের জন্য রির্সোস সহায়িকা।

প্রশ্ন ৪: একটি জোরালো ও কার্যকর মাতৃভাষাভিত্তিক বহুভাষিক শিক্ষা কর্মসূচী বাস্তবায়নের সঙ্গে কি কি বিষয় জড়িত?

বিশ্বজুড়ে পরিচালিত বহুভাষিক শিক্ষা বিষয়ক এক গবেষণা থেকে জানা যায়, সবচেয়ে সফল ও টেকসই বহুভাষিক শিক্ষা কর্মসূচীগুলোতে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য থাকে:

১. কর্মসূচীর পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন, মূল্যায়ন ও রক্ষণাবেক্ষণে সংখ্যালঘু ভাষাভাষী জনগোষ্ঠী তাদের দায়-দায়িত্ব ভাগ করে নেয়।
২. এই ধরনের কর্মসূচীকে সহায়তা দিতে সরকারি দপ্তরসমূহ, এনজিও, বিশ্ববিদ্যালয় এবং আগ্রহী অন্যান্য সংস্থা যৌথভাবে কাজ করে।
৩. কর্মসূচীর সকল অংশের জন্যে, বিশেষ করে প্রশিক্ষণ, উপকরণ তৈরী ও স্থানীয় পর্যায়ের শিক্ষকদের বেতন ভাতার জন্যে পর্যাপ্ত অর্থ সহায়তার ব্যবস্থা থাকে।
৪. শিক্ষার্থী, তাদের পিতামাতা এবং ঐ জনগোষ্ঠীর সকলে উপলব্ধি করে যে এই ধরনের কর্মসূচী তাদের শিক্ষা অর্জনের উদ্দেশ্য পূরণে সুফল বয়ে আনতে পারে।

© সিল ইন্টারন্যাশনাল

এই ধরনের কর্মসূচীগুলো বাস্তবায়ন ও টেকসই হওয়া সাধারণত নিচে উলেখিত কার্যক্রমগুলো সম্পাদনের উপর নির্ভর করে:

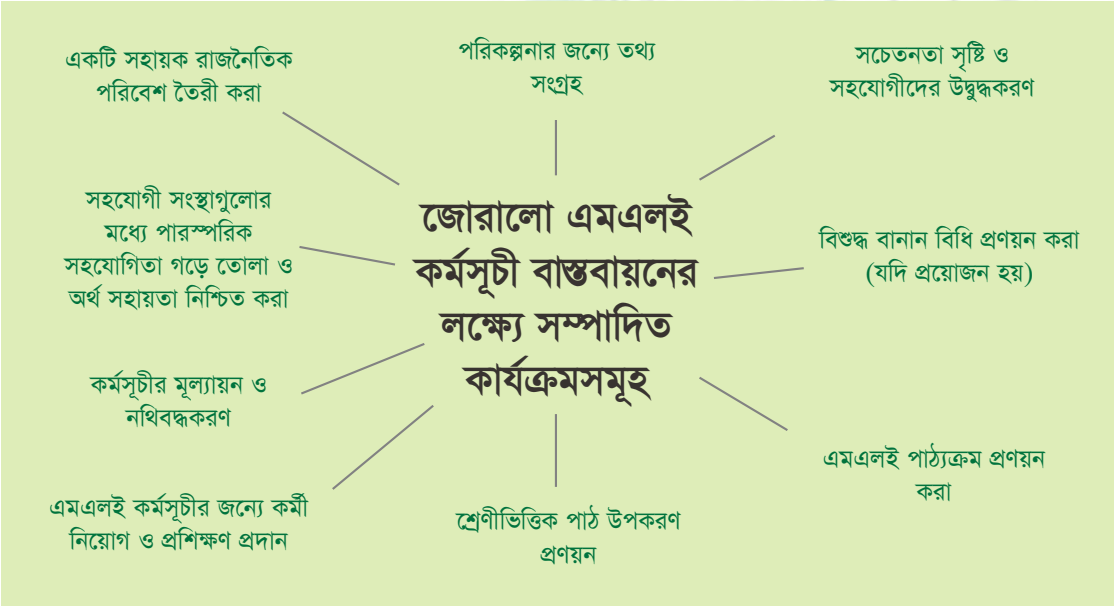

কর্মসূচী বাস্তবায়নকারীরা উপরের চিত্রে উলেখিত সবগুলো কাজ করার দায়িত্ব পালন না-ও করতে পারেন। যেমন ধরা যাক তারা এমএলই কর্মসূচীর জন্যে সহায়ক নীতিমালা প্রণয়ন কিংবা অর্থ সহায়তা নিশ্চিত করার কাজে সম্পৃক্ত না-ও হতে পারেন। তবে অন্যান্য বেশিরভাগ কাজের সঙ্গেই তারা যুক্ত হবেন। পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে উলেখিত কাজগুলো সম্পর্কে সংক্ষেপে বর্ণনা করা হয়েছে।

পরিকল্পনার জন্যে তথ্য সংগ্রহ- একটি সফল কর্মসূচী শুরু হয় ভালো পরিকল্পনার মাধ্যমে আর ভালো পরিকল্পনার জন্য দরকার ভালো তথ্য। নিচে দেয়া প্রশ্নগুলোর উত্তর একটি কার্যকর বহুভাষিক শিক্ষা কর্মসূচীর জন্য দরকারি তথ্য পেতে সহায়তা করবে:

- কোনো নির্দিষ্ট ভাষাভাষী জনগোষ্ঠী তাদের বর্তমান শিক্ষা পরিস্থিতি সম্পর্কে কি বিশেষণ করছে? *(কি লক্ষ্যে তারা শিশুদের শিক্ষা দিতে চায়? কি ধরনের সমস্যা কিংবা চাহিদা তারা চিহ্নিত করেছে?)*
- কোন কোন সংখ্যালঘু ভাষাভাষী জনগোষ্ঠী এমএলই কর্মসূচী চালু করতে প্রস্তুত রয়েছে? *(শিক্ষার প্রয়োজনে তারা কি নিজেদের ভাষা উন্নয়নে অঙ্গীকারাবদ্ধ? তারা কি সম্ভাব্য শিক্ষক ও লেখকদের চিহ্নিত করেছে? শ্রেনীকক্ষের জন্য তাদের কি কোনো জায়গা রয়েছে? কর্মসূচী বাস্তবায়ন ও পরিচালনার জন্য তারা কি তাদের দায়-দায়িত্ব ভাগ করে নিতে প্রস্তুত?)*
- স্থানীয় ভাষার বর্তমান অবস্থা কি? *(এর কি এমন কোনো লিখিত রুপ রয়েছে যা ঐ ভাষাভাষী জনগোষ্ঠী, শিক্ষক এবং সংশিষ্ট সরকারি কর্মকর্তাদের কাছে গ্রহণযোগ্য?)*

- কি ধরনের সম্পদের যোগান দেয়া যাবে? *(প্রশিক্ষণ কোথায় হবে? কারা প্রশিক্ষণ দেবেন? ক্লাসগুলোর তত্ত্বাবধান কে করবেন? বহুভাষিক শিক্ষা পাঠ্যক্রম প্রণয়নে কে সহায়তা করবেন? শিক্ষার্থীদের মাতৃভাষায় শিক্ষা উপকরণগুলো কারা তৈরি করবেন?)*
- কর্মসূচী বাস্তবায়ন ও টেকসই করার ক্ষেত্রে সম্ভাব্য বাধাগুলো কি এবং সমস্যাগুলোর সম্ভাব্য সমাধানগুলো কি? *(প্রশিক্ষণ, তত্ত্বাবধান ও উপকরণ বিতরণের ক্ষেত্রে পরিবহণ ব্যবস্থা কি একটি সমস্যা হতে পারে? তাই যদি হয়, তাহলে কি সেখানে স্থানীয়ভাবে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করার মতো কোনো সুযোগ রয়েছে? "মূল শিক্ষক (মাস্টার টিচার্স)-দের" পদোন্নতি দিয়ে তাদের মাধ্যমে এলাকার অন্যান্য শিক্ষকদের তত্ত্বাবধানের ব্যবস্থা করা কি সম্ভব?)*
- প্রাপ্ত প্রতিবেদন ও অন্যান্য নথির বিবরণ অনুযায়ী বর্তমান ভাষা ও শিক্ষা পরিস্থিতির অবস্থা কি? *(প্রতিটি ভাষাগোষ্ঠী থেকে শতকরা কতজন শিশু স্কুলে ভর্তি হয়? যারা ভর্তি হয় তাদের মধ্যে কত শতাংশ ৬ষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত পড়ালেখা শেষ করেছে, কিংবা দশম শ্রেণী শেষ করেছে? প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে কত শতাংশ ছাপানো শিক্ষা উপকরণ ব্যবহার করতে পারে? কোন্ কোন্ ভাষায় তারা পড়তে পারে?)*

© *বুনিয়াদ*

ফিলিপাইনের উদাহরণ:

একটি উপানুষ্ঠানিক বয়স্ক শিক্ষা কর্মসূচীর উপর প্রাথমিক গবেষণা[৬]

ফিলিপাইনের উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বিষয়ক ব্যুরো সেই দেশের বিভিন্ন ভাষাভিত্তিক জনগোষ্ঠীকে শিক্ষা দেয়ার লক্ষ্যে প্রথম ভাষা, প্রথম দ্বিভাষিক শিক্ষা কর্মসূচী বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিয়েছে। কিন্তু শিখন উপকরণ ও প্রশিক্ষিত সঞ্চালকসহ বিভিন্ন সম্পদের অপ্রতুলতার কারণে সকল কর্মসূচী পরিকল্পনা অনুযায়ী বাস্তবায়ন করা যায়নি। তবে বাস্তবায়িত কর্মসূচীগুলোর মধ্যে টেকসই হয়েছে এমন একটি কর্মসূচী হলো বাটানের মোরং এলাকায় বসবাসকারী মাগবিকিন জনগোষ্ঠীর জন্যে পরিচালিত "আদিবাসী জনগণের জন্যে শিক্ষা কর্মসূচী"। এই কার্যগবেষণা প্রকল্পটি দুই ধাপে সম্পন্ন করা হয়েছে। প্রথম ধাপে শিখন চাহিদা নিরুপণ, স্থানীয় শিক্ষা পাঠ্যক্রম ও শিখন সামগ্রী তৈরির উপর জোর দেয়া হয়েছে। দ্বিতীয় ধাপে শিখন উপকরণ ছাপানো, দক্ষতা বৃদ্ধি এবং দলীয় শিখন আলোচনার আয়োজন করা হয়েছে। এই কর্মসূচীর কোনো একটি প্রতিবেদনে এমন কিছু গবেষণা কৌশল নির্ধারণ করা হয়েছে যা কর্মসূচীর সঞ্চালকগণ জনগোষ্ঠীর কাছ থেকে শিক্ষা বিষয়ে তাদের চাহিদা ও লক্ষ্য জেনে নিতে নিচের বিষয়গুলো প্রয়োগ করেছেন:

- কার্যগবেষণার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্য ও প্রক্রিয়া তুলে ধরতে প্রকল্প পরিচিতিমূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা;
- সংলাপ অনুষ্ঠান আয়োজন করে জনগোষ্ঠীর নেতৃবৃন্দসহ সর্বস্তরের মানুষের সঙ্গে সুসর্ম্পক প্রতিষ্ঠা করা;
- স্থানীয় মানুষের সঙ্গে বিষয়ভিত্তিক দলগত আলোচনার মাধ্যমে জনগোষ্ঠী সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ;
- জনগোষ্ঠীর গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের বাড়ি পরিদর্শন করে ও তাদের সাক্ষাতকার নিয়ে দলগত আলোচনার মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্য যাচাই ও সম্পূরক তথ্য সংগ্রহ।

এই অনুষ্ঠানগুলোর মাধ্যমে যেসব চাহিদা ও সমস্যাগুলো পাওয়া গিয়েছে, সেগুলো জনগোষ্ঠীর মতামত অনুযায়ী অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সাজানো হয়। আর এই সাজানো তালিকা ব্যবহার করে কর্মসূচীর সঞ্চালকগণ উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসূচীর জন্যে জনগোষ্ঠীকেন্দ্রিক পাঠ্যক্রম তৈরী করে।

৬ ভ্যালেস,এম.সি.২০০৫. *এ্যাকশন রির্সাচ অন দি ডেভেলপমেন্ট অব এন ইন্ডিজেনাস পিপলস এডুকেশন প্রোগ্রাম ফর দি মাগবিকিন ট্রাইব ইন মোরং*, বাটান, ফিলিপিন্স. ইউনেস্কো, *ফর্স্ট ল্যাঙ্গুয়েজ ফার্স্টঃ কমিউনিটি-বেস্ড লিটারেসি প্রোগ্রামস ফর মাইনরিটি ল্যাঙ্গুয়েজ কনটেক্সটস ইন এশিয়া*. ব্যাংকক, ইউনেস্কো, পৃ. ১৮১-১৯৫।

সচেতনতা সৃষ্টি ও সহযোগীদের উদ্বুদ্ধকরণ- বহুভাষিক শিক্ষা কর্মসূচীকে সহায়তা করার আগে এই ধরনের শিক্ষা কর্মসূচীর উদ্দেশ্য ও উপকারিতা সম্পর্কে জনগণের জানা দরকার। সচেতনতা বৃদ্ধি ও উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচীর মাধ্যমে জনগণকে বহুভাষিক শিক্ষা কর্মসূচী সম্পর্কে তথ্য দেয়া দরকার যাতে তারা এই ধরনের কর্মসূচীর পরিকল্পনা প্রণয়নে, বাস্তবায়নে ও সহায়তায় একত্রিত হয়ে কাজ করতে উৎসাহিত হয়। কর্মসূচীসমূহ জনগোষ্ঠী পর্যায়ে হতে পারে, এমনকি উপজেলা, জেলা কিংবা জাতীয় পর্যায়েও হতে পারে।

জনগোষ্ঠীতে সচেতনতা সৃষ্টি ও উদ্বুদ্ধকরণ- সংখ্যালঘু ভাষাগোষ্ঠীর জনগণ দীর্ঘকাল ধরে বৈষম্য ও অবহেলার শিকার হওয়াতে ভাবতেই পারেন যে তাদের ভাষা ও সংস্কৃতির কোনো মূল্য নেই। এই বোধ থেকে তাদের প্রায়শই এই বিশ্বাস জন্মে যে, তাদের সন্তানদের "ক্ষমতাধর ভাষা" (যে ভাষায় শিক্ষা গ্রহণ করলে অর্থনৈতিক সক্ষমতা অর্জন করা যায়) শিখিয়ে দিতে পারাটাই তাদের জন্য সবচেয়ে মঙ্গলজনক হবে। তারা এই ভেবে ভয় পান যে, তাদের সন্তানরা যদি ক্লাসে নিজের ভাষায় পড়ে তবে শেষ পর্যন্ত তারা দাপ্তরিক ভাষা বা প্রধান ভাষা শেখার ক্ষেত্রে অনেকটা পিছিয়ে যাবে।

এই ধরনের অমূলক ভয় ও ধারণা দূর করার জন্য বহুভাষিক শিক্ষার শিক্ষাগত ও সাংস্কৃতিক গুরুত্বের উপর আলোকপাত করে সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর মধ্যে ব্যাপক সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে হবে। সচেতনতামূলক কর্মসূচীর আওতায় যেসব কার্যক্রম আসতে পারে, তার মধ্যে রয়েছে বহুভাষিক শিক্ষা কর্মসূচী নিয়ে পিতামাতা ও জনগোষ্ঠীর অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে আলোচনা, তাদের নিজেদের ভাষায় লেখাপড়ার উপকরণ দেখানো, নাটক ও কৌতুকের মাধ্যমে বিষয়বস্তু উপস্থাপন (যেমন: একটি নাটিকাতে দেখানো যেতে পারে যে, শিক্ষক ক্লাসে এমন ভাষায় পড়াচ্ছেন যে ভাষা শিক্ষার্থীরা কিছুই বুঝতে পারছে না এবং তারপর আরেকটি নাটিকাতে দেখানো যেতে পারে যে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বাড়ির ভাষায় পড়াচ্ছেন), এবং এই ধরনের নাটিকা দেখানোর পর নাটিকার বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা করা, অন্য কোনো জনগোষ্ঠীতে পরিচালিত বহুভাষিক শিক্ষা কর্মসূচী পরিদর্শন করা কিংবা বহুভাষিক শিক্ষা কর্মসূচীভিত্তিক ক্লাসরুমের ভিডিও প্রদর্শন।

ফিলিপাইনের উদাহরণ:
প্রাথমিক স্কুল কর্মসূচী বিষয়ে জনগোষ্ঠী পর্যায়ে সচেতনতা বৃদ্ধি[৭]

ফিলিপাইনের কয়েকজন শিক্ষাবিদ স্থানীয় একটি জনগোষ্ঠী পরিদর্শন করতে গিয়ে সেখানে একটি স্কুলের শিক্ষার্থীদের অভিভাবকদের সঙ্গে দেখা করেন ও এমএলই কর্মসূচী সম্পর্কে কথা বলেন। আলাপ আলোচনার পরও কয়েকজন অভিভাবক বহুভাষিক শিক্ষার উপকারিতার বিষয়টি পুরোপুরি বুঝতে পারলেন না এবং তারা এই ভেবে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন যে, তাদের সন্তানরা ফিলিপিনো ও ইংরেজি ভাষা (দেশের দাপ্তরিক ভাষা) ভালোভাবে শিখতে পারবে না। শিক্ষাবিদরা তাদেরকে ব্যাখ্যা করে বোঝালেন যে এমএলই কর্মসূচী মূলত তাদের সন্তানদের বাড়ির ভাষায় শেখার সুযোগ করে দিয়ে তাদের শিক্ষার ভিত মজবুত করবে এবং সেই সাথে দাপ্তরিক ভাষা শেখার ক্ষেত্রে যোগসূত্র স্থাপন করবে। শিক্ষাবিদরা মনোযোগ দিয়ে অভিভাবকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিলেন এবং দেশের অন্যান্য জায়গা থেকে উদাহরণ দিয়ে বুঝালেন। দীর্ঘ আলোচনা শেষে অভিভাবকরা শিক্ষাবিদদের বললেন, "ঠিক আছে, আমরা এই কর্মসূচী মেনে নিলাম। কিন্তু আপনাদেরকে ম্যানিলায় ফিরে গিয়ে ঐ জায়গার সংশিষ্ট ব্যক্তিদের বলে নিশ্চিত করতে হবে যে, তারা আমাদের সন্তানদের শিক্ষার ক্ষেত্রে একটি মজবুত শিক্ষার ভিত ও একটি ভালো যোগসূত্র তৈরিতে সহায়তা করবে!"

৭ লেখকের ব্যক্তিগত যোগাযোগের ভিত্তিতে. ২০০১. ফিলিপিন্স।

জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ে সচেতনতা বৃদ্ধি ও উদ্বুদ্ধকরণ- দাপ্তরিক ভাষা নয়, এমন ভাষা প্রাথমিক স্কুলে ব্যবহারের উদ্দেশ্য যদি স্থানীয়ভাবে জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ের শিক্ষা কর্মকর্তারা বুঝতে না পারেন তাহলে তারা বহুভাষিক শিক্ষা কর্মসূচীকে উপযুক্ত সহায়তা করতে পারবেন না। শিক্ষা কর্মকর্তাদের বহুভাষিক শিক্ষা কর্মসূচীর যৌক্তিকতা, উদ্দেশ্য ও উপকারিতা সম্পর্কে জানা দরকার। সে সঙ্গে তাদেরকে নিশ্চয়তা দেয়া দরকার যে এমএলই কর্মসূচীর বাস্তবায়ন ও সহায়তায় তাদের শ্রমের মূল্য অপরিসীম।

© সিল ইন্টারন্যাশনাল

নিম্নোক্ত বিষয়গুলো উদ্বুদ্ধকরণ কর্মকাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে:

- স্কুলের দাপ্তরিক ভাষায় কথা বলে না এমন শিক্ষার্থীদের শিক্ষাক্ষেত্রের সমস্যা বিষয়ে দলগত আলোচনা (সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর সদস্যদের সঙ্গে) করা;
- এমএলই কর্মসূচীর আওতায় পরিচালিত ক্লাসরুম সরেজমিনে পরিদর্শন কিংবা এই ধরনের ক্লাসের উপর নির্মিত ভিডিও প্রদর্শন ও সবশেষে বিষয়টি নিয়ে উপস্থিত সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর সঙ্গে আলোচনা করা;
- প্রাথমিক গবেষণা, প্রশিক্ষণ কর্মশালা, এবং/অথবা পাঠ্যক্রম প্রণয়নে অংশগ্রহণ;
- সফল কর্মসূচী প্রণয়নের উপায় খুঁজে পাওয়ার জন্য সৃজনশীল চিন্তা করতে অনুপ্রাণিত করা।

পাপুয়া নিউগিনি-র উদাহরণ:
প্রাদেশিক পর্যায়ে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি [৮]

পাপুয়া নিউগিনি একটি এলাকার স্থানীয় কাওজেল ভাষাভাষী জনগোষ্ঠী তাদের সন্তানদের জন্যে মাতৃভাষায় একটি প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচী শুরু করতে গিয়ে প্রথমেই একটি ভাষা ও শিক্ষা সংগঠন প্রতিষ্ঠা করলো এবং সংগঠনটিকে এনজিও হিসেবে সরকারি দপ্তরে নিবন্ধন করলো। কর্মসূচীর সমন্বয়ক (কোঅর্ডিটের) ছিলেন এক প্রাক্তন স্কুল শিক্ষক যিনি বুঝেছিলেন, তাদের কর্মসূচীকে টিকিয়ে রাখতে হলে প্রাদেশিক (বিভাগীয়) শিক্ষা কর্মকর্তাদের অনুমোদনের দরকার আছে। সেজন্য তিনি প্রদেশের রাজধানীতে (বিভাগীয় শহর) গিয়ে শিক্ষা কর্মকর্তাদের সঙ্গে দেখা করলেন আর সঙ্গে নিয়ে নিলেন কর্মসূচীর জন্যে ইতোমধে প্রস্তুতকৃত কাওজেল ভাষার উপর লিখিত কয়েকটি শিক্ষা উপকরণ। তিনি প্রাদেশিক (বিভাগীয়) শিক্ষা কর্মকর্তাকে তাদের কর্মসূচীর অধীনে পরিচালিত প্রশিক্ষণ কর্মশালা ও ক্লাসগুলো সরেজমিনে পরিদর্শনের আমন্ত্রণ জানালেন এবং নিয়মিতভাবে কর্মসূচীর প্রতিবেদনগুলো শিক্ষা অফিসে পাঠাতে লাগলেন। এছাড়াও ঐ সমন্বয়ক (কোঅর্ডিটের) আগ্রহী অন্যান্য ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীকে প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিচালনার লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ দেয়ার ক্ষেত্রে প্রাদেশিক (বিভাগীয়) শিক্ষা কর্মকর্তাদের সহযোগিতা করার আগ্রহ প্রকাশ করলেন। এভাবে কাওজেল ভাষাভাষী জনগোষ্ঠী ও প্রাদেশিক (বিভাগীয়) শিক্ষা অফিসের মধ্যে একটি পারস্পরিক সহযোগিতার সম্পর্ক গড়ে উঠল যা দু'পক্ষের জন্যেই সুফল বয়ে আনলো। কাওজেল কর্মসূচীর প্রশিক্ষকগণ প্রাদেশিক পর্যায়ের শিক্ষকদের কর্মশালার মাধ্যমে প্রশিক্ষণ দিতে লাগলো। অন্যদিকে প্রাদেশিক (বিভাগীয়) শিক্ষা অফিস তাদেরকে ক্লাসরুম উপকরণ দিয়ে সহায়তা করলো যা কর্মসূচীর বিশ্বাসযোগ্যতাও বাড়ালো। এভাবে ১৯৮৪ সালে শুরু হওয়া কাওজেল কর্মসূচী সফলভাবে ২০ বছরেরও বেশী সময় ধরে টিকে আছে এবং "কাওজেল-প্রথম" শিক্ষা কর্মসূচী এখন পাপুয়া নিউগিনির আনুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসূচীর একটি অংশ।

জাতীয় পর্যায়ে সচেতনতা বৃদ্ধি ও উদ্বুদ্ধকরণ- দেশের ভেতর ও বাইরে সফল কর্মসূচী পরিদর্শন করানো নীতি নির্ধারক ও অন্যান্য জাতীয় পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সচেতনতা বৃদ্ধির জন্যে অত্যন্ত কার্যকর পদক্ষেপ হতে পারে। তাদেরকে জানানোর আরেকটি উপায় হতে পারে জাতীয় কিংবা আঞ্চলিক পর্যায়ে বহুভাষিক শিক্ষা কর্মসূচী বিষয়ক সিম্পোজিয়াম কিংবা কর্মশালার আয়োজন করা।

---

৮ ১৯৮২ থেকে ১৯৮৭ সাল পর্যন্ত কাওজেল ভাষা কর্মসূচীর সাথে লেখকের কাজের নিজস্ব অভিজ্ঞতা থেকে.

ভারত-এর উদাহরণ:
জাতীয় পর্যায়ে বহুভাষিক শিক্ষা বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি[৯]

২০০৫ সালে ভারতের মহিশূরে "আদিবাসী শিক্ষার উপর বিশেষভাবে আলোকপাত করে বহুভাষিক শিক্ষা বিষয়ক এক কর্মশালা"-র আয়োজন করা হয়। তিনদিনব্যাপী এই কর্মশালা পৃষ্ঠপোষকতা করেছে ইউনেস্কো, ইউনিসেফ, ন্যাশনাল কাউন্সিল অন এডুকেশন, ট্রেনিং এন্ড রির্সাচ এবং সেন্ট্রাল ইন্সটিটিউট অফ ইন্ডিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজেস।

সংখ্যালঘু ভাষাগোষ্ঠীর প্রতিনিধি, ভাষার চর্চাকারী, শিক্ষাবিদ ও নীতিনির্ধারকদেরকে একত্রিত করে সংখ্যালঘু ভাষাগোষ্ঠীর শিক্ষা বিষয়ক চাহিদা নিয়ে আলোচনা করাই ছিলো কর্মশালার লক্ষ্য। কর্মশালার পরিকল্পনাকারীরা আশা করেছেন, অংশগ্রহণকারীরা একে অপরের কাছ থেকে জেনে ও শিখে এমন শিক্ষা কর্মসূচী প্রণয়ন বিষয়ে আলোচনা করবেন যা ভাষাগোষ্ঠীর শিক্ষাগত চাহিদার সাথে মানানসই এবং কর্মএলাকার শিক্ষার্থীদের ভাষা ও সংস্কৃতির উপর গুরুত্ব প্রদান করে।

ভারতে যেহেতু রাজ্যভিত্তিক নীতিমালা প্রণীত হয়, সে কারণে কর্মশালার মাধ্যমে রাজ্য সরকারের অধীনে কর্মরত সরকারি কর্মকর্তাদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির চেষ্টা করা হয়েছে। পাশাপাশি সংখ্যালঘু ভাষাগোষ্ঠীর প্রতিনিধি, বহুভাষিক শিক্ষা কর্মসূচীকে সহায়তাদানকারী এনজিও প্রতিনিধি, জাতীয় পর্যায়ের বেশ কিছু শিক্ষাবিদ ও সরকারি কর্মকর্তাদেরও এই কর্মশালায় আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল যাতে তৃণমূলের কর্মী, শিক্ষাবিদ এবং নীতিনির্ধারকদের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা যায়।

কর্মশালার শেষদিনে অংশগ্রহণকারীগণ ভারতে মাতৃভাষাভিত্তিক বহুভাষিক শিক্ষা কর্মসূচীর জন্যে চারটি অত্যাবশ্যকীয় উপাদান চিহ্নিত করতে সক্ষম হন। এগুলো হলো:

- শুরু থেকেই জনগোষ্ঠীকে সম্পৃক্ত করা (এমন কি শুদ্ধ বানানবিদ্যা তৈরি বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সম্পৃক্ত করা)
- স্থানীয় প্রেক্ষাপটের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ পাঠ্যক্রম তৈরি করা
- শিশুরা যে জনগোষ্ঠীতে বসবাস করে সেই জনগোষ্ঠীর মধ্য থেকে মাতৃভাষায় কথা বলে এমন যোগ্য ব্যক্তিদের শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেয়া
- শিশুদের জন্যে তাদের বাড়ির ভাষায় নানান ধরনের পাঠ্য উপকরণ প্রস্তুত করা।

৯ লেখকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে।

এখনো লেখ্য রূপ নেই এমন ভাষার জন্যে শুদ্ধ বানান পদ্ধতি (লেখার পদ্ধতি) প্রণয়ন- কোনো একটি নির্দিষ্ট ভাষা লেখার জন্য শুদ্ধ বানান বিদ্যা কিংবা ঐ ভাষার লিখিত রূপ তৈরি করার লক্ষ্যে ঐ ভাষার মূল অংশের প্রতিনিধিত্ব করতে পারে এমন সব চিহ্ন/বর্ণ ও বানান বিধি (বড় অক্ষর, যতি চিহ্ন, হাইফেন ইত্যাদি) নির্বাচন ও পরীক্ষাকরণ।

শুদ্ধ বানান পদ্ধতি প্রবর্তনের দু'টো উদ্দেশ্য রয়েছেঃ ১) ঐ ভাষাভাষী জনগোষ্ঠী এর লিখিত রূপটিকে অনুমোদন দেবে এবং তারা নিজেরাও এটি একইভাবে ব্যবহার করবে, এবং ২) সংশিষ্ট সরকারী দপ্তরগুলো ঐ ভাষার লিখিত রূপকে স্বীকৃতি দেবে। কোনো একটি ভাষার লিখিত শুদ্ধ বানান বিধি প্রণয়নের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত কাজগুলো সমাধা করার দরকার হয়।

১. *ভাষা জরিপ:* ভাষা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ, যেমনঃ ঐ ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর সংখ্যা, যে এলাকায় ঐ ভাষা প্রচলিত তার ভৌগোলিক অবস্থান, ঐ ভাষায় কতগুলো প্রচলিত আঞ্চলিক রূপ রয়েছে তার সংখ্যা এবং তাদের মধ্যকার মিল-অমিলের মাত্রা, ভাষার ব্যাপারে এবং এর ব্যবহারিক ক্ষেত্র (সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ইত্যাদি)-গুলোর প্রতি ঐ ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর মনোভাব।

২. *ভাষা বিশেষণ:* ভাষার সে সব অংশ চিহ্নিত করা যেগুলো বর্ণ কিংবা চিহ্ন দিয়ে উপস্থাপন করার দরকার হবে।

© সিল ইন্টারন্যাশনাল

৩. *পরীক্ষামূলক বানান পদ্ধতি প্রবর্তন:* শুদ্ধ বানানবিদ্যার উপর একটি কর্মশালার আয়োজন করতে হবে যেখানে ঐ ভাষায় কথা বলেন এমন জনগোষ্ঠী প্রয়োজন অনুযায়ী ভাষাবিদদের সহায়তা নিয়ে তাদের নিজেদের ভাষাকে পরিপূর্ণভাবে প্রকাশের জন্য প্রয়োজনীয় বর্ণ বা চিহ্নগুলো খুঁজে বের করবেন এবং একটি খসড়া বানান বিধি পরীক্ষামূলক চালু করবেন।

৪. *যাচাই বাছাই করা:* পরীক্ষামূলকভাবে চালু করা ঐ বানান বিধি আনুষ্ঠানিক (লিখিত ভাবে ব্যবহার করতে গিয়ে লোকজনের কি কি ধরনের সমস্যা হচ্ছে সেগুলো পর্যবেক্ষণ করা ও নোট নেয়া) ও অনানুষ্ঠানিক (যত বেশি সম্ভব লোককে যত বেশি সম্ভব ব্যবহারের জন্যে অনুরোধ করা এবং ব্যবহার করতে গিয়ে তাদের কি ধরনের সমস্যা হচ্ছে সেসব জানাতে অনুরোধ করা)- দুই ভাবে যাচাই বাছাই করা।

৫. *সংশোধন করা:* মূল যাচাই-বাছাইয়ের পর নির্বাচিত বর্ণ-চিহ্ন নিয়ে কোনো সমস্যা হলে তার সমাধানের জন্য বিকল্প বর্ণ বা চিহ্ন প্রবর্তন করা।

৬. *অনুমোদন:* দ্বিতীয় বানান বিধি কর্মশালার আয়োজন করা যেখানে সংশোধিত সংস্করণটি উপস্থাপন করে ঐ ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর কাছ থেকে বানান বিধিটি অনুমোদন করিয়ে নেয়া। সে সঙ্গে অনুমোদনের জন্য সংশিষ্ট সরকারি দপ্তরের কাছে আবেদন করা।

আদর্শগতভাবে বলা যায়, প্রথমবারের মতো কোনো একটি ভাষার লিখিত রূপ চালু করতে হলে প্রথমে ঐ ভাষার যে অংশগুলো বর্ণ কিংবা চিহ্ন দিয়ে প্রকাশ করা হবে সেগুলো ভাষা বিশেষণের মাধ্যমে চিহ্নিত করা হয়। কখনো কখনো দেখা যায়, সংখ্যালঘু ভাষাগোষ্ঠীর জনগণ খুব দ্রুত বহুভাষিক শিক্ষা কর্মসূচী চালু করতে চায় যদিও তারা বুঝতে পারে না যে নিজেদের ভাষা বিষয়ে সময় নিয়ে গভীরভাবে ভাষা বিশেষণের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। তবে আদর্শগতভাবে, কোনো নির্দিষ্ট একটি ভাষাভাষী জনগোষ্ঠী ভাষাবিদদের সহায়তা নিয়ে একসাথে কাজ করে তাদের ভাষার জন্য একটি প্রাথমিক বানান বিধি তৈরী করতে পারে। এক্ষেত্রে একটি কথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে, ভাষার লিখিত রূপ যত তাড়াহুড়ো করে তৈরি করা হবে, এর যাচাই বাছাই তত সতর্কতার সাথে করতে হবে। আরেকটি বিষয় হলো যতক্ষণ পর্যন্ত না ঐ ভাষাভাষী জনগোষ্ঠী ও সরকারের সংশিষ্ট মন্ত্রণালয় বা বিভাগ বানান বিধিকে অনুমোদন না দেবে ততোদিন পর্যন্ত ঐ বানানবিধি ব্যবহার করে ব্যয়বহুল কোনো উপকরণ তৈরি না করাই সমীচীন হবে।

পাপুয়া নিউগিনির উদাহরণ:
অনেক ভাষার জন্যে শুদ্ধ বানান বিধি প্রণয়ন [১০]

"বর্ণমালা প্রণয়ন কর্মশালা"[১১] কোনো একটি সংখ্যালঘু ভাষাগোষ্ঠীর জনগণকে তাদের নিজেদের কথ্য ভাষার একটি শুদ্ধ বানান বিধি ও লিখিত রূপ (বর্ণমালা) তৈরিতে সম্পৃক্ত হতে সহায়তা করে। এই ধরনের কর্মশালা পরিকল্পনা করা হয় এই বিশ্বাস থেকে, মাতৃভাষায় কথা বলে যে জনগোষ্ঠী তারা তাদের ভাষার কথ্য ও লিখিত রূপ (উচ্চারণ) কি রকম হওয়া উচিত সে সম্পর্কে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল।

এই ধরনের একটি কর্মশালা সাধারণত দশ দিন ব্যাপী হয়। বর্ণমালা প্রণয়ন করার প্রক্রিয়া হিসেবে কর্মশালায় উপস্থিত অভিজ্ঞ বিশেষজ্ঞদের উৎসাহ ও সহযোগিতায় মাতৃভাষায় কথা বলে এমন জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিরা প্রথমে কিছু গল্প লেখেন ও সম্পাদনা করেন, তাদের নিজেদের ভাষার ধ্বনিগুলো পরখ করে দেখেন এবং এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে একটি পরীক্ষামূলক বানান নির্দেশিকা তৈরি করেন যেখানে তাদের নতুন বর্ণমালা, বানানবিধি এবং একটি সংক্ষিপ্ত অভিধান অন্তর্ভুক্ত হয়। কর্মশালায় যে গল্পগুলো লেখা হয় সেগুলো দিয়ে এরপর পৃথকভাবে একটি বই তৈরি করা হয় যাতে পরবর্তীতে সেটিকে ঐ ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর মধ্যে পরীক্ষামূলকভাবে বর্ণমালা পরীক্ষার জন্য ব্যবহার করা যায়। এই ধরনের কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে অংশগ্রহণকারীরা তাদের ভাষার কাঠামো সম্পর্কে একটি ধারণা পায়, সেই সাথে পরীক্ষামূলক বর্ণমালা তৈরী করতে গিয়ে কি কি বিষয় বিবেচনা করতে হয় সে সম্পর্কেও একটি ধারণা পায়।

"বর্ণমালা প্রণয়ন কর্মশালা" সাধারণত একটি কাঠামো মেনে পরিচালিত হয়:

১. অংশগ্রহণকারীরা প্রথমে নিজেদের ভাষায় গল্প লেখেন। তারপর সেই গল্পগুলো তাদের নিজেদের ভাষায় পড়েন;
২. গল্প লেখা ও পড়ার প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে তারা বর্ণমালা নিয়ে যে সমস্যাগুলোর মুখোমুখি হন সেগুলো চিহ্নিত করেন;
৩. তারা সমস্যাগুলো সমাধানের উপায় নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করেন;
৪. কোন্ বর্ণ বা চিহ্নটি তারা ব্যবহার করবেন সে বিষয়ে তারা সিদ্ধান্ত নেন; এবং
৫. তাদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রণীত খসড়া বর্ণমালা তৈরি ব্যাপক পরিসরে পরীক্ষা করা হয়।

এই পাঁচটি ধাপ সিদ্ধান্ত নেয়ার প্রক্রিয়ায় যতবার দরকার হয় ততবার পুনরাবৃত্তি করা হয়। এর মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীদের উৎসাহিত করা হয় যাতে তারা তাদের নতুন বর্ণমালা ধারাবাহিকভাবে যাচাই-বাছাই করে এতে প্রয়োজনীয় পরিবর্তনগুলো করেন। এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে সংখ্যালঘু ভাষাগোষ্ঠীরা আরো বুঝতে পারেন যে একটি ভাষার লিখিত রূপ কোনো স্থায়ী কিছু নয়, এটি এমন একটি পদ্ধতি যা ঐ ভাষাগোষ্ঠী প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবহার ও পরিমার্জন করতে পারে।

---

১০ ইস্টন,সি.২০০৩ (৭-৯ নভেম্বর). *এ্যালফাবেট ডিজাইন ওয়ার্কশপস ইন পাপুয়া নিউ গিনিঃ এ কমিউনিটি-বেস্ড এ্যাপ্রোচ টু অর্থোগ্রাফি ডেভেলপমেন্ট.* ভাষা উন্নয়ন, ভাষা পুনর্জাগরণ এবং বহুভাষিক শিক্ষা বিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলন.ব্যাংকক, http://www.sil.org/asia/ldc/parallel_papers/catherine_easton.pdf *(১৭ই নভেম্বর ২০০৬ সালে তথ্য সংগৃহীত)*

১১ পাপুয়া নিউ গিনিতে সিল ইন্টারন্যাশনাল বর্ণমালা ডিজাইন কর্মশালা প্রচলন করে। দেখুন ইস্টন,সি.২০০৩. http://www.sil.org/asia/ldc/parallel_papers/catherine_easton.pdf *(১৭ই নভেম্বর ২০০৬ সালে তথ্য সংগৃহীত)*

প্রায় ৫০ লাখ লোকের দেশ পাপুয়া নিউগিনিতে ৮০০ এর বেশি ভাষা প্রচলিত। "বর্ণমালা তৈরি কর্মশালা" তাদের প্রয়োজন পূরণে বড় ধরনের ভূমিকা পালন করেছে। নব্বই দশকের মাঝামাঝি সময়ে যখন সেই দেশের জাতীয় শিক্ষা অধিদপ্তর বহুভাষিক শিক্ষা কর্মসূচী চালু করতে চাইলো, তখন দেখা গেলো এই কর্মসূচীতে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য অনেক ভাষারই লিখিত রূপটি প্রণয়ন করা দরকার। ১৯৯৮ থেকে ২০০২ সালের মধ্যে ৪৭টি বর্ণমালা তৈরি কর্মশালার আয়োজন করা হলো যার মাধ্যমে ১০০ এরও বেশি ভাষার লোকেরা তাদের নিজ নিজ ভাষার জন্যে পরীক্ষামূলক বর্ণমালা চালু করতে পারলো।

এমএলই পাঠ্যক্রম প্রণয়ন- একটি জোরালো মাতৃভাষা-ভিত্তিক বহুভাষিক শিক্ষা কর্মসূচীর (যে কার্যক্রমে অন্যতম পাঠদানের ভাষা হিসেবে মাতৃভাষা অন্তত ছয় বছর ধরে ব্যবহৃত হয়) তিনটি সাধারণ শিখন ফলাফল অর্জন করা উচিত:

১. শিক্ষার্থীরা স্ব স্ব শ্রেণীর উপযোগী তাত্ত্বিক ধারণা বুঝতে এবং সেগুলো মূল পাঠ্যসূচীতে প্রয়োগ করতে পারবে;
২. তাদের মধ্যে দাপ্তরিক ভাষা ব্যবহারের দক্ষতা ও আত্মবিশ্বাস জন্মাতে শুরু করবে;
৩. তাদের মধ্যে নিজেদের ভাষা মৌখিকভাবে ও লিখিতভাবে ব্যবহারের দক্ষতা ও আত্মবিশ্বাস জন্মাতে শুরু করবে এবং তারা শিখনসহ নানা প্রয়োজনে এটি ব্যবহার করতে শুরু করবে।

© ব্যাকওয়ার্ড সোসাইটি এডুকেশন নেপাল (বেইজ)

এমএলই পাঠ্যক্রমে মূলধারার পাঠ্যক্রমের অনুরূপ বিষয়বস্তু পড়ানো উচিত যাতে করে একজন শিক্ষার্থী প্রাথমিক স্কুল শেষ করার পর কিংবা মাতৃভাষা শিক্ষার সহায়তা না পেলেও সে যেন সহজেই মূলধারার শিক্ষায় নিজেকে মানিয়ে নিতে পারে। (তবে মনে রাখা দরকার যে মাতৃভাষার সহায়তা হঠাৎ করে কখনোই তুলে নেয়া যাবে না)। তাছাড়া বহুভাষিক শিক্ষা কর্মসূচীর পাঠ্যক্রমে অবশ্যই সুনির্দিষ্টভাবে "ভাষা উন্নয়ন" বিষয়ে জোর দিতে হবে (উপরের ২ ও ৩ নং দেখুন)। এক্ষেত্রে শিক্ষকদের উপযুক্ত কৌশল আয়ত্ব করতে হবে যাতে তারা শিক্ষার্থীদের মধ্যে একাধারে মাতৃভাষা ও দাপ্তরিক ভাষায় শোনা, বলা, পড়া ও লেখার দক্ষতা ও আত্মবিশ্বাস গড়ে তুলতে পারে।

এমএলই কর্মসূচীর জন্যে সুনির্দিষ্ট পাঠ্যক্রম তৈরির ক্ষেত্রে নিচে উলেখিত ধাপগুলো অনুসরণ করা যেতে পারে:

১. *প্রথমেই মূলধারার পাঠ্যক্রমে প্রতিটি বিষয়ের শিখন দক্ষতার একটি তালিকা তৈরি করতে হবে।* মনে রাখতে হবে এই শিখন-দক্ষতার তালিকাটি সাধারণত তৈরি করা হয় ঐসব শিক্ষার্থীদের জন্যে যাদের মাতৃভাষা আর স্কুলের দাপ্তরিক ভাষা একই।

২. *প্রতিটি বিষয়ের শিখন দক্ষতাগুলো ভালোভাবে দেখতে হবে এবং সেই আলোকে কোন্ কোন্ বিষয় শিক্ষার্থীরা শিখবে সেগুলোকে চিহ্নিত করতে হবে।* মনে রাখা দরকার, গণিত, বিজ্ঞান, সামাজিক বিজ্ঞান, স্বাস্থ্য ও অন্যান্য বিষয়বস্তুগুলো "ভাষা-কেন্দ্রিক" নয়, তাই এদের তাত্ত্বিক দিকগুলো যে কোনো ভাষাতেই শেখানো যেতে পারে। এখন এই আবশ্যক ধারণাগুলোর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে এমএলই পাঠ্যক্রমের শিখন দক্ষতা নিরূপণ করতে হবে যাতে ভাষাগত ও সংস্কৃতিগতভাবে মূলধারায় নয় এমন শিক্ষার্থীর জন্যেও সেটা উপযুক্ত হয়।

৩. *এরপর সুনির্দিষ্টভাবে এমএলই কর্মসূচীতে শিশুর বাড়ির ভাষা ও দাপ্তরিক ভাষা শেখার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ভাষা-শিক্ষা দক্ষতাগুলো চিহ্নিত করতে হবে* (ভাষা উন্নয়নের বিভিন্ন ধাপগুলো দেখুন)। একথা নিশ্চিত করতে হবে যেন এই অর্জিত দক্ষতাগুলোর মাধ্যমে একজন শিক্ষার্থী তার দৈনন্দিন যোগাযোগের কাজে এবং তাত্ত্বিক বিষয়গুলো শিখতে দু'ভাষাই ব্যবহার করতে পারে।
    - যোগাযোগের জন্য ভাষার ব্যবহারের সঙ্গে যে দক্ষতাগুলো সম্পর্কযুক্ত সেগুলোর দ্বৈত ভূমিকা রয়েছে: শিক্ষার্থীরা নতুন ভাষা অর্থপূর্ণভাবে ব্যবহার করা শিখবে এবং তারা ভাষা ব্যবহার করে শুদ্ধভাবে বলতে, পড়তে ও লিখতে পারবে।
    - যে দক্ষতাগুলো শিক্ষার্থীর তাত্ত্বিক বিষয়গুলো শেখার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, সেগুলো মূলত নতুন ভাষার শব্দভান্ডার ও ভাষা রপ্ত করতে ব্যবহৃত হয়, যেমন, গণিতের বেলায় গুণ-ভাগ, বিজ্ঞানের বেলায় ঘনীভবন, সালোক-সংশেষণ ইত্যাদি বুঝতে পারা। এই ধরনের তাত্ত্বিক শব্দগুলো শেখা, মনে রাখা ও উপযুক্ত জায়গায় ব্যবহার করা ভাষা শিক্ষার্থীদের জন্য তুলনামূলকভাবে কঠিন যে কারণে এই ধরনের বিষয়গুলো পড়ানোর জন্যে বিশেষ ধরনের শিক্ষা কৌশলের দরকার হয়।

৪. *বহুভাষিক শিক্ষা কার্যক্রমে নিয়োজিত শিক্ষকদের পরামর্শ দেয়া যাতে করে তারা শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় শিখন দক্ষতা অর্জনে সহায়তা করতে পারেন। ভাষা শেখানোর এই কাজে ইন্টারনেটসহ আরো বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা সহায়ক উপকরণ ব্যবহার করা যেতে পারে।*

৫. *শিক্ষক নির্দেশিকা তৈরি করা যেখানে একটি নির্দিষ্ট ছক দেয়া থাকবে যে ছকে শিক্ষকগণ প্রতিটি পাঠে স্থানীয় বিষয় অন্তর্ভুক্ত করতে কি কৌশল অবলম্বন করবেন সে বিষয়ে তার ধারণাগুলো লিখে রাখবেন।* (যেমন উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, স্বাস্থ্য সংক্রান্ত কোনো একটি পাঠের জন্যে স্থানীয় ভাষায় লেখা স্বাস্থ্য সংক্রান্ত কোনো গল্পের শিরোনাম নোট করে রাখা যেতে পারে)। এমনকি শিক্ষার্থীরা যখন মূলধারার পাঠ্যবই ব্যবহার করতে শুরু করবে তখনও শিক্ষকদের উচিত হবে পড়ানোর কাজে স্থানীয় উদাহরণ দেয়া, স্থানীয় গল্প বলা। এর মাধ্যমে একথা নিশ্চিত করতে হবে যে, একজন শিক্ষার্থী তার নিজের চেনা জগতের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে দু'ভাষাতেই জ্ঞান অর্জন করতে পারবে।

থাইল্যান্ডের উদাহরণ:
প্রাথমিক স্কুলে ভাষা পুনরুজ্জীবন কর্মসূচীর জন্যে এমএলই ভিত্তিক নির্দেশনামূলক উপকরণ প্রণয়ন[১২]

থাইল্যান্ডের চান্তাবুরি প্রদেশের চঙ ভাষাভাষী জনগোষ্ঠী এই কথা ভেবে উদ্বিগ্ন যে তাদের সন্তানেরা নিজেদের ভাষা ও সংস্কৃতি হারিয়ে ফেলছে। সে কারণে তারা থাইল্যান্ডের প্রাথমিক স্কুল কার্যক্রমে থাই ভাষার পাশাপাশি চঙ ভাষা শেখানো অন্তর্ভুক্ত করতে চায়। জনগোষ্ঠীর নেতৃবৃন্দ বিষয়টি নিয়ে দেন-দরবার করার পর থাইল্যান্ডের শিক্ষা বিভাগ থেকে "লোকাল স্টাডিজ" (এটি নিয়মিত পাঠক্রমের বিষয়) ক্লাসের মাধ্যমে চঙ ছেলেমেয়েদের নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতি শেখানোর অনুমতি দেয়া হয়।

চঙ ভাষা ও সংস্কৃতির ক্লাসের পাঠ্যক্রম কি হবে তা চঙ জনগোষ্ঠীর সদস্যরা একত্রে নির্ধারণ করেছে।[১৩] তারা মৌখিকভাবে ভাষার পাঠ নেয়ার জন্য ভাষাভিত্তিক বিষয়বস্তু প্রণয়ন করেছে, শিক্ষকদের জন্যে পাঠ নির্দেশিকা এবং শিক্ষার্থীদের জন্যে পড়ার উপকরণ তৈরি করেছে এবং নিজেরাই স্বেচ্ছাশ্রমে শিক্ষক হিসেবে ক্লাস নিচ্ছে।

চঙ ভাষা কর্মসূচীর জন্যে প্রণীত ভাষা বিষয়ক পাঠ্যক্রমের দু'টি উদ্দেশ্য রয়েছে: চঙ শিশুদেরকে একটি আনন্দঘন পরিবেশে চঙ ভাষা বুঝতে, বলতে, পড়তে ও লিখতে সহায়তা করা। সেই সাথে চঙ শিশুরা যাতে তাদের নিজেদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের পুনরুজ্জীবনের অংশ হয়ে ও চঙ ভাষা শিখে নিজেদের ধন্য মনে করে ও তারা যেন নিজের ভাষা ও সংস্কৃতি নিয়ে গর্ব করতে পারে, সে বিষয়ে তাদেরকে সহায়তা করা।

চঙ মাতৃভাষার শিক্ষকরা যেন সে ভাষা ব্যবহার করে শিখন কর্মকান্ড পরিচালনা করতে পারে সে লক্ষ্যে একদল স্থানীয় প্রবীণ চঙ-ভাষী মানুষ সে ভাষার মূল শব্দগুলো খুঁজে পেতে এবং শব্দ ও ভাষার ধারাবাহিকতা বোঝার ক্ষেত্রে শিক্ষকদের সহায়তা করছে। আরেকদল বয়স্ক মানুষ চঙ সংস্কৃতি ও মৌখিক ইতিহাস গল্প আকারে লিপিবদ্ধ করছে যেগুলো দিয়ে চঙ ভাষায় পড়ার সিরিজ বই তৈরি হচ্ছে। তৃতীয় আরেকদল চঙ অভিভাবক ২৭টি "বড় গল্পের বই" লিখছে যেগুলো শিক্ষকরা পুরো ক্লাসের জন্য পড়ে শোনাবেন। বই পড়ার এই প্রক্রিয়াটিকে বলে "অংশীপাঠ (শেয়ার্ড রিডিং)"। হাইস্কুলে পড়া শিশুরা এই বড় বইয়ের জন্যে ছবি আঁকছে, অনেক প্রবীণ চঙ ভাষাভাষী ক্লাসে শেখার জন্যে ঐতিহ্যবাহী চঙ সঙ্গীত শোনাচ্ছে। যে শিশুরা ইতোমধ্যে থাই ভাষা পড়তে ও লিখতে ভাষাভাষী ক্লাসে শেখার জন্যে ঐতিহ্যবাহী চঙ সঙ্গীত শোনাচ্ছে। যে শিশুরা ইতোমধ্যে থাই ভাষা পড়তে ও লিখতে শিখেছে তাদেরকে ঐতিহ্যবাহী চঙ ভাষায় লিখতে ও পড়তে শেখানোর জন্যে পৃথক বই প্রণয়ন করা হয়েছে। এই অভিজ্ঞতা আমাদেরকে এই শিক্ষাই দেয় যে সংখ্যালঘু ভাষাগোষ্ঠীর সদস্যরা বহুভাষিক শিক্ষা কার্যক্রমের পাঠ্যক্রম প্রণয়ন ও উন্নয়নে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন।

১২ মেলোনি,ডি এন্ড সুয়িলাই,পি.২০০৫. ল্যাঙ্গুয়েজ ডেভেলপমেন্ট এন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ রিভাইটালাইজেশন ইন এশিয়া. মন খমের স্টাডিজ, ৩৫ নং ভলিউম, পৃ. ১০১-১২০।

১৩ এই কর্মসূচীতে অন্যান্য বিষয় পড়ানোর জন্য শিশুর প্রথম ভাষা ব্যবহারের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।

পড়ার উপকরণ প্রণয়ন করা: পড়া হলো সাইকেল চালানোর মতো একটি বিষয় যা একবার শিখলেই হলো। শিক্ষার্থীরা তাদের নিজের ভাষায় পড়তে শিখলে একসময় তাদের সেই শেখার কৌশলটা নতুন ভাষায় পড়ার ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করতে পারে এমনকি যদি নতুন ভাষায় অন্য কোনো বর্ণ/লিপিও ব্যবহৃত হয়। শিক্ষার্থীদের আমরা যদি তাদের মাতৃভাষা ও দাপ্তরিক ভাষায় সাবলীল ভাবে পড়তে শেখাতে চাই তাহলে উভয় ভাষায় তাদেরকে নানান ধরনের শিক্ষা উপকরণ পড়তে দিতে হবে।

বহুভাষিক শিক্ষা কর্মসূচী পরিচালনার দীর্ঘ অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় শিক্ষার্থীদের পড়তে শেখানোর জন্যে দামী উপকরণের দরকার নেই। ঝকঝকে ছাপা, শক্ত কাগজের মলাট, সাদা-কালো লাইন টানা বই শিশুদের পড়তে শেখার শুরুর জন্যে যথেষ্ট। পড়ার উপকরণগুলোর কয়েকটি বৈশিষ্ট্য থাকা দরকার: ১. বিষয়বস্তু হতে হবে আকর্ষণীয়; ২. ভাষা হতে হবে সুস্পষ্ট ও সহজে বোধগম্য; এবং ৩. ছবিগুলো হতে হবে বিষয়বস্তুর সঙ্গে প্রাসঙ্গিক এবং স্থানীয় প্রেক্ষাপটের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

© সিল ইন্টারন্যাশনাল

এই ধরনের উপকরণগুলো শুধু যে স্থানীয় পর্যায়ে বহুভাষিক শিক্ষা কর্মসূচীকে সমৃদ্ধ করে তা নয়, এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যে সাহিত্য তৈরি হয় সেখানে অনেক জাতির ভাষায় তাদের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের "গল্পের মাধ্যমে" প্রকাশিত হয় যা শেষ পর্যন্ত একটি জাতির ঐতিহ্যকে আরো সমৃদ্ধ করে।

চীনের উদাহরণ:
শ্রেণীভিত্তিক পড়ার উপকরণ প্রণয়ন[১৪]

খাম[১৫] ভাষাভাষী ১৫-১৬ লাখ জনগোষ্ঠীর বেশিরভাগই চীনের গুইঝু প্রদেশের পাহাড়ী এলাকায় বাস করে। ২০০০ সালে খাম জনগোষ্ঠীর নেতৃবৃন্দ তাদের এলাকায় একটি দ্বিভাষিক শিক্ষা বিষয়ক পাইলট প্রকল্প চালু করেন। প্রকল্পের অধীনে শিক্ষকরা প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়ে (৫-৬ বছর বয়সী শিশুদের জন্য) দুই বছর খাম ভাষা ব্যবহার করে, এরপর শিশুরা প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি হয়ে প্রথমবারের মতো চীনা ভাষা শেখে।

পড়তে শেখার একটি অন্যতম "নিয়ম" হলো, যদি ভালোভাবে পড়া শিখতে হয়, তবে শিশুদের নিয়মিত পড়তে হবে এবং তাদের পড়তে দিতে হবে বিভিন্ন ধরনের মজার মজার পড়া। তবে সংখ্যালঘু ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর জন্য ব্যাপারটি চ্যালেঞ্জের মতো কেননা তাদের কোনো লিখিত বই নেই, থাকলেও তা সংখ্যায় একেবারেই কম। খাম কর্মসূচীর নেতৃবৃন্দ বুঝতে পারলেন, প্রকল্পের জন্য তাদের খুব তাড়াতাড়ি কঠোর পরিশ্রম করে অনেক ধরনের পড়ার উপকরণ তৈরী করতে হবে।

পড়ার উপকরণ তৈরির কাজটি শুরু করা হলো লেখকদের কর্মশালা আয়োজনের মধ্য দিয়ে। খাম ভাষার ঐতিহ্যবাহী সাংস্কৃতিক বর্ষপঞ্জি এবং জাতিগত সাংস্কৃতিক বিষয়গুলোর আলোকে খাম ভাষায় লেখকরা প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রথম বছরের জন্যে ১৬০টি সহজপাঠ্য গল্পের বই এবং দ্বিতীয় বছরের জন্যে আরো ১৬০টি গল্পের বই লিখে ফেললেন।

খাম ভাষার শিক্ষাবিদরা বুঝতে পারলেন, শিশুরা যখন আস্তে আস্তে প্রথম শ্রেণী থেকে ষষ্ঠ শ্রেণীতে উঠতে থাকবে, তখন তাদের আরো অনেক গল্পের বই ও পড়ার বই দরকার হবে। এই ধরনের বইগুলো শিশুদের খাম ভাষায় দক্ষ ও সাবলীল করে তুলবে এবং সেই সাথে তারা স্কুলে চীনা ভাষায় পড়া ও লেখা শিখতে থাকবে। এ কারণে খাম ভাষার লেখকরা প্রাথমিক স্কুলের প্রতি ক্লাসের জন্যে ৪০টি করে গল্পের বই লিখলেন। গল্পগুলো এমন বিষয়বস্তু নিয়ে লেখা হলো যেগুলো খাম শিশুদের জন্যে প্রাসঙ্গিক ও আনন্দদায়ক। এছাড়াও খাম ভাষার লেখকগণ "সহশিক্ষা-র" আওতায় আরো ১২০টি গল্প লিখলেন যাতে শিশুরা একা একা পড়ার চর্চা করতে পারে।

শিশুদের জন্য প্রচুর পড়ার উপকরণ তৈরি করার এই চেষ্টা শিশুদের নিজেদের ভাষায় দক্ষতা অর্জনে ভীষণভাবে সাহায্য করেছে। পাশাপাশি এই অর্জিত জ্ঞান তারা চীনা ভাষায় পড়া ও লেখা শেখার জন্য অনেক আত্মবিশ্বাসের সাথে ব্যবহার করতে পেরেছে। প্রাথমিক পর্যবেক্ষণে দেখা গিয়েছে যে প্রাথমিক স্কুলের শুরু দিকের ক্লাসগুলোতে খাম শিশুরা আগের তুলনায় অনেক ভালোভাবে চীনা ভাষা পড়তে ও লিখতে পারছে।

১৪ গিয়ারী,এন. এন্ড প্যান,ওয়াই.২০০১ (১৯-২১ সেপ্টেম্বর) *এইট হান্ড্রেড স্টোরিজ ফর ডং ডেভেলপমেন্টঃ এ বাইলিঙ্গুয়াল এডুকেশন পাইলট প্রজেক্ট ইন গুইঝু প্রভিন্স, চায়না.* ষষ্ঠ শিক্ষা ও উন্নয়ন বিষয়ক অক্সফোর্ড আন্তর্জাতিক সম্মেলন.অক্সফোর্ড, যুক্তরাজ্য।

১৫ "খাম" (ইংরেজীতে "গাম" উচ্চারিত হবে) নামেই তারা তাদের নিজেদের পরিচয় দেয়। তবে চীনের অন্যান্যরা এই গোষ্ঠীকে প্রায়ই "ডং" নামে ডাকে।

এমএলই কর্মকর্তাদের নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ: সবচেয়ে সফল হতে পেরেছে সে সব এমএলই কর্মসূচী যারা উজ্জীবিত ও আত্মমর্যাদাশীল কর্মীদের নিয়োগ দিয়েছে এবং তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনের জন্যে প্রয়োজনীয় জ্ঞান, দক্ষতা, সৃষ্টিশীলতা ও অঙ্গীকার বৃদ্ধিতে সহায়তা করেছে। নিচে উলেখিত দু'ধরনেরই কাজ করার জন্য কর্মীদের দরকার রয়েছেঃ

বহুভাষিক শিক্ষার জন্য	একভাষিক শিক্ষার জন্য
‣ কর্মসূচীর পরিকল্পনা ও সমন্বয় করা ‣ পাঠ্যক্রম প্রণয়ন করা ‣ কর্মীকে প্রশিক্ষণ দেয়া (প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেয়া সহ) ‣ উপকরণ প্রণয়ন ও প্রস্তুত করা (বহু ভাষায়) ক্লাসগুলো তত্ত্বাবধান করা	‣ কর্মসূচীর পরিকল্পনা ও সমন্বয় করা ‣ ক্লাসে পড়ানো ‣ পড়ার উপকরণ তৈরি করা ‣ উপকরণের অলংকরণ করা ‣ উপকরণগুলোর সম্পাদনা করা কর্মসূচীকে সহায়তা করা (এমএলই সহায়তা কমিটি গঠন করা)

এমএলই কর্মসূচীগুলোর একটা বড় সমস্যা হলো যে অতীতে এই ধরনের বহুভাষিক শিক্ষার প্রচলন না থাকায় কিংবা থাকলেও তা অকার্যকর হওয়ায় সংখ্যালঘু ভাষাভাষী জনগোষ্ঠী থেকে পেশাদার যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক পাওয়া কঠিন হয়। তবে সময়ের সাথে সাথে যত কার্যকর ও টেকসই এমএলই কর্মসূচী প্রচলন করা যাবে, তত এই শিক্ষক সংকট কমবে ও পরিস্থিতির উন্নতি হবে। ততদিন পর্যন্ত একটা সমাধান হতে পারে- স্থানীয় ভাষায় সাবলীল, স্থানীয় সংস্কৃতি বোঝেন ও শ্রদ্ধা করেন আর জনগোষ্ঠীর কাছে সম্মানিত ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত এমন কিছু ব্যক্তিদের খুঁজে বের করে তাদের শিক্ষাদানের জন্য প্রশিক্ষিত করে তোলা। বিভিন্ন দেশের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গিয়েছে, অপেশাদার শিক্ষকরা ক্লাসে তাদের দায়িত্ব ভালোভাবেই পালন করতে পারেন যদি তাদেরকে সহজে ব্যবহারযোগ্য শিক্ষা ও নির্দেশনামূলক উপকরণ এবং প্রাক-নিয়োগ ও চাকুরীতে থাকাকালীন উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দেয়া যায় এবং সেই সাথে নিয়মিত সহায়কমূলক তত্ত্বাবধান করা যায়। যদি স্থানীয় শিক্ষকরা স্কুলের ব্যবহৃত ভাষায় দক্ষ না হন, তবে শিক্ষক প্রশিক্ষণের পাঠ্যক্রমে ভাষাশিক্ষার একটি বিষয়ও অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।একটি অন্যতম কার্যকর চর্চা হলো "দলগত শিক্ষা"ঃ এতে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর একজন সহকারী শিক্ষক প্রাইমারী স্কুলের একজন নিয়মিত শিক্ষকের সাথে একসাথে কাজ করবেন এবং উভয়েই যার যার ভাষায় ক্লাস নিবেন।

কম্বোডিয়ার উদাহরণঃ

শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ[১৬]

কম্বোডিয়ার রত্নাকিরি প্রদেশের (বিভাগ) হাইল্যান্ড চিল্ড্রেন্স এডুকেশন প্রকল্পের উদ্দেশ্য ছিল সংখ্যালঘু ভাষাগোষ্ঠীর জন্য গ্রামে স্কুল প্রতিষ্ঠা করা। কেননা শিক্ষাসহ অন্যান্য তাদের সরকারী সেবা পাওয়ার কোনো সুযোগ ছিলো না, থাকলেও তা ছিল খুবই সীমিত। এরকম প্রত্যন্ত উঁচু এলাকায় শিক্ষা প্রদান করা বেশ কঠিন চ্যালেঞ্জ, কারণ সেখানে যোগ্য শিক্ষকের সংখ্যা খুবই কম, রয়েছে শিশুদের অনিয়মিত স্কুল উপস্থিতি তার উপর স্থানীয় সংস্কৃতি বহির্ভূত শিক্ষা উপকরণ, যা মুলত শিক্ষা দানের জন্য একটি বিরাট বাধা।

গ্রামের স্কুল বোর্ডই মূলত স্কুল পরিচালনা ও স্কুল শিক্ষক নির্বাচন করে থাকে। সেখানে স্কুল শিক্ষকরা আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলে একই সাথে খেমার (রাষ্ট্রীয় ভাষা) বলতে পারে। যেহেতু শিক্ষকরা শিশুদের একই অঞ্চলের, সেই কারণে তারা শিশুদের পারিপার্শ্বিক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে আগে থেকেই জানে। উপরের আলোচনা থেকে জানা যায় যে এখানে চ্যালেঞ্জ হচ্ছে পূর্বে যেহেতু লেখাপড়া সুযোগ ছিলো না সেই জন্য গ্রামের স্কুলের জন্য প্রাথমিক স্কুল শেষ করা লোক পাওয়া মুশকিল-যারা স্কুলে পাঠ দানে সক্ষম।

এই প্রকল্পে শিক্ষক প্রশিক্ষণ কোর্স এমন ভাবে তৈরী করা হয়েছে যাতে এই ব্যক্তিরা প্রত্যন্ত অঞ্চলের দ্বিভাষিক ও দ্বিসাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে শিক্ষক হিসাবে দায়িত্ব পালন করতে পারে। এই কোর্সের লক্ষ্য হল আদিবাসী সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী থেকে আসা অংশগ্রহণকারীদের সংস্কৃতি-উপযোগী শিক্ষক প্রশিক্ষণ দেয়া, এই কাজটি করা হয় নিচের পদ্ধতির মাধ্যমেঃ

- অংশগ্রহণকারীদের নিজস্ব প্রাতিষ্ঠানিক জ্ঞান বৃদ্ধি অথবা জ্ঞানের পরিধি বাড়ানোর সুযোগ করে দেয়া;
- বিভিন্ন শিক্ষা পদ্ধতির উপর প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি করা;
- এমনভাবে তাদেরকে প্রস্তুত করা যেন তারা নিজেকে আরো উন্নত করে তুলতে সচেষ্ট থাকে এবং ক্লাসরুমেও মতামত দেয়ার চর্চা করে;
- অংশগ্রহণমূলক ফোরাম ও স্কুল শিক্ষার মাধ্যমে জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে অবদান রাখার জন্য প্রস্তুত করা;
- জনগোষ্ঠীতে সামাজিক অবস্থান মজবুত করতে অবদান রাখা; এবং
- শিক্ষা বিষয়ে আদিবাসীদের দৃষ্টিভঙ্গি উন্নয়নে সহায়তা করা।

এই শিক্ষক প্রশিক্ষণ এক ধরনের "শিখন চক্র"-এর মাধ্যমে ঘটে। এই চক্রে প্রথমে প্রশিক্ষণার্থীরা নিবিড়ভাবে বিভিন্ন শিখন পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া সম্পর্কে তাদের মতামত দেন, এরপরই তারা সেই বিভিন্ন পদ্ধতি চর্চা ও প্রয়োগ করেন এবং সবশেষে এই পদ্ধতিগুলোর প্রয়োগ কেমন হলো তার মূল্যায়ন করেন। মূলত এটা এক ধরনের "কার্য গবেষণা" পদ্ধতি যেখানে প্রশিক্ষণার্থীরা কাজ ও চর্চার মাধ্যমে গবেষণা করেন। কার্যকর শিখন প্রক্রিয়া আয়ত্ত করতে এবং নিখুঁত শিখন চর্চা প্রসার ও উন্নয়নের কৌশল হিসেবে এই প্রশিক্ষণ পদ্ধতি বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত, বিশেষ করে শিক্ষাবিদদের কাছে খুবই গ্রহণযোগ্য ও পছন্দনীয়।

১৬ মিডলবর্গ,জে. ২০০৫.*হাইল্যান্ড চিল্ড্রেন্স এডুকেশন প্রকল্পঃ গুড লেসন্স লার্নড ইন বেসিক এডুকেশন*.ব্যাংকক,ইউনেস্কো।

কর্মসূচী নথিবদ্ধকরণ ও মূল্যায়ন - একটি কার্যকর ও টেকসই এমএলই কর্মসূচীতে পরিকল্পনার পর্যায় থেকেই এর মূল্যায়ন ও নথিবদ্ধ করার কাজটা শুরু হয় এবং পুরো বাস্তবায়নকালে তা চলতে থাকে। কর্মসূচীর যে সব বিষয়গুলো নিয়মিত নথিবদ্ধ ও মূল্যায়ন করতে হয় তা নিচে তুলে ধরা হলো। সেই সাথে কিছু প্রশ্নের উদাহরণ দেয়া হলো যার সাহায্যে এই দুটো প্রক্রিয়া ভালোমত সম্পাদন করা যেতে পারেঃ

পাঠ্যক্রম/শিক্ষাদান পদ্ধতি- শিখনের ফলাফলগুলো কি স্পষ্ট? শিক্ষক-শিক্ষিকারা কি শিখন পদ্ধতির প্রয়োগে স্বচ্ছন্দ্য বোধ করেন? পাঠ্যবিষয়গুলো কি ইতিবাচকভাবে স্থানীয় সংস্কৃতি ফুটিয়ে তুলতে পারছে? কিভাবে পাঠ্যক্রমকে আরো ভালো ও উপযোগী করা যায়?

কর্মী-শিক্ষক-শিক্ষিকারা কি শিক্ষক নির্দেশিকা মেনে চলেন? তত্ত্বাবধায়ক ও প্রশিক্ষকরা স্থানীয় কর্মীদেরকে যথাযথ উৎসাহ ও সহযোগিতা প্রদান করেন কি? দায়িত্ব ভালোভাবে পালনের জন্য সর্বস্তরের কর্মীদের প্রয়োজনীয় দক্ষতা, আত্মবিশ্বাস ও সৃজনশীলতা বাড়াতে কি কি করা যেতে পারে?

প্রশিক্ষণ- যে সব শিক্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেছে তারা কি প্রমাণ করতে পেরেছে যে তারা শিক্ষা পদ্ধতিগুলো বুঝতে পেরেছে? যে সব লেখক কর্মশালায় অংশ নিয়েছে তারা কি মাতৃভাষায় শিক্ষা উপকরণ তৈরী, ছবি আঁকা, সম্পাদনা ও যাচাই করার ক্ষমতা দেখাতে পেরেছে? কি ভাবে প্রশিক্ষণ আরো ভালো করা যায়?

উপকরণ- অপেশাদার শিক্ষকদের জন্য প্রস্তুতকৃত নির্দেশনামূলক উপকরণগুলো কি সহজে বোঝা যায় ও ব্যবহার করা যায়? মাতৃভাষায় কথা বলে এরকম জনগোষ্ঠী পাঠদানের উপকরণগুলো কি উপযোগী বলে মনে করেন? ছাত্র-ছাত্রীরা কি সেগুলো পড়তে পারে? পড়তে কি তারা মজা পায়? পাঠ উপকরণগুলো তৈরীর ব্যবস্থাদি কি যেমন হওয়া উচিত সেই মাত্রায় কার্যকর? এগুলোর বিতরণ ব্যবস্থা কি কার্যকর ও বিশ্বাসযোগ্য? কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে আরো উন্নতি করা যায়?

ছাত্র-ছাত্রীদের অগ্রগতি- ছাত্র-ছাত্রীরা কি প্রমাণ করতে পারছে যে তারা তাদের বিভিন্ন স্তরের জন্য নির্ধারিত শিখন ফলাফলগুলো অর্জন করছে? তারা কি সাফল্যের সাথে এক ক্লাস থেকে আরেক ক্লাসে উত্তীর্ণ হচ্ছে? ছাত্র-ছাত্রী ও তাদের বাবা-মায়েরা কি তাদের অগ্রগতিতে সন্তুষ্ট? কি কি করলে ছাত্র-ছাত্রীরা আরো সফল হতে পারে?

কর্মসূচীর প্রসার ও মান- কর্মসূচী কি পরিকল্পনা অনুযায়ী চলছে? সংখ্যালঘু ভাষাগোষ্ঠীর জনগণসহ কর্মসূচীর সাথে জড়িত অন্যান্য সবাই কি কর্মসূচীর অগ্রগতিতে সন্তুষ্ট? কর্মসূচী এগোনোর ও সম্প্রসারিত হওয়ার সাথে সাথে এর মান নিশ্চিতভাবে বজায় রাখার জন্য কি কি করা যেতে পারে?

অর্থনৈতিক কার্যকারিতা- কর্মসূচীর খরচ অনুপাতে অর্জিত ফলাফলে (স্টেকহোল্ডার)অংশীদাররা কি সন্তুষ্ট? যদি কর্মসূচী তুলনামূলকভাবে নতুন হয়, তবে মান বজায় রেখে কি ভাবে একে আর্থিক দিক থেকে আরো কার্যকর করা সম্ভব?

কর্মসূচীর সুদূরপ্রসারী প্রভাব- সংখ্যালঘু ভাষাগোষ্ঠীতে ও বৃহত্তর সমাজে এই কর্মসূচীর ফলে কি কি পরিকল্পিত ও অপরিকল্পিত পরিবর্তন এসেছে?

এমএলই কর্মসূচী নথিবদ্ধকরণ ও মূল্যায়নের উদাহরণঃ

একটি দীর্ঘমেয়াদী গবেষণা প্রকল্প

ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকার এমএলই কর্মসূচীগুলোর উপর পরিচালিত বিভিন্ন দীর্ঘমেয়াদী গবেষণায় দেখা গিয়েছে যে বহুভাষিক শিক্ষার সুফল খুব দ্রুত উপলব্ধি করা যায় না, একটা দীর্ঘ সময় পরে তা বোঝা যায়। তাই যথাযথ ও সুচারু ভাবে এমএলই কর্মসূচী মূল্যায়ন করতে চাইলে সংখ্যালঘু ভাষাগোষ্ঠীর শিক্ষার্থীদের ভালোমত যাচাই করতে হবে যে তারা এমএলই কর্মসূচীর আওতায় পুরো সময়টা কি রকম করছে এবং এরপর এমএলই শেষ করে মূলধারার শিক্ষায় গিয়েও তারা কেমন করছে, বিশেষভাবে যারা মাতৃভাষায় শিক্ষা পায়নি, তাদের তুলনায় এরা কতটা ভালো করতে পারছে।

এশিয়া, প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল কিংবা আফ্রিকায় কিছুদিন আগ পর্যন্তও এই বিষয়ে গুটি কয়েক মাত্র গবেষণা হয়েছে। বিশ্বের এই সব অঞ্চলের নীতিনির্ধারক ও শিক্ষাবিদদের বহুভাষিক শিক্ষা বিষয়ে তথ্য দেয়ার জন্য ২০০৩ সালে সিল ইন্টারন্যাশনাল একটি দীর্ঘমেয়াদী গবেষণা প্রকল্প (এলআরপি) চালু করে। এই গবেষণা দশ বছর ধরে বিভিন্ন এমএলই কর্মসূচী সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ ও বিশেষণ করছে।

এই গবেষণায় প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক স্কুল পর্যন্ত পরীক্ষামূলক (এমএলই) এবং "নিয়ন্ত্রণ (যেখানে বাড়ির ভাষা শিখানো হয় না)" ক্লাসের অংশগ্রহণকারীদেরকে যাচাই করা হবে। যে সব বিষয়ে বিশেষ নজর দেয়া হবে, তার মধ্যে রয়েছে ছাত্র-ছাত্রীর উপস্থিতি এবং স্কুল না ছাড়ার প্রবণতা সংক্রান্ত তথ্য, স্থানীয়, জেলা, বিভাগীয় এবং/অথবা জাতীয় পর্যায়ের পরীক্ষায় শিক্ষার্থীদের ফলাফল থেকে তাদের কৃতিত্ব পরিমাপ এবং শিক্ষক নির্দেশিকা ও শিখন পদ্ধতিগুলোর মূল্যায়ন, শিক্ষকদের ব্যবহার ও মানসিকতা, প্রশিক্ষণ ও তত্ত্বাবধান।

মূল্যায়নের জন্য ভালো পন্থা- পদ্ধতি প্রণয়ন ও নির্ধারণ, মূল্যায়নের ফলাফল নথিবদ্ধকরণ ও এই তথ্য ব্যবহারের মাধ্যমে কর্মসূচীতে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনতে পারলেই তা কেবল কর্মসূচী বাস্তবায়ন ও অর্থায়নের সাথে সংশিষ্ট সবার প্রত্যাশা পূরণের নিশ্চয়তা দিতে পারবে। তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো, এতে নিশ্চিত করা যাবে যে কর্মসূচী সংখ্যালঘু ভাষাগোষ্ঠীর লক্ষ্য ও প্রত্যাশা পূরণ করতে পারছে। পাশাপাশি, চলমান কর্মসূচীর ভালো ও দুর্বল দিকগুলো যদি নথিবদ্ধ করা হয়, তবে যারা এই ধরনের কর্মসূচী নতুন শুরু করার পরিকল্পনা করছেন তাদের জন্য সেই সব নথি মূল্যবান তথ্য হিসাবে কাজে লাগবে।

সহযোগী সংস্থাগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা- সংখ্যালঘু ভাষাগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ ছাড়া সরকারের একার পক্ষে জোরালো ও টেকসই এমএলই কর্মসূচী পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়। আবার এনজিও-র সহায়তা নিয়েও সর্বস্তরে সরকারের সহযোগিতা ছাড়া জনগোষ্ঠীর পক্ষে তাদের কর্মসূচী টিকিয়ে রাখা খুবই কঠিন। জোরালো ও টেকসই এমএলই কর্মসূচীর জন্য বিভিন্ন সংস্থা, যেমনঃ সরকার, বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, এনজিও ও অন্যান্যদের সাহায্য-সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন যাতে তারা জনগোষ্ঠীর সাথে কর্মসূচীর পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন ও মূল্যায়নে একসাথে কাজ করতে পারে। সহযোগী সংস্থাগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার সম্পর্ক গড়ে তুললে সম্পদের সদ্ব্যবহার করা সম্ভব, বিশেষ করে প্রতিটি সহযোগী সংস্থার অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা কাজে লাগানো যাবে।

প্রশ্ন ৫: অনেক ভাষায় এমএলই কর্মসূচী বাস্তবায়ন করার সামর্থ্য কি আমাদের আছে? এটা কি চেষ্টা ও শ্রমের তুলনায় যথেষ্ট গুরুত্ববহ?

এর চেয়ে হয়তো ভালো হতো এটা প্রশ্ন করলে, "সংখ্যালঘু ভাষাগোষ্ঠীর জনগণের জন্য উপযোগী শিক্ষার ব্যবস্থা না করে আমরা পারবো কি?"

> *বিগত কয়েক শত বছরের উদাহরণ থেকে এটা প্রমাণিত, দ্বিতীয় ভাষা জোর করে সমাজের উপর চাপিয়ে দেয়া "প্রচন্ড অকার্যকর" পদক্ষেপই শুধু নয়, পুরাদস্তুর অপচয়ী ও বৈষম্যমুলক বিনিয়োগ, কেননা এই ধরনের স্কুল ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য হলো, ছাত্র-ছাত্রীর স্কুলে ভর্তির হার কম থাকে, একই ক্লাসে শিক্ষার্থীরা বারে বারে পড়তে থাকে আর খুব কম সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী সফলভাবে স্কুল পাস করে বের হয়ে আসে। এই যে এক একজন মানুষ তার কৃষিকাজ ও পরিবারে কাজের সময় থেকে মূল্যবান সময়টা বিসর্জন দিয়ে স্কুলে যাচ্ছে, অথচ প্রতিদানে পাচ্ছে শুধু ব্যর্থতা ও প্রত্যাখ্যান, এতে অযথাই তাকে আর সার্বিকভাবে তার সমাজকে অনেক চড়া মূল্য দিতে হচ্ছে। এর জন্য আংশিক দায়ী অবশ্যই করতে হবে উপনিবেশ-পরবর্তী যুগে দেশগুলোতে অন্তর্ভুক্তিমূলক ও অংশগ্রহণমূলক শাসন ব্যবস্থার অভাবকে।*[১৭]

এমএলই কর্মসূচী কেবল শিক্ষাগত ও সুদূরপ্রসারী আর্থিক সুফলই নিয়ে আসে না, এটি আরো ব্যাপকভাবে কাজে লাগে। জোরালো এমএলই কর্মসূচীগুলোতে সরকারের সরাসরি সহায়তা থাকলে দেশের সব নাগরিকও বুঝতে পারেন যে সংখ্যালঘু ভাষা ও সেই ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীকে মূল্য দেয়া হচ্ছে, গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। এমএলই কর্মসূচী শিক্ষার্থীদের বাড়ির ভাষা ও দাপ্তরিক ভাষার মধ্যে এক ধরনের "যোগসূত্র" তৈরী করে দিতে সাহায্য করে, ফলে এটি জনগণকে তাদের নিজের স্বতন্ত্র ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বিসর্জন দিতে বাধ্য না করেও জাতীয় সংহতি গড়ে তুলতে সাহায্য করে। বিভিন্ন দেশের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় যে জনগণের ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য উপেক্ষা বা দমন করলে তা কেবল বিভাজন ও দ্বন্দ্বেরই সূত্রপাত করে। এমএলই বৈচিত্রের পরিবর্তে নয় বরং বৈচিত্রকে বরণ করে নিয়েই সংহতি গড়ে তুলতে চায়।

> *"এটা কি আসলেই গুরুত্ববহ?"- সম্ভবত এই প্রশ্নের সবচেয়ে ভালো উত্তর দিতে পারবে সংখ্যালঘু ভাষাগোষ্ঠীর জনগণ নিজেরাই। জনগোষ্ঠীর বক্তব্য দিয়ে এই বই শেষ করার জন্য পাপুয়া নিউ গিনির একজন অভিভাবকের মন্তব্য তুলে ধরা হলোঃ*
>
> *শিশুরা যখন স্কুলে যায়, আসলে তারা তখন ভিন্ন জগতে থাকে। তারা তাদের অভিভাবককে ছেড়ে যায়, পরিচিত পরিবেশ ছেড়ে যায়, যা কিছু নিজের তা ছেড়ে যায়। তারা ক্লাসে বসে এমন কিছু শেখে যার সাথে তার নিজের জগতের কোন মিল নেই। পরবর্তীকালে অন্যান্য জিনিস শিখতে শিখতে সে নিজেরটাই প্রত্যাখ্যান করতে শুরু করে।*
>
> *তখন তারা মাঠে কাউকাউ [মিষ্টিআলু] তুলতে চায় না, তারা বলে এটা নোংরা কাজ; তারা তাদের মাকে পানি তুলে আনতেও সাহায্য করতে চায় না। তারা এসব কাজকে ছোটো কাজ বলে মনে করে। এখন ছেলেমেয়েদের মধ্যে বিরাট পরিবর্তন এসেছে। তারা তাদের বাবা-মাকেও মান্য করে না; তারা এখন বেয়াদব হয়ে গিয়েছে। এই পরিবর্তনের কারণ তারা এখন স্কুলে যাচ্ছে এবং যা কিছু আমাদের নিজস্ব তা নিয়তই প্রত্যাখ্যান করছে।*

১৭ বেনসন,সি. ২০০১. (২০ এপ্রিল). *রিয়াল এন্ড পটেনশিয়াল বেনেফিটস অব বাইলিঙ্গুয়াল প্রোগ্রামস ইন ডেভেলপিং কান্ট্রিজ.*তৃতীয় দ্বিভাষী তত্ত্ব বিষয়ক আন্তর্জাতিক সিম্পোজিয়াম. ব্রিস্টল, ইংল্যান্ড।

এখন আমার সন্তান আমাদের মাতৃভাষা টোক পেস ভাষার একটা স্কুলে যায়। সে স্কুল ছেড়ে যেতে রাজি না। সে স্কুলে তার নিজস্ব প্রথা এবং তার নিজস্ব জীবনযাত্রা সম্পর্কে শিখছে। সে এখন তার ইচ্ছামতো যে কোনো কিছু তার নিজের ভাষায় লিখতে পারে। যা সে দেখে কেবল তাই না, যা সে ভাবে, তাও লিখতে পারে। সে নিজের এই এলাকা সম্পর্কে লেখে। সে তার মাকে জল আনতে সাহায্য করার কথা লেখে, মিষ্টি আলু তোলার কথা লেখে, বাগানে যাওয়ার কথা লেখে।

সে যখন এ সব কিছু লেখে, সেগুলি তার কাছে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। সে যে বাইরের এসব জিনিস সম্পর্কে শুধুমাত্র পড়ছে ও লিখছে তাই নয়, পাশাপাশি সে এই লেখাপড়ার মধ্য দিয়ে আমাদের এসব জীবনযাপনের কায়দা সম্পর্কে গর্ব অনুভব করতে শিখছে। যখন সে বড় হবে, সে আমাদের প্রত্যাখ্যান করবে না। আমাদের শিশুদের লেখাপড়া শেখানো গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু আরো গুরুত্বর্পূণ তাদেরকে নিজেদের নিয়ে, আমাদের নিয়ে গর্ব করতে শেখানো।[১৮]

© *সিল ইন্টারন্যাশনাল*

১৮ ডেলপিট, এল.ডি ও কেমেলফিল্ড, জি. ১৯৮৫. *এন ইভালুয়েশন আব দি ভাইলস টোক পেস স্কুল স্কিম ইন দি নর্থ সলোমন্‌স প্রভিন্স।* ইআরইউ রিপোর্ট নং ৫১. ওয়াইগানি, পাপুয়া নিউ গিনি, পাপুয়া নিউ গিনি বিশ্ববিদ্যালয়.

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

বেনসন,সি. ২০০১. (২০ এপ্রিল). *রিয়াল এন্ড পটেনশিয়াল বেনেফিটস অব বাইলিঙ্গুয়াল প্রোগ্রামস ইন ডেভেলপিং কান্ট্রিজ.* তৃতীয় দ্বিভাষী তত্ত্ব বিষয়ক আন্তর্জাতিক সিম্পোজিয়াম. ব্রিস্টল, ইংল্যান্ড।

বেনসন,সি. ২০০৫. মাদার *টাং-বেস্ড টিচিং এন্ড এডুকেশন ফর গার্লস.* ব্যাংকক, ইউনেস্কো। http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001420/142079e.pdf *(১৭ই নভেম্বর ২০০৬ সালে তথ্য সংগৃহীত)*

কামিন্স,জে. ২০০০ . *বাইলিঙ্গুয়াল চিলড্রেন্স মাদার টাং: হোয়াই ইট ইজ ইম্পর্ট্যান্ট ফর এডুকেশন?* http://www.iteachilearn.com/cummins.mother.htm *(১৭ই নভেম্বর ২০০৬ সালে তথ্য সংগৃহীত)*

ডেলপিট, এল.ডি ও কেমেলফিল্ড, জি. ১৯৮৫ . *এন ইভালুয়েশন আব দি ভাইলস টোক পেস স্কুল স্কিম ইন দি নর্থ সলোমন্স প্রভিন্স।* ইআরইউ রিপোর্ট নং ৫১. ওয়াইগানি, পাপুয়া নিউ গিনি, পাপুয়া নিউ গিনি বিশ্ববিদ্যালয়.

ইস্টন,সি.২০০৩ (৭-৯ নভেম্বর). *এ্যালফাবেট ডিজাইন ওয়ার্কশপস ইন পাপুয়া নিউ গিনিঃ এ কমিউনিটি-বেস্ড এ্যাপ্রোচ টু অর্থোগ্রাফি ডেভেলপমেন্ট.* ভাষা উন্নয়ন, ভাষা পুনর্জাগরণ এবং বহুভাষিক শিক্ষা বিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলন.ব্যাংকক, http://www.sil.org/asia/ldc/parallel_papers/catherine_easton.pdf *(১৭ই নভেম্বর ২০০৬ সালে তথ্য সংগৃহীত)*

গিয়ারী,এন. এন্ড প্যান,ওয়াই.২০০১ (১৯-২১ সেপ্টেম্বর) *এইট হান্ড্রেড স্টোরিজ ফর ডং ডেভেলপমেন্টঃ এ বাইলিঙ্গুয়াল এডুকেশন পাইলট প্রজেক্ট ইন গুইঝু প্রভিন্স, চায়না.* ষষ্ঠ শিক্ষা ও উন্নয়ন বিষয়ক অক্সফোর্ড আন্তর্জাতিক সম্মেলন. অক্সফোর্ড, যুক্তরাজ্য।

মেলোনি,ডি এন্ড সুয়িলাই,পি.২০০৫. ল্যাঙ্গুয়েজ ডেভেলপমেন্ট এন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ রিভাইটালাইজেশন ইন এশিয়া. মন খমের স্টাডিজ, ৩৫ নং ভলিউম, পৃ. ১০১-১২০।

মেলোনি,এস.২০০৫ অবলম্বনে রচিত. প্ল্যানিং কমিউনিটি-বেস্ড এডুকেশন প্রোগ্রামস্ ইন মাইনরিটি ল্যাঙ্গুয়েজ কমিউনিটিস্. সংখ্যালঘু ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর মধ্যে যারা নিজ সমাজে শিক্ষা পরিকল্পনা ও বাস্বায়নে কাজ করছে, তাদের জন্য রিসোর্স সহায়িকা।

মিডলবর্গ,জে. ২০০৫.হাইল্যান্ড চিল্ড্রেন্স এডুকেশন প্রকল্পঃ গুড লেসন্স লার্নড ইন বেসিক এডুকেশন.ব্যাংকক,ইউনেস্কো।

ভ্যালেস,এম.সি.২০০৫. *এ্যাকশন রির্সাচ অন দি ডেভেলপমেন্ট অব এন ইন্ডিজেনাস পিপলস এডুকেশন প্রোগ্রাম ফর দি মাগবিকিন ট্রাইব ইন মোরং,* বাটান, ফিলিপিন্স. ইউনেস্কো, *ফার্স্ট ল্যাঙ্গুয়েজ ফার্স্টঃ কমিউনিটি-বেস্ড লিটারেসি প্রোগ্রামস ফর মাইনরিটি ল্যাঙ্গুয়েজ কনটেক্সটস ইন এশিয়া.* ব্যাংকক, ইউনেস্কো, পৃ. ১৮১-১৯৫।

বিশ্ব ব্যাংক.২০০৫. *এডুকেশন নোটস,ইন দেয়ার ওউন ল্যাঙ্গুয়েজঃএডুকেশন ফর অল.ই ওয়াশিংটন ডি.সি,* বিশ্ব ব্যাংক. http://siteresources.worldbank.org/EDUCATION/Resources/Education-Notes/EdNotes_Lang_of_Instruct.pdf *(১৭ই নভেম্বর ২০০৬ সালে তথ্য সংগৃহীত)*

শব্দকোষ-ভাষা

আঞ্চলিক ভাষারূপ/বাচন	অঞ্চল বা সমাজ ভেদে একই ভাষার ভিন্ন ভিন্ন কথ্য রূপ (আরও দেখুন **বিভিন্নতা**)
প্রধান ভাষা	যে ভাষায় সমাজের প্রধান জনগোষ্ঠী কথা বলে কিংবা যে ভাষাকে দেশের মূল ভাষা হিসাবে মনে করা হয় ▸ *যা বেশীরভাগ জনগোষ্ঠীর ভাষা না হয়েও দাপ্তরিক বা রাষ্ট্রীয় ভাষার মর্যাদা পেতে পারে*
বিদেশী ভাষা	শিক্ষার্থীর নিজের গণ্ডিতে যে ভাষায় কথা বলা হয় না
পূর্বপুরুষের ভাষা	ব্যক্তির পূর্বপুরুষের প্রচলিত ভাষা কিংবা কোনো নির্দিষ্ট ভাষাভাষীর জনগোষ্ঠীর ভাষা
বাড়ীর ভাষা	বাড়ীতে যে ভাষায় কথা বলা হয় (আরও দেখুন **১ম ভাষা, মাতৃভাষা**) ▸ *আবার অনেকের বাড়িতে একাধিক ভাষা প্রচলিত থাকে*
১ম ভাষা	প্রথম ভাষা, জন্মগত ভাষা (আরও দেখুন **মাতৃভাষা, বাড়ীর ভাষা, আঞ্চলিক/স্থানীয় ভাষা**) ▸ জন্মের পর থেকে যে ভাষা বা ভাষাগুলো শেখা হয়
২য় ভাষা	দ্বিতীয় ভাষা, জন্মগত ভাষা নয় (নন-নেটিভ **ভাষা** বা যে ভাষা মাতৃভাষা নয়), ব্যাপকতর যোগাযোগের ভাষা অথবা বিদেশী ভাষা ▸ *বাড়ির বাইরে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর পরিধিতে এই ভাষা বেশী প্রচলিত; এছাড়া দ্বিভাষিক শিক্ষা ব্যবস্থায় ১ম ভাষার পর দ্বিতীয় (দাপ্তরিক, বিদেশী) ভাষা হিসাবে এটি শিখানো হয়* ▸ *সংখ্যালঘু ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর জন্য ২য় ভাষা সাধারণত: দাপ্তরিক এবং/অথবা রাষ্ট্রীয় ভাষা*
শিক্ষাদানের ভাষা	স্কুলের পাঠ্যসূচী যে ভাষায় পড়ানো হয়; এটিকে পাঠদানের মাধ্যমও বলা হয়ে থাকে
স্থানীয় ভাষা	নির্দিষ্ট এলাকায় কিছু সংখ্যক জনগোষ্ঠী যে ভাষায় কথা বলে ▸ *পুরোপুরি লিখিত রূপ এখনও তৈরি হয়নি এমন কোনো ভাষাও হতে পারে*

সংখ্যাগরিষ্ঠের ভাষা
কোনো এলাকা/দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ যে ভাষায় কথা বলে

সংখ্যালঘুর ভাষা
কোনো সামাজিক ও/বা সংখ্যালঘু জাতিগোষ্ঠী যে ভাষায় কথা বলে
- *কখনও কখনও সংখ্যাগরিষ্ঠ কিন্তু প্রধান নয় এমন জনগোষ্ঠীর ভাষাকে বুঝায়*

মাতৃভাষা (এমটি)
প্রথম ভাষা, জন্মগত ভাষা (আরও দেখুন **১ম ভাষা, বাড়ীর ভাষা, স্থানীয় ভাষা)**
- *কোনো ব্যক্তি যে ভাষা: (ক) প্রথম শেখে; (খ) কোনো কিছু সনাক্ত করতে ব্যবহার করে কিংবা অন্যরা তাকে যে ভাষাভাষী হিসাবে সনাক্ত করে (গ) সবচেয়ে ভালো জানে; কিংবা (ঘ) সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করে*

রাষ্ট্রীয় ভাষা
যে ভাষা কোনো দেশে গুরুত্বপূর্ণ ও ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত ভাষা হিসাবে স্বীকৃত; কখনও যা দাপ্তরিক ভাষা হিসাবেও স্বীকৃতি পায়
যেমন: ভারতে ২টি দাপ্তরিক ভাষা এবং ২২টি রাষ্ট্রীয় ভাষা হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছে; আবার বাহাসা ইন্দোনেশিয়া একাধারে ইন্দোনেশিয়ার জাতীয় ও দাপ্তরিক ভাষা

দাপ্তরিক ভাষা
কোনো দেশ যে ভাষাকে স্কুলসহ সরকারী যে কোনো প্রশাসনিক ও প্রাতিষ্ঠানিক কাজে ব্যবহারের জন্য স্বীকৃতি প্রদান করে
যেমন: ভারতে হিন্দি ও ইংরেজি দেশের দাপ্তরিক ভাষা হিসাবে স্বীকৃত হলেও পাশাপাশি রয়েছে আরও অনেক প্রাদেশিক ভাষা

বিভিন্নতা
অঞ্চল বা সমাজ ভেদে একই ভাষার ভিন্ন ভিন্ন কথ্য রূপ (আরও দেখুন **আঞ্চলিক ভাষারূপ)**

শব্দকোষ-সাধারণ

উপদেষ্টা পরিষদ	বহুভাষিক শিক্ষা কর্মসূচী এগিয়ে নিতে অঙ্গীকারবদ্ধ একদল নেতা ▸ সাধারণত মাতৃভাষাভাষী জনগোষ্ঠী এবং সহযোগী সংগঠনদের সদস্যবৃন্দের সমন্বয়ে গড়ে উঠে
বিচ্ছিন্নকরণ	নিজের ভাষা ও সংস্কৃতি থেকে সংযোগহীন ▸ সংখ্যালঘু ভাষাগোষ্ঠী প্রধান ভাষা ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থায় সম্পৃক্ত হয়ে হয়তো পরবর্তীতে তাদের নিজেদের ভাষা ও সংস্কৃতিকে প্রত্যাখ্যান করতে পারে
সচেতন করা	জনগণকে তথ্য দিয়ে এমনভাবে সাহায্য করা যেন তারা তাদের নিজেদের নির্ধারিত লক্ষ্য ও চাহিদাগুলো অর্জন করতে পারে
দ্বিভাষী	ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে: একই সাথে দু'ভাষা বলতে/বুঝতে (এমনকি কখনো পড়তে/লিখতে) পারার ক্ষমতা সামাজিক ক্ষেত্রে: কমপক্ষে দুই ভাষা গোষ্ঠীর সহ অবস্থান
দ্বিভাষিক শিক্ষাব্যবস্থা	সাক্ষরতা ও শিক্ষা মাধ্যম হিসাবে দু'ভাষার ব্যবহার ▸ *আদর্শগতভাবে শিক্ষার্থী তার প্রথম ভাষাতেই অক্ষরজ্ঞান ও শেখার শুরু করে এবং ধীরে ধীরে সে দ্বিতীয় ভাষা রপ্ত করে*
যোগ্যতা	কোনো ভাষায় অথবা স্কুলের অন্যান্য পাঠ্যবিষয়ের ক্ষেত্রে অর্জিত জ্ঞান, সামর্থ্য বা দক্ষতা
পাঠ্যক্রম	কোনো শিক্ষা কর্মসূচীর জন্য গৃহীত শিক্ষা পরিকল্পনা, বিষয়বস্তু ও শিক্ষা উপকরণসমূহ
প্রধান গোষ্ঠী	জনসংখ্যা (সংখ্যাগরিষ্ঠতা), অর্থনীতি (সম্পত্তি) এবং/অথবা রাজনীতি (ক্ষমতা)-র ভিত্তিতে দেশের সবচেয়ে ক্ষমতাবান জনগোষ্ঠী
সঞ্চালক/সহায়ক	যিনি অন্যদের শিখতে সাহায্য করেন; শিক্ষক
সাবলীলতা	বলা, পড়া ও/বা লিখার ক্ষেত্রে উচ্চ মানের দক্ষতা ও যোগ্যতা
বাস্তবায়ন	কোনো নতুন কর্মসূচী পরিচালনার জন্য জনগণ ও সম্পদ সচল করার প্রক্রিয়া
আদিবাসী	কোনো এলাকার বা দেশের মূল বা আদি বাসিন্দাদের বংশধর বা গোষ্ঠী

সংখ্যালঘু ভাষাগোষ্ঠী	এমন এক জনগোষ্ঠী যারা একই ভাষা ব্যবহার করে এবং যারা জনসংখ্যা (সংখ্যালঘিষ্ঠতা), অর্থনৈতিক (সম্পদের স্বল্পতা) এবং/অথবা রাজনৈতিক অবস্থার কারণে প্রায় ক্ষেত্রে সমাজে অপেক্ষাকৃত কম ক্ষমতা ভোগ করে
সাক্ষরতা	পড়তে, লিখতে, হিসাব করতে এবং জীবনের অন্যান্য কাজ করার প্রয়োজনে ভাষাকে ব্যবহার করার দক্ষতা
মূলধারা	সমাজের প্রধান জনগোষ্ঠীর ভাষা ও সংস্কৃতি ▸ মূলত সেইসব স্কুলগুলো কে বুঝায় যা প্রধান জনগোষ্ঠীর কথা বিবেচনা করে তৈরি হয় যদিও তা সংখ্যালঘু ভাষাগোষ্ঠীর চাহিদা মেটাতে পারে না
সচলায়তন (প্রস্তুতি গ্রহণ)	কোনো কর্মসূচী, পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন করার জন্য এক সাথে কাজ করতে কোনো সমাজ (ও তাদের সমর্থকদেরকে) সংগঠিত করার প্রক্রিয়া
বহুভাষী	ব্যক্তির ক্ষেত্রে: একই সাথে দু'য়ের বেশি ভাষায় বলতে/বুঝতে (এবং কখনও কখনও পড়তে/লিখতে) পারার ক্ষমতা সামাজিক ক্ষেত্রে: দু'য়ের অধিক ভাষাগোষ্ঠীর সহ অবস্থান
বহুভাষিক শিক্ষা (এমএলই)	দু'য়ের বেশী ভাষার মাধ্যমে সাক্ষরতা ও শিক্ষা দান ▸ আর্দশগতভাবে ১ম ভাষা শেখানোর মাধ্যমে এর শুরু হয় এবং ধীরে ধীরে অন্যান্য ভাষা শেখার প্রক্রিয়া চলতে থাকে
বেসরকারী সংস্থা (এনজিও)	দেশের সরকারের অংশ নয় এমন সেইসব সংস্থা যারা মূলত সামাজিক উন্নয়নে কাজ করে থাকে
শুদ্ধ বানান বিদ্যা	কোনো ভাষা লেখার এমনকি তার লিপি/বর্ণ তথা বানান ও যতিচিহ্ন ব্যবহার বিধি সম্বলিত যথেষ্ট পদ্ধতি (আরও দেখুন **লিখন পদ্ধতি**)
সহযোগীবৃন্দ	যে সকল ব্যক্তি, সংস্থা ও সংগঠন জনগোষ্ঠীর সাথে একযোগে নতুন কর্মসূচী বাস্তবায়নে কাজ করে
চাপিয়ে দেয়া	শিক্ষার্থীদের স্বল্প অথবা বিনা সহায়তা করে শিক্ষার সকল মাধ্যমে ২য়/বিদেশী ভাষার প্রয়োগ করা
টেকসই/দীর্ঘমেয়াদী	এমন কর্মসূচী হাতে নেয়া যা দীর্ঘ সময় টিকে থাকে
পরিবর্তন	১ম ভাষার শিক্ষা অন্য ভাষায় দক্ষ করতে সাহায্য করে; একবার শুধু পড়তে পারাটা শিখতে পারলেই চলে
লিখন পদ্ধতি	কথ্য ভাষার লিখিত রূপ (আরও দেখুন **শুদ্ধ বানান বিদ্যা**)

United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization

UNESCO Bangkok
Asia-Pacific Programme
of Education for All
APPEAL

920 Sukhumvit Road
Prakanong, Bangkok 10110, Thailand
www.unescobkk.org

SIL Bangladesh
Partners in Language,
Education & Development

House 8, Road 17, Sector 4,
Uttara, Dhaka, Bangladesh
www.sil.org

SIL International

United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization

বহুভাষিক শিক্ষা প্রসারের জন্য এডভোকেসি পুস্তিকা:

বঞ্চিতদের অন্তর্ভুক্তকরণ

জনগোষ্ঠীর জন্য বই

SIL International

United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization

SIL International

বহুভাষিক শিক্ষা প্রসারের জন্য এডভোকেসি পুস্তিকা:

বঞ্চিতদের অন্তর্ভুক্তকরণ

জনগোষ্ঠীর জন্য বই

Advocacy kit for promoting multilingual education: Including the excluded.
Bangkok: UNESCO Bangkok, 2007
ISBN 92-9223-110-3

First published by UNESCO
Asia and Pacific Regional Bureau for Education, 920 Sukhumvit Road, Prakanong, Bangkok 10110, Thailand

This edition is published jointly by UNESCO Asia and Pacific Regional Bureau for Education, 920 Sukhumvit Road, Prakanaong, Bangkok 10110, Thailand and SIL Bangladesh

©UNESCO 2007
©UNESCO and SIL Bangladesh 2009 (Bangla edition)

No part of this publication may be reproduced in any form or by any means without the written permission of UNESCO and SIL Bangladesh

"The designations employed and presentation of material throughout this publication do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of UNESCO concerning the legal status of any country, territory, city or area of its authorities, or the delimitation of its frontiers of boundaries.
The authors are responsible for the choice and the presentation of the facts contained in this book and for the opinions expressed therein, which are not necessarily those of UNESCO and do not commit the Organization".

The present translation has been prepared under the responsibility of SIL Bangladesh.

4 booklets.
[content: Overview of the kit; Policy makers booklet; Programme implementers booklet; Community members booklet]

Cover photo: SIL Bangladesh
Folder photo: SIL Bangladesh

The printing of this 4 booklets has been made possible with the financial support of UNDP CHTDF.

Printed in Bangladesh

জনগোষ্ঠীর জন্য বই

ভূমিকা

সংখ্যালঘু ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর বেশিরভাগ শিশুদের কাছে স্কুল হল, অপরিচিত ভাষায় অপরিচিত বিষয় পড়ানোর একটি অপরিচিত জায়গা। বাবা-মা বা নিজের জনগোষ্ঠীর অন্যদের কাছ থেকে শেখা শিশুর নিজস্ব জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার কোন স্থান প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় নেই। যে ভাষায় স্কুলে শিক্ষা দেয়া হয় বাবা-মায়েরা যদি সেই ভাষায় কথা না বলেন তাহলে তাদের সন্তানদের শিক্ষা ব্যবস্থায় অংশগ্রহণ থেকে বাইরে রাখা হয়। এরকম একজন বাবা পাপুয়া নিউগিনিতে একটি মূলধারার (প্রধান ভাষা) স্কুলে তার জনগোষ্ঠীর অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেনঃ

> শিশুরা যখন স্কুলে যায়, মনে হয় তারা সম্পূর্ণ অপরিচিত জায়গায় গিয়েছে। তারা তাদের বাবা-মাকে ছেড়ে যায়, পরিচিত পরিবেশ ছেড়ে যায়, যা কিছু নিজের সব ছেড়ে যায়। তারা ক্লাসে বসে এমন সব বিষয় শেখে যার সঙ্গে তাদের নিজেদের পরিবেশের কোন সম্পর্ক নেই। যেহেতু তারা শুধু অপরিচিত জিনিসই শিখেছে, পরে একসময় তারা তাদের নিজেদেরটা প্রত্যাখ্যান করে।[১]

এই বই শিক্ষার্থী-কেন্দ্রিক এবং জনগোষ্ঠী-কেন্দ্রিক শিক্ষা কর্মসূচীকে তুলে ধরেছে যেখানে শিশুরা তাদের মাতৃভাষায় শিক্ষা শুরু করে এবং সেই সাথে স্কুলের দাপ্তরিক ভাষাও শেখে (প্রয়োজনে অন্যান্য ভাষাও শেখে)। এই শিক্ষা কর্মসূচীতে শিশুরা তাদের বাবা-মা এবং নিজের জনগোষ্ঠী থেকে যে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা লাভ করে সেটাকে গুরুত্ব দেয়া হয় এবং এটাই তাদের ভবিষ্যত শিক্ষার ভিত্তি রচনা করে। এই শিক্ষা কর্মসূচী "মাতৃভাষা-ভিত্তিক বহুভাষিক শিক্ষা (এমএলই)" কর্মসূচী নামে পরিচিত। এই কর্মসূচী বিশেষভাবে সেইসব জনগোষ্ঠীর শিক্ষার্থীদের জন্য যারা স্কুলের প্রচলিত ভাষায় কথা বলে না। এই শিক্ষা কর্মসূচীর উদ্দেশ্য হচ্ছে, শিক্ষার্থীরা যেন তাদের মাতৃভাষা ও নিজস্ব সংস্কৃতি ত্যাগ না করেও শিক্ষা ক্ষেত্রে তাদের লক্ষ্য অর্জন করতে পারে।

এমএলই কর্মসূচী সম্পর্কে বাবা-মা, শিক্ষক-শিক্ষিকা, প্রশাসন এবং জনগোষ্ঠীর অন্যান্য লোকেরা যে ধরনের প্রশ্ন সচরাচর করে থাকেন, সেরকম কিছু প্রশ্নমালা নিয়েই এই বইতে আলোচনা করা হয়েছে, যেমন - কেন এমএলই কর্মসূচী প্রয়োজন, কিভাবে এটা কাজ করে, শিক্ষার্থীরা এর মাধ্যমে কিভাবে উপকৃত হতে পারে, এবং এটি বাস্তবায়নের জন্য কি কি করতে হবে?

১ ডেলপিট,এল.ডি ও কেমেলফিল্ড,জি ১৯৮৫ *এন ইভালুয়েশন আব দি ভাইলস টোক পেস স্কুল স্কিম ইন দি নর্থ সলোমন্স প্রভিন্স . ইআরইউ রিপোর্ট নং ৫১.* ওয়াইগানি, পাপুয়া নিউ গিনি, পাপুয়া নিউ গিনি বিশ্ববিদ্যালয়. পৃষ্ঠা ২৯-৩০

প্রশ্ন-উত্তরঃ
সংখ্যালঘু ভাষাগোষ্ঠীতে ভাষা ও শিক্ষা

প্রশ্ন ১: সংখ্যালঘু ভাষাগোষ্ঠীতে শিশুদের শিক্ষার পরিস্থিতি কেমন?

শিশুরা যখন স্কুলে যাওয়া শুরু করে তখন তাদের অনেক নতুন জিনিস শিখতে হয়। তাদের অবশ্যই

- স্কুলের জন্য উপযুক্ত আচরণ শিখতে হয়;
- লেখা এবং পড়া শিখতে হয়;
- অংক, বিজ্ঞান, সমাজ পাঠ ও অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে নতুন তথ্য ও ধারণা শিখতে হয়; এবং
- দেখাতে হয় যে তারা এই সব নতুন তথ্য ও ধারণা বুঝতে পারে এবং প্রয়োগ করতে পারে।

যে সব শিশুরা স্কুলের দাপ্তরিক ভাষায় কথা বলে না তারা যখন স্কুলজীবন শুরু করে তখন বিশেষ সমস্যার সম্মুখীন হয়ঃ

- শিশুদের অবশ্যই স্কুলের দাপ্তরিক ভাষা শিখতে হয়। সেই সাথে শিক্ষক তাদের নতুন ভাষায় যা যা শেখাচ্ছেন তাও বোঝার চেষ্টা করতে হয়।
- পাঠ্যপুস্তকে স্কুলের দাপ্তরিক ভাষায় লেখা যে সকল পাঠ রয়েছে তা বোঝার চেষ্টা করতে হয়। ঐ ভাষা যথেষ্ট না বোঝার কারণে সে যদি পাঠের র্অথ বুঝতে না-ও পারে, তবুও তাকে শব্দ, বাগধারা, এমনকি পুরো বাক্য শিক্ষক পড়ানোর সাথে সাথে মুখস্ত করতে হয়। কিন্তু মুখস্ত করলেও যেহেতু তারা পাঠের অর্থ বুঝতে পারে না, তাই তারা শিক্ষা ক্ষেত্রে ক্রমেই পিছিয়ে পড়তে থাকে।
- নতুন ভাষায় তাদের অবশ্যই লেখা পারতেই হয়। ভাষা ভালোমতো না বুঝলেও চকবোর্ড বা বই থেকে তারা অক্ষর, শব্দ ও বাক্য দেখে টুকে নিতে বাধ্য হয়। কিন্তু এই প্রক্রিয়া তাদের নিজের মনের ভাব লিখিতভাবে প্রকাশ করা শিখতে কোনোভাবেই সাহায্য করে না।

ভারতের একজন শিক্ষা-কর্মকর্তা একটা শ্রেণীকক্ষ পরিদর্শনে গিয়ে এই সমস্যাকে দেখেছেন এভাবেঃ

> শিক্ষক একা একা পড়িয়ে যাচ্ছেন আর শিশুরা একেবারে নিরুৎসাহিত বোধ করছে। তারা ফ্যালফ্যাল করে শিক্ষকের দিকে তাকিয়ে আছে এবং মাঝে মধ্যে ব্যাক বোর্ডে লেখা (অক্ষরগুলে)-র দিকে তাকাচ্ছে। তিনি যা পড়াচ্ছেন শিশুরা তা কিছুই বুঝতে পারছে না - এটা যখন শিক্ষক উপলব্ধি করতে পারলেন তখন তিনি আরো জোর গলায় বিস্তারিত ব্যাখ্যাসহ পড়ানো শুরু করলেন।
>
> কিছু সময় পর যখন তিনি কথা বলতে বলতে ক্লান্ত হয়ে পড়লেন ও বুঝতে পারলেন যে ছোট ছোট শিশুরা না বুঝে একেবারে হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছে, তখন তিনি তাদেরকে ব্যাকবোর্ডের লেখা অক্ষরগুলি খাতায় তুলে নিতে বললেন। ঐ শিক্ষক বলেন - আমার ছাত্র-ছাত্রীরা খুব ভালোভাবে ব্যাক র্বোড থেকে সব টুকতে পারে। যখন তারা পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত উঠে যায়, ততদিনে তারা সব উত্তর টুকতে ও মুখস্থ করতে পারদর্শী হয়ে যায়। তবে পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যেকেবল মাত্র দু'জন স্কুলের দাপ্তরিক ভাষায় ঠিকমত কথা বলতে পারে।[২]

২ ঝিংগ্রান,ডি . ২০০৫ . ল্যাঙ্গুয়েজ ডিসএ্যাডভান্টেজ . দি লর্নিং চ্যালেঞ্জ ইন প্রাইমারী এডুকেশন . নয়াদিলী, এপিএইচ পাবলিশিং, পৃ:১

© জুজিয়াওফেং (চীন), ইউনেস্কোর এশিয়া/প্রশান্ত মহাসাগরীয় সাংস্কৃতিক কেন্দ্র (এসিসিইি) কর্তৃক প্রদত্ত, টোকিও

ছোট শিক্ষার্থীরা যখন স্কুলে ব্যবহৃত ভাষা বোঝে না তখন তাদের মধ্যে যে সংকোচ বা ভয় কাজ করে তা পাপুয়া নিউগিনির একজন শিক্ষক এভাবে বর্ণনা করেছেন:

> আমি পড়ানোর সময় লক্ষ্য করলাম, অনেক শিশুই কিছু বুঝতে পারছে না। তারা সবে মাত্র গ্রাম থেকে এসেছে যেখানে তাদের বাবা-মায়েরা তাদের সঙ্গে শুধু তাদের ভাষাতেই কথা বলেন। আর এখানে আমি, এই ছোট শিশুদের সামনে একটা দৈত্যের মত দাড়িয়ে আছি এবং তাদের সঙ্গে একটা অপরিচিত ভাষায় কথা বলছি। আমার উপস্থিতি তাদের শেখার প্রতি আগ্রহী তো করছিলই না বরং তারা আমাকে ভয় পাচ্ছিল...[৩]

অবশ্য সংখ্যালঘু ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর কিছু কিছু শিশু শেষমেষ স্কুলে ব্যবহৃত ভাষা ভালোভাবে শিখে ফেলে। কেউ কেউ তাদের শিক্ষা শেষ করে সফলভাবে মূলধারার সাথে যুক্ত-ও হয়। কিন্তু সেক্ষেত্রে তাদের জনগোষ্ঠীর সঙ্গে তাদের সম্পর্ক কি রকম হয়? দুঃখজনক হলেও সত্য যে যখন সংখ্যাগরিষ্ঠের ভাষাই একমাত্র ভাষা হিসাবে ক্লাসে ব্যবহৃত হয় এবং যখন সব পাঠ্যক্রম সংখ্যাগরিষ্ঠ সমাজকে ঘিরেই তৈরী করা হয়, তখন সংখ্যালঘু ভাষাগোষ্ঠীর শিশুরা তাদের নিজস্ব ভাষা ভুলে যেতেই পারে, এমনকি নিজের সংস্কৃতি ও জাতিগোষ্ঠীর প্রতি তাদের

৩ মেলোনি,ডি . ২০০৪ . দি ইন-বিটউইন পিপল . ডালাস, যুক্তরাষ্ট্র, সিল ইন্টারন্যাশনাল, পৃ: ১৭

জ্ঞান, ভালবাসা ও সম্মান হারিয়ে ফেলতে পারে।

এক কথায় বলা যায়, সংখ্যালঘু ভাষাগোষ্ঠীর শিক্ষার্থীদের যদি এমন স্কুলে পড়াশুনা করতেই হয় যেখানে ব্যবহৃত ভাষা তারা জানে না, তাহলে তাদের শিক্ষাগত, সামাজিক ও অন্যান্য অনেক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। এই সমস্যাগুলোর মধ্যে রয়েছেঃ

- পুনঃভর্তি ও ঝরে পড়ার হার বেড়ে যায় কারণ যে ভাষা তারা বোঝে না সে ভাষায় তারা শিখতে পারে না;
- শিক্ষার্থী হিসাবে তারা নিজেদের উপর আস্থা হারিয়ে ফেলে কারণ তারা শিক্ষকদের অথবা বাবা-মায়ের প্রত্যাশা অনুযায়ী ফলাফল লাভ করতে পারে না;
- তারা তাদের ভাষা হারায়, নিজ সংস্কৃতির প্রতি ভালবাসা হারায়, নিজেদের জনগোষ্ঠীর প্রতি শ্রদ্ধা হারায় কেননা স্কুলের শিখন ব্যবস্থার ফলে তারা ভাবতে শুরু করে যে একমাত্র সংখ্যাগরিষ্ঠের ভাষা, সংস্কৃতি ও সমাজই গুরুত্বপূর্ণ;
- একটা ভাল চাকুরী পাবার জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও দক্ষতা তারা অর্জন করতে ব্যর্থ হয়; এবং
- তাদের জাতি ও সমাজের রাজনৈতিক উন্নয়নে সক্রিয় ভূমিকা রাখার জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও আত্মবিশ্বাস তারা অর্জন করতে ব্যর্থ হয়। পাপুয়া নিউগিনির শিক্ষা বিভাগ এ প্রসঙ্গে বলেছেঃ

শিশুদের একটি বড় অংশ দেশের আনুষ্ঠানিক শ্রম খাতে পরবর্তীতে প্রবেশ করে না। কিন্তু এই শিশুরা এমন শিক্ষা লাভ করে যা তাদেরকে প্রচলিত জীবনধারা থেকে দূরে সরিয়ে দেয়, এমনকি নিজের সমাজ কিংবা জাতীয় উন্নয়নে ইতিবাচক অবদান রাখার জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান, দক্ষতা ও মানসিকতা তৈরিতেও খুব একটা ভূমিকা রাখতে পারে না।[৪]

প্রশ্ন ২: মাতৃভাষা-ভিত্তিক বহুভাষিক শিক্ষা কর্মসূচী কিভাবে শিশুদের স্কুলে ভালো করতে সাহায্য করে?

উন্নত শিক্ষা যে ভাষাতেই হোক না কেন, তা দুইটি মৌলিক নীতির দ্বারা পরিচালিত হয়ঃ

১. শিখন হলো অর্থ বোঝা ঃ আমরা হয়তো মুখস্থ করেও শিখতে পারি, কিন্তু আসলে তাতে আমরা এমন কিছুই শিখতে পারব না যদি না আমরা তার অর্থ বুঝি।

২. শিখন হলো জানা থেকে অজানার দিকে যাওয়া ঃ আমরা সবচেয়ে ভাল শিখি যখন আমরা আমাদের জানাটাকে ব্যবহার করে নতুন ধারণা ও তথ্য জানতে চেষ্টা করি এবং তা ব্যবহার করি।

ছোট শিশুরা স্কুল শুরু করার অনেক আগেই অর্থবহ শিক্ষার অভিজ্ঞতা লাভ করে। তারা বাবা-মা এবং সমাজের অন্যান্যদের সঙ্গে যোগাযোগ বা মেলামেশা করতে করতে বিভিন্ন সম্পর্ক সম্বন্ধে শেখে। আশেপাশের জগত থেকে তারা প্রকৃতি ও পরিবেশ সম্পর্কে শেখে। প্রতিদিনের ছোট ছোট কাজের মধ্য দিয়ে তারা বিভিন্ন জিনিসপত্র যাচাই-বাছাই ও শ্রেণীবিন্যাস করে এবং ওজন ও দূরত্বের তুলনা করে। লোকেরা যা বলে তারা তার মূল্যায়ন করে এবং ভাল-মন্দ, লাভ-ক্ষতি, ঠিক-বেঠিক তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী বিচার-বিবেচনা করে সেই মতো কাজ করে। তাদের

৪ শিক্ষা বিভাগ . ১৯৯১ . এডুকেশন সেক্টর রিভিউ . ওয়াইগানি,পাপুয়া নিউ গিনি, শিক্ষা বিভাগ., পৃঃ ৭

© কেয়ার কম্বোডিয়া

এই জ্ঞানের ভাণ্ডার ও অভিজ্ঞতাই তাদের ভবিষ্যত শিক্ষা জীবনের ভিত্তি রচনা করে।

ভাষার জন্য একই সত্য প্রযোজ্য। স্কুল শুরু করার অনেক আগে থেকেই শিশুরা যোগাযোগ ও শিক্ষার জন্য তাদের মাতৃভাষা ব্যবহার করতে শুরু করেঃ

- তারা তাদের বাবা-মা ও বড়দের কথা শোনে;
- তারা যে সব জিনিস সম্পর্কে বোঝে না সে বিষয়ে প্রশ্ন করে এবং তার উত্তর শোনে;
- তারা নির্দেশ অনুসরণ করে;
- তারা তাদের নিজেদের ধারণা সম্পর্কে কথা বলে;
- তারা যা দেখে তা বর্ণনা করে এবং যা ভাবে তা ব্যাখ্যা করে;
- তারা বিভিন্ন জিনিস গণনা করে এবং ছোট-খাটো হিসাব করে; এবং
- তারা তাদের বন্ধুদের (এবং অনেক সময় তাদের বাবা-মার) সঙ্গে তর্ক-বির্তক করে।

এই সকল পারস্পারিক যোগাযোগ ও মেলামেশার ফলে শিশুরা বিভিন্ন কাজে অর্থবহভাবে মাতৃভাষা ব্যবহারে আস্থা ও সাবলীলতা অর্জন করে। আর তাদের এই ভাষাবিষয়ক জ্ঞান তারা স্কুল শুরুর সময় থেকেই তাদের সাথে বয়ে বেড়ায়।

শিক্ষার্থীরা যা জানে তা-ই ব্যবহার করে শেখানো...

ভালো স্কুল ও ভালো শিক্ষকগণ স্বীকার করেন যে শিশুদের মাতৃভাষা, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা তাদের শিখনের জন্য মূল্যবান উৎস। তারা শেখানোর সময়, বিশেষভাবে একেবারে প্রাথমিক পর্যায়ে, শিশুদের ভাষাতেই শেখান যেন তারা পাঠের অর্থ বুঝতে পারে। নতুন ধারণা উপস্থাপন করার সময় তারা শিশুদের পরিচিত উদাহরণ ব্যবহার করেন যেন শিশুরা তাদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে নতুন ধারণা বুঝতে পারে। শিক্ষার একেবারে শুরুতে তারা শিশুদের পরিচিত লোক, জায়গা ও কাজ বিষয়ে শিশুদের ভাষাতেই শিক্ষা উপকরণ প্রস্তুত করেন যেন বাচ্চাদের কাছে তা অর্থবহ ও আনন্দদায়ক হয়। তারা শিশুদের পরিচিত বিষয় নিয়ে নিজের ভাষায় সৃজনশীল লেখা লিখতে শিশুদেরকে উৎসাহিত করেন। সেই সাথে শিশুদের আত্মবিশ্বাসী করে তোলেন যেন তারা নিজেদের ভাবনা ও ধারণাগুলো লেখার মাধ্যমে প্রকাশ করতে পারে। এসব কিছু বাচ্চাদের শিক্ষার জন্য একটি শক্তিশালী ভিত্তি গঠনে সাহায্য করে যা তাদের ভবিষ্যতে একটি সফল শিক্ষা জীবন উপহার দেয়।

মাতৃভাষায় একটি শক্তিশালী ভিত্তি গঠনের গুরুত্ব সম্পর্কে শিক্ষা বিষয়ক বিভিন্ন গবেষণাকারীগণ যা বলেছেনঃ

> শিশুর মাতৃভাষা শেখার মান থেকেই তার দ্বিতীয় ভাষা শেখার অগ্রগতি অনুমান করা যায় .... শিশুদের .... মাতৃভাষায় ভিত মজবুত হলে স্কুলের ভাষায় সাক্ষরতা অর্জনেও দক্ষতা আসে।[৫]

© *সিল ইন্টারন্যাশনাল*

৫ কামিন্স, জে . ২০০০ . বাইলিঙ্গুয়াল চিলড্রেন্স মাদার টাং: হোয়াই ইট ইজ ইম্পর্ট্যান্ট ফর এডুকেশন? http://www.iteachilearn.com/cummins.mother.htm (১৭ই নভেম্বর ২০০৬ সালে তথ্য সংগৃহীত)

অন্য কথায়, মাতৃভাষায় লেখাপড়া শুরু করাকে সময় নষ্ট বলা যায় না। এটা শিশুদের নতুন ভাষা শিক্ষার সামর্থ্যকে নষ্টও করে না। বরং, এটা প্রকৃতপক্ষে শিশুদের নতুন ভাষা শিক্ষার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ।

... নতুন কিছু শেখা

ক্লাসরুমে শিশুরা যেমন তাদের মাতৃভাষা ব্যবহারে সাবলীলতা অর্জন করতে থাকে, তেমনি তারা স্কুলে ব্যবহৃত ভাষাও শিখতে শুরু করে - প্রথমে শুনতে ও বলতে এবং পরে লিখতে ও পড়তে শেখে। এই প্রক্রিয়া শিক্ষার আরেকটি নীতির উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিতঃ আমরা পড়তে ও লিখতে শিখি মাত্র একবারই। শিশুরা ইতোমধ্যেই তাদের মাতৃভাষায় লিখতে ও পড়তে শিখেছে। তারা স্কুলে ব্যবহৃত ভাষায় শুনতে ও বলতে সাবলীলতা অর্জন করতে শুরু করেছে। এটা তাদের আরো আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে এবং সহজে স্কুলে ব্যবহৃত ভাষায় পড়তে ও লিখতে শেখার জন্য প্রস্তুত করে।

একটা ভালো এমএলই কার্যক্রমে শিশুরা যোগাযোগ ও শিখনের জন্য অন্তত পুরো প্রাথমিক শিক্ষার সময়কালে শোনা, বলা, পড়া ও লেখার ক্ষেত্রে দুটি ভাষাই ব্যবহার করতে থাকে।

> শিশুরা প্রাথমিক স্কুলে পড়ার পুরো সময়কালে যখন দুই বা ততোধিক ভাষা ব্যবহারে তাদের সামর্থ্য বাড়িয়ে চলে, তখন ভাষার ওপর তাদের দখল বাড়ে এবং তারা ভাষার কার্যকর ব্যবহার শিখতে ও বুঝতে পারে। এ সময়ে ভাষার প্রয়োগ নিয়ে তাদের চর্চা করার সুযোগ হয় এবং বাস্তব কোনো কিছু বুঝাতে দু'ভাষার ব্যবহার ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে মিল-অমিলগুলো তারা বুঝতে পারে।[৬]

প্রশ্ন ৩: ক্লাসরুমে বাড়ীর ভাষা ব্যবহার বিষয়ে বাবা-মা ও শিক্ষক-শিক্ষিকাগণের ধারণা কি?

পৃথিবীর অনেক জায়গাতেই সংখ্যালঘু ভাষাগোষ্ঠীর মধ্যে মাতৃভাষা ভিত্তিক বহুভাষিক শিক্ষা (এমএলই) কর্মসূচী শুরু হয়েছে। এই সব কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত অধিকাংশ শিক্ষক, প্রধান শিক্ষক ও পিতা-মাতাগণ লক্ষ্য করেছেন, যে সব শিক্ষার্থী তাদের মাতৃভাষায় শিক্ষা আরম্ভ করে ঃ

- শিক্ষার্থী হিসাবে অন্যদের তুলনায় বেশী আত্মবিশ্বাসী;
- ক্লাসের মধ্যে আলোচনায় তারা বেশী সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করে;
- বেশি বেশি প্রশ্ন করে;
- বিষয়বস্তু সম্পর্কে তাদের বোঝার গভীরতা বেশী;
- তুলনামূলকভাবে সহজে পড়তে শেখে এবং যা পড়ে তা বুঝতে পারে;
- তুলনামূলকভাবে সহজে লিখতে শেখে ও ভালোভাবে নিজেদের ভাবনা লিখে প্রকাশ করতে পারে; এবং
- তুলনামূলকভাবে সহজে স্কুলের ভাষা বলতে, পড়তে ও লিখতে শেখে এবং বুঝতে পারে।

---

৬ কামিন্স, জে . ২০০০ . বাইলিঙ্গুয়াল চিলড্রেন্স মাদার টাং: হোয়াই ইট ইজ ইম্পর্ট্যান্ট ফর এডুকেশন? http://www.iteachilearn.com/cummins.mother.htm (১৭ই নভেম্বর ২০০৬ সালে তথ্য সংগৃহীত)

©ইউনেস্কো/ডি.রিউপিটুক

একজন জেলা শিক্ষা বিভাগের কর্মকর্তা বিভিন্ন ক্লাস পরিদর্শনের সময় যে পার্থক্য পর্যবেক্ষণ করেছেন তা বর্ণনা করেছেনঃ

> আগে ছেলেমেয়েরা ক্লাসে এসে বসে থাকত, একটা কথাও বলত না। এমনকি তারা জানত না কিভাবে শিক্ষকের প্রশ্নের উত্তর দেবে। এখন তারা উত্তর দেবার জন্য সবসময় প্রস্তুত তাদের এখন অনেক কিছু বলার আছে। এটা এখন সক্রিয় ও উৎসাহী ছেলেমেয়ের একটি দল।[৭]

বাবা-মায়েরাও খুশী কেননা একটি ভালো এমএলই কর্মসূচী নিজেদের ভাষা ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতি শিশুদের ভালবাসা ও শ্রদ্ধা বাড়িয়ে দেয়। পাপুয়া নিউগিনির একজন বাবা এভাবে ব্যাখ্যা করেছেনঃ

> এখন আমার সন্তান একট স্থানীয় ভাষার স্কুলে যায়। সে স্কুল ছেড়ে যেতে রাজি না। সে স্কুলে তার নিজস্ব প্রথা এবং তার নিজস্ব জীবনযাত্রা সম্পর্কে শিখছে। সে এখন তার ইচ্ছামতো যে কোনো কিছু তার নিজের ভাষায় লিখতে পারে। যা সে দেখে কেবল তাই না, যা সে ভাবে তাও লিখতে পারে। সে নিজের এই এলাকা সম্পর্কে লেখে। সে তার মাকে জল আনতে সাহায্য করার কথা লেখে, মিষ্টি আলু তোলার কথা লেখে, বাগানে যাওয়ার কথা লেখে। সে যখন এ সব কিছু লেখে, সেগুলি তার কাছে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। সে যে বাইরের এসব জিনিস সম্পর্কে শুধুমাত্র পড়ছে ও লিখছে তাই নয়, পাশাপাশি সে এই লেখাপড়ার মধ্য দিয়ে আমাদের এসব জীবনযাপনের কায়দা সম্পর্কে গর্ব অনুভব করতে শিখছে। যখন সে বড় হবে, সে আমাদের প্রত্যাখ্যান করবে না। আমাদের শিশুদের লেখাপড়া শেখানো গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু আরো গুরুত্বপূর্ণ তাদেরকে নিজেদের নিয়ে, আমাদের নিয়ে গর্ব করতে শেখানো।[৮]

---

৭ ফিলিপিন্সে সুসান মেলোনির সাথে আঞ্চলিক লিঙ্গুয়া ফ্রাংকা কর্মসূচীর আওতাভুক্ত এক শিক্ষকের ব্যক্তিগত কথোপকথনের ভিত্তিতে, সিল ইন্টারন্যাশনাল ২০০১ সালে।

৮ ডেলপিট,এল.ডি ও কেমেলফিল্ড,জি ১৯৮৫ এন *ইভালুয়েশন আব দি ভাইলস টোক পেস স্কুল স্কিম ইন দি নর্থ সলোমন্স প্রভিন্স . ইআরইউ রির্পোট নং ৫১.* ওয়াইগানি, পাপুয়া নিউ গিনি, পাপুয়া নিউ গিনি বিশ্ববিদ্যালয়.

প্রশ্ন ৪: আমাদের জনগোষ্ঠীতে মাতৃভাষা-ভিত্তিক এমএলই কর্মসূচী আমরা কি ভাবে শুরু করতে পারি?

সফল মাতৃভাষা-ভিত্তিক বহুভাষিক শিক্ষা কর্মসূচীর জন্য অনেকের সহযোগিতা ও সমর্থন দরকার। তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো, জনগোষ্ঠীর লোকেরা এই কার্যক্রমে আগ্রহী এবং এর মালিকানা নিতে তারা প্রস্তুত। পাশাপাশি স্কুলের প্রধান শিক্ষক, শিক্ষকমন্ডলী এবং অন্যান্য শিক্ষা কর্মকর্তাদের সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন যদি এই কর্মসূচীকে আরো প্রসারিত করতে হয় ও টিকিয়ে রাখতে হয়।

যে সব জনগোষ্ঠী একটি জোরালো মাতৃভাষা ভিত্তিক এমএলই কর্মসূচী শুরু করতে চায়, তাদের জন্য নীচের অংশে কিছু পরামর্শ দেয়া হয়েছে।[৯] নীচে যে সব কর্মকান্ডের কথা বলা হয়েছে, তার মধ্যে কিছু কাজ এই কর্মসূচীর পুরো সময়কাল চলবে; অন্য গুলো অল্প সময় ধরে চলবে। কোনো কোনো জায়গায় হয়তো একটা নির্দিষ্ট কাজ ইতোমধ্যেই শুরু হয়েছে (যেমন, কোন ভাষায় হয়তো ইতোমধ্যেই একটা লিখন পদ্ধতি রয়েছে)। আবার অন্যান্য জায়গায় হয়তো কোন কিছুই এখনও করা হয়নি, সেখানে জনগোষ্ঠীকে সহযোগীদের সঙ্গে নিয়ে প্রথম থেকেই শুরু করতে হবে।

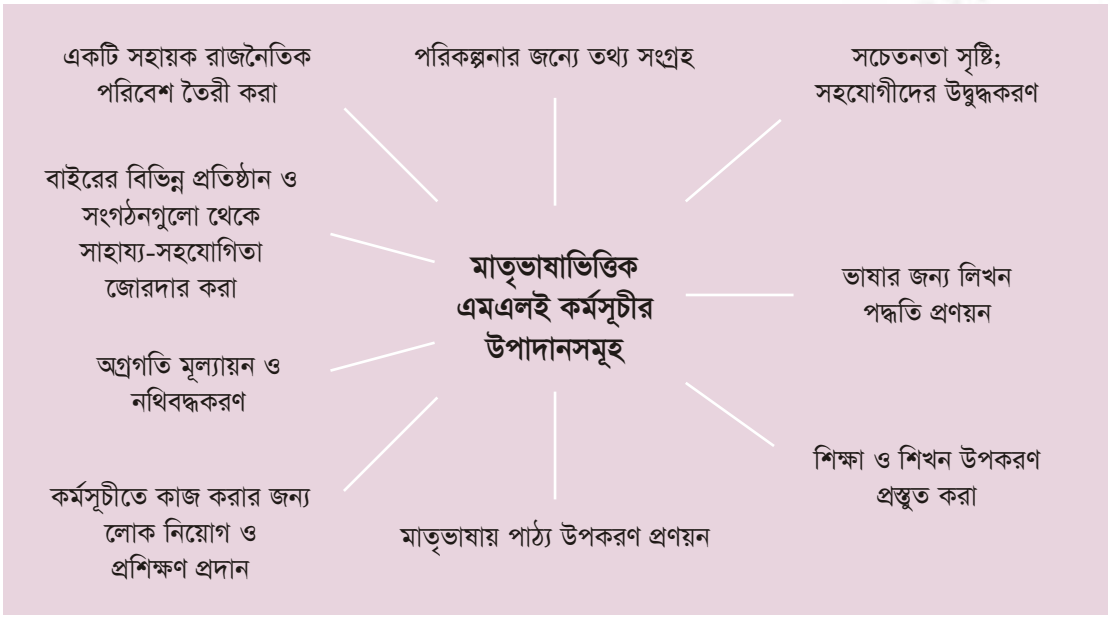

সহায়ক রাজনৈতিক পরিবেশ সৃষ্টি - মাতৃভাষা ভিত্তিক এমএলই কর্মসূচীর জন্য রাজনৈতিক (এবং অর্থনৈতিক) সমর্থন নিশ্চিত করতে নীতিনির্ধারক ও অন্যান্য কর্তৃপক্ষকে উদ্বুদ্ধ করা অবশ্যই দরকার। তবে তার আগে কর্মসূচীর উদ্দেশ্য ও উপকারিতা তাদের ভালোমতো বোঝা প্রয়োজন। সহায়ক রাজনৈতিক পরিবেশ সৃষ্টি করার লক্ষ্যে ঐ ভাষাগোষ্ঠীর লোকেরা এবং তাদের সহযোগী নেটওয়ার্কগুলো প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থার বাইরে নিজেদের শিক্ষা কর্মসূচী ছোট আকারে শুরু করতে পারে, যেমন প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা এবং স্কুলের নিয়মিত ক্লাসের পরে আলাদাভাবে ক্লাসের আয়োজন করা। আনুষ্ঠানিকভাবে নীতিমালা চূড়ান্ত হবার জন্য অপেক্ষা না করেই তারা এরকম কর্মসূচী শুরু করতে পারে। এই সব ছোট ছোট কর্মসূচীর সফলতা মাতৃভাষা-ভিত্তিক বহুভাষিক

৯ মেলোনি,এস. ২০০৪. ম্যানুয়াল ফর ডেভেলপিং লিটারেসি এন্ড এডাল্ট এডুকেশন প্রোগ্রামস ইন মাইনরিটি ল্যাঙ্গুয়েজ কমিউনিটিস. ব্যাংকক, ইউনেস্কো সংখ্যালঘু ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর মধ্যে যারা নিজ সমাজে শিক্ষা পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে কাজ করছে, তাদের জন্য রির্সোস সহায়িকা.

©কেয়ার কম্বোডিয়া

শিক্ষা কর্মসূচীর যৌক্তিকতাকে আরো জোরালো করে এবং সহায়ক রাজনৈতিক পরিবেশ সৃষ্টি করতে অন্যদেরকে উৎসাহিত করে।

অনেক সময় সংখ্যালঘু ভাষাগোষ্ঠীর জনগণের সঙ্গে সরকারের উচ্চপর্যায়ের কর্মকর্তাদের যোগাযোগের সুযোগ থাকে না বা সরকারের নীতি নির্ধারণের ব্যাপারে তারা মতামত দেয়ার সুযোগ পায় না কিন্তু সেক্ষেত্রে তারা অন্য ভাষাগোষ্ঠী, সরকারী- বেসরকারী সংস্থা ও অন্যান্যের সাথে একটা সহযোগিতার সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারে। একসঙ্গে কাজ করার ফলে তাদের মতামত আগের চেয়ে আরো জোরালো হবে। তাই পারস্পরিক সম্পর্ক গড়ে তোলা প্রাথমিক ও চলমান গুরুত্বপূর্ণ কাজ যা "সর্বোচ্চ পর্যায়ে" স্থিতিশীল পরিবর্তন আনতে সাহায্য করবে।

কর্মসূচী পরিকল্পনার জন্য তথ্য সংগ্রহ - জনগোষ্ঠীর লোকেরা, বিশেষ ভাবে শিক্ষার্থী এবং/বা তাদের বাবা-মায়েরা শিক্ষা ক্ষেত্রে যে সব চাহিদা ও সমস্যা চিহ্নিত করেছে, জোরালো ও টেকসই এমএলই কর্মসূচী তার সমাধানের চেষ্টা করে। বাবা-মা ও জনগোষ্ঠীর লোকদের কাছ থেকে তাদের শিক্ষার বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে জানা, বাবা-মা-দের কাছ থেকে তাদের সন্তানদের শিক্ষার লক্ষ্য সম্পর্কে জানা এবং বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার সফলতা ও দুর্বলতাগুলো জানতে চেষ্টা করাই হবে একজন পরিকল্পনাকারীর প্রধান করণীয়। একজন ভাল পরিকল্পনাকারী পাশাপাশি এও জানতে চেষ্টা করবেন যে জনগোষ্ঠীর ভেতরেই এমন কি কি সম্পদ আছে যা এই কর্মসূচীতে ব্যবহার করা যায় (যেমন- উপযুক্ত ঘর, নিজের ভাষা সম্পর্কে ভাল জ্ঞান রাখে এমন লোক, ঐ ভাষায় লিখিত বইপত্র) এবং

এই কর্মসূচীর বাস্তবায়নে এবং একে টেকসই রাখতে কি কি বিষয় বাধার সৃষ্টি করতে পারে। তথ্য সংগ্রহের এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কর্মসূচী বাস্তবায়নকারীরাও এই কর্মসূচী সম্পর্কে জানার অর্পূব সুযোগ পায় (পরবর্তী ধাপ লক্ষ্য করুন)। সচেতনতা সৃষ্টি ও উদ্বুদ্ধকরণের পাশাপাশি এরকম গবেষণাও চলতে থাকবে এবং এই ভাবে কর্মসূচী অন্যান্য জনগোষ্ঠীর ভেতর সম্প্রসারিত হবে।

সচেতনতা সৃষ্টি; সহযোগীদের উদ্বুদ্ধকরণ - অনেক বাবা-মা মনে করেন, স্কুলে ব্যবহৃত দাপ্তরিক ভাষায় সাবলীল হতে হলে শিশুদের এই নতুন ভাষাটি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব শিখতে হবে এবং যত বেশী সম্ভব ব্যবহার করতে হবে। তারা ভয় পায় এই ভেবে যে স্কুলে মাতৃভাষার ব্যবহার তাদের শিশুদের স্কুলের ভাষা শেখার সময় কমিয়ে দেবে এবং তারা এই দ্বিতীয় ভাষাটি ভালভাবে শিখতে পারবে না। কিন্তু শিক্ষা বিষয়ক গবেষণা এই ধারণার বিপরীতটাই সত্য বলে প্রমাণ করেছে। মাতৃভাষায় শিশুদের শিক্ষার ভিত মজবুত হলে দ্বিতীয় ভাষা শেখা তাদের জন্য সহজ হয়।

স্কুলে শিশুর প্রথম ভাষা ব্যবহারের উপকারিতা সম্পর্কে বাবা-মা-দের বুঝতে হবে যাতে তারা আরো আস্থার সঙ্গে শিশুদের স্কুলে ভর্তি করেন। জনগোষ্ঠীর অন্যান্য সদস্যদেরও এই কর্মসূচী সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য জানতে হবে যেন তারা উৎসাহিত হয় এবং এই কর্মসূচীতে সক্রিয় সাহায্য করতে পারে (যেমন- শ্রেণীকক্ষের তত্ত্বাবধান করা, পাঠদানে সাহায্য করা, পাঠ্য উপকরণ তৈরীতে সাহায্য করা)। কর্মসূচীকে সফল ও টেকসই করতে স্থানীয় এবং জেলা শিক্ষা কর্মকর্তাদের সহযোগিতাও প্রয়োজন। সচেতনতা বৃদ্ধি ও উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে বাবা-মা ও জনগোষ্ঠীর ভিতরের ও বাইরের অন্যান্য সম্ভাব্য সহযোগীদের এই কর্মসূচী সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য দিয়ে জানাতে হবে যেন তারা উৎসাহিত হয়ে কর্মসূচী পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন ও টিকিয়ে রাখতে সক্রিয়ভাবে সাহায্য করে।

ভাষার জন্য লিখন পদ্ধতি প্রণয়ন - এখন পর্যন্ত যদি তাদের ভাষার কোনো লিখিত রূপ না থাকে, তবে লিখন পদ্ধতি

©ইউনেস্কো/ডি.রিউপিটুক

প্রণয়নের জন্য জনগোষ্ঠীর লোকদের প্রথমেই চিহ্ন বা বর্ণ নির্বাচন করতে হবে। এই ভাষা সম্পর্কে ধারণা আছে এমন কোনো ভাষাবিদ ঐ জনগোষ্ঠীর লোকদের চিহ্ন বা বর্ণ নির্বাচন করতে সাহায্য করতে পারেন। যখন ঐ ভাষাগোষ্ঠী একটা পরীক্ষামূলক লিখন পদ্ধতি প্রণয়ন করতে পারবে, তখন তারা তা পরীক্ষা করবে এবং প্রয়োজনে সংশোধন করবে।

যে ভাষা আগে কখনো লেখা হয়নি তার জন্য একটা লিখন পদ্ধতি প্রণয়নের ধারণাটি কঠিন বলে মনে হতে পারে, কিন্তু বিগত কয়েক দশকে অনেক জনগোষ্ঠীই এই কাজটি সফলভাবে করেছে। লিখন পদ্ধতি প্রণয়ন করা হলে জনগোষ্ঠী তাদের ভাষায় লিখিত বইপত্র এবং বহুভাষিক শিক্ষা কর্মসূচীর জন্য উপকরণ তৈরী শুরু করতে পারবে।

শিক্ষা ও শিখন উপকরণ প্রস্তুত করা - এমএলই কর্মসূচীর শিক্ষা ও শিখন উপকরণ এমন হতে হবে যেন তা ঃ
১. শিক্ষার্থীদের শিক্ষাগত লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান, দক্ষতা ও আত্মবিশ্বাস গড়ে তুলবে; এবং
২. তাদের ভাষা ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতি ভালবাসা ও শ্রদ্ধা বাড়িয়ে দেবে।

একটা জোরালো এমএলই কার্যক্রমে শিক্ষক ও অধ্যক্ষসহ স্থানীয় ও জেলা শিক্ষা কর্মকর্তাগণ একসঙ্গে একটি সুষম শিক্ষা উপকরণ তৈরীর লক্ষ্যে কাজ করে। প্রাথমিক স্কুলের প্রতিটি শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের প্রত্যাশা কি তারা জানে এবং মূল ধারার শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রবেশের আগে তাদের কি কি দক্ষতা অর্জন করতে হবে তাও তারা চিহ্নিত করতে পারে। জনগোষ্ঠীর লোকদের নিশ্চিত করতে হবে যেন শিক্ষা উপকরণগুলো শিশুদের ভাষা, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। তাদের এটাও নিশ্চিত করতে হবে যেন এই কর্মসূচীতে সবসময় শিশুদের মাতৃভাষা ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের একটা শক্তিশালী উপাদান অন্তর্ভূক্ত থাকে।

মাতৃভাষায় পাঠ্য উপকরণ প্রণয়ন - এমএলই কর্মসূচীতে শিশুদের জন্য মাতৃভাষায় এবং পরে অন্য ভাষায় লেখা বিভিন্ন ধরনের পাঠ্য উপকরণের প্রয়োজন হবে। প্রারম্ভিক পর্যায়ে যে পাঠ্য উপকরণগুলো পড়ানো হবে তা ঐ জনগোষ্ঠীর লোকদের দ্বারা লিখিত এবং শিশুদের পরিচিত জায়গা, কাজ এবং লোক সম্পর্কে হতে হবে। শিশুরা যখন নতুন ভাষায় পড়া শুরু করবে তখন ঐ ভাষাতেও অনেক পড়ার উপকরণ লাগবে যা প্রথম দিকে অনেক সহজ ও ছোট থাকবে এবং পরে ক্রমে অপেক্ষাকৃত কঠিন ও দীর্ঘ হবে।

এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে কাজের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে, মাতৃভাষায় যারা সাবলীলভাবে কথা বলতে পারে তারা বহুবিধ পাঠ্য উপকরণ প্রস্তুত করতে সক্ষম। তারা যে ধরনের উপকরণ প্রস্তুত করতে পারে, তার কিছু উদাহরণ নীচে দেয়া হলোঃ

- মৌলিক গল্প
- গান ও কবিতা
- জীবনী ও ইতিহাস
- লোককাহিনী ও বীরত্ব গাঁথা
- কৌতুক, ধাঁধাঁ ও প্রবাদ
- ভ্রমন কাহিনী ও ভুগোল বিষয়ক তথ্য
- শিক্ষণ ও নির্দেশনামূলক
- ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা
- নাটক ও ব্যঙ্গ রচনা
- বর্ণমালার বই
- সহজ অভিধান
- কাজের উপর লেখা বই
- খেলাধূলা
- ঘোষণা
- পঞ্জিকা
- পরিকল্পনা প্রণয়ণের বই
- চিঠিপত্র
- বিভিন্ন চিহ্ন/ব্যানার
- সংবাদপত্র/পত্রিকা
- স্বাস্থ্য এবং অন্যান্য তথ্য

©সিল ইন্টারন্যাশনাল

অনেক জনগোষ্ঠীতে কাজের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় যে রঙ্গিন, দামী পাঠ্য উপকরণের একেবারেই প্রয়োজন নেই, বিশেষভাবে নতুন শিক্ষার্থীদের জন্য। বেশীরভাগ ক্ষেত্রে দেখা গেছে, প্রয়োজনীয় সম্পদের ঘাটতি থাকলে পরিচ্ছন্ন ভাবে লেখা সাদা-কালো লাইন টানা ছোট ছোট বই-ও যথেষ্ট গ্রহণযোগ্য হতে পারে, বিশেষ করে যদি গল্পগুলো মজার ও পাঠকের পড়ার দক্ষতার সঙ্গে সঙ্গতির্পূণ হয়। নতুন পাঠকদের জন্য বই প্রস্তুত করতে হলে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়গুলো মনে রাখতে হবেঃ ১) বিষয়বস্তু মজার হতে হবে, ২) ভাষা সহজ ও বোধগম্য হতে হবে, এবং ৩) ছবি দেখে যেন বিষয়বস্তু বোঝা যায়।

কর্মসূচীতে কাজ করার জন্য লোক নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ - পরবর্তী পৃষ্ঠায় এমএলই কর্মসূচীর জন্যে যে সকল কর্মীর প্রয়োজন রয়েছে, তাদের দায়িত্ব ও যোগ্যতার একটা তালিকা দেয়া হয়েছে।

শিক্ষক ও অন্যান্য যে সব কর্মী এখানে কাজ করবেন, তারা বেতনভোগী হন কিংবা স্বেচ্ছাসেবীই হন, বাবা-মা-সহ পুরো জনগোষ্ঠীর কাছ থেকে তাদের উৎসাহ ও সহযোগিতা একান্ত দরকার। একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রাথমিক কাজ হচ্ছে জনগোষ্ঠীর নেতাদের নিয়ে একটি কমিটি গঠন করা যারা লোক বাছাই ও নিয়োগে সহায়তা করবে এবং নিয়োগ প্রাপ্তরা যেন ভালোভাবে কাজ করার জন্য প্রয়োজনীয় সাহায্য পায় তা নিশ্চিত করবে।

কর্মীবৃন্দ	প্রধান দায়িত্বসমূহ	সাধারণ যোগ্যতাসমূহ
শিক্ষক (দুই জনের প্রয়োজন হতে পারে, একজন মাতৃভাষা শিক্ষার জন্য এবং অন্যজন দাপ্তরিক ভাষা শিক্ষার জন্য)	ক্লাস করানো (স্থানীয় ও দাপ্তরিক ভাষা) শিক্ষার্থীদের অগ্রগতি মুল্যায়ন করা শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি ও অগ্রগতির তথ্য সংরক্ষণ অভিভাবক ও অন্যান্যদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা	দক্ষতার সাথে দু'ভাষাতেই কথা বলা, পড়া ও লিখতে পারা স্থানীয় সংস্কৃতিকে বোঝা ও যথাযথ সম্মান করা পরিষ্কার ও স্পষ্ট হাতের লেখা জনগোষ্ঠী দ্বারা মনোনীত হতে হবে
লেখক, চিত্রকর, সম্পাদক	লেখকঃ ১ম ও ২য় ভাষায় বিভিন্ন পাঠ্য উপকরণ লেখা, অনুবাদ করা ও শিশুদের উপযোগী করে তোলা। চিত্রকরঃ উপকরণগুলোতে ছবি আঁকা সম্পাদক (এবং লেখক): উপকরণগুলোর সহজবোধ্যতা, ভাষা, যতিচিহ্ন ও বানান যাচাই করা মূল্যায়নকারী দলঃ উপকরণগুলো স্থানীয়ভাবে পরীক্ষা করা ও প্রয়োজনে সংশোধন করা	১ম ভাষায় দক্ষভাবে বলা, পড়া ও লিখতে পারা স্থানীয় সংস্কৃতিকে বোঝা ও যথাযথ সম্মান করা ভালো চিত্রকর ও/বা গল্প-বলিয়ে হিসেবে জনগোষ্ঠীতে পরিচিতি থাকা ২য় ভাষায় অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন হতে হবে এবং ২য় থেকে ১ম ভাষায় অথবা ১ম থেকে ২য় ভাষায় উপকরণগুলো শিশুদের জন্য উপযোগী করে তোলা স্থানীয় সংস্কৃতি ও সমাজকে তুলে ধরে এমন ছবি আঁকা (চিত্রকরদের জন্য) ১ম ভাষার ব্যাকরণ ও বিরাম চিহ্নের ব্যবহার বোঝা (সম্পাদকদের জন্য) জনগোষ্ঠী দ্বারা মনোনীত হতে হবে
পরিদর্শক/প্রশিক্ষক	নিয়মিত ক্লাস পরিদর্শন; শিক্ষকদের ভালো ও দুর্বল দিকগুলো চিহ্নিত করা; শিক্ষকদের সমস্যা থাকলে সাহায্য করা শিক্ষার্থীদের অগ্রগতি মূল্যায়ন করা সঠিক তথ্য সংরক্ষণ নিশ্চিত করা কর্মসূচীর ব্যবস্থাপনা ও অগ্রগতি মূল্যায়ন বিষয়ে জনগোষ্ঠীর কাছ থেকে মতামত ও পরামর্শ নেয়া শিক্ষকদের জন্য প্রাক-নিয়োগ এবং চাকুরীকালীন প্রশিক্ষণ প্রদান করা ক্লাসের বিভিন্ন উপকরণের সরবরাহ নিশ্চিত করা	১ম ও ২য় ভাষায় দক্ষভাবে বলা, পড়া ও লিখতে পারা ভাষাগোষ্ঠীর ইতিহাস ও সংস্কৃতি সম্পর্কে জ্ঞান থাকা সরকারী কমকর্তা, স্কুল কর্মকর্তা ও এনজিও প্রতিনিধিদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে পারা বিমূর্ত ধারণাগুলো বুঝাতে এবং ভালো শিক্ষা কৌশল প্রয়োগ করতে পারা (প্রশিক্ষকদের জন্য) ১ম ভাষায় পড়ানোর অভিজ্ঞতা (পরিদর্শক ও প্রশিক্ষকদের জন্য) জনগোষ্ঠী দ্বারা মনোনীত হতে হবে
উপদেষ্টা কমিটি	কর্মসূচীর নেতাদের উপদেষ্টা হিসাবে কাজ করা নিয়োগ প্রক্রিয়া তত্ত্বাবধান করা কর্মীবৃন্দ ও জনগোষ্ঠীর মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করা; কর্মসূচীর লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম সম্পর্কে জনগোষ্ঠীর লোকদের বলা শ্রেণীকক্ষ ও উপকরণ সংরক্ষণে জনগোষ্ঠীকে উৎসাহিত করা সম্ভব হলে কর্মসূচীর জন্য অর্থ সহায়তার ব্যবস্থা করা অর্থ ও অন্যান্য সম্পদ ব্যবহারে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা	কর্মসূচীর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বুঝতে পারা কর্মসূচীর সফলতার জন্য একসঙ্গে কাজ করতে সংকল্পবদ্ধ হওয়া জনগোষ্ঠী দ্বারা মনোনীত হতে হবে

অগ্রগতি মূল্যায়ন ও নথিবদ্ধকরণ - যদি আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থার অংশ হিসেবে এমএলই কর্মসূচী চালু করা হয়, তবে ছাত্র-ছাত্রীদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার অগ্রগতি যাচাই করা শিক্ষা কর্মকর্তাদের দায়িত্ব। পাশাপাশি, জনগোষ্ঠী এই কার্যক্রমের মাধ্যমে তাদের সংস্কৃতি ও শিক্ষাগত লক্ষ্য পূরণে সন্তুষ্ট হচ্ছে কি না তাও এমএলই কর্মসূচীর মূল্যায়নের সময় পর্যালোচনা করতে হবে। স্থানীয় জনগোষ্ঠীর লোকেরাই যখন নিজেদের কর্মসূচীর মূল্যায়নে এবং অগ্রগতির পর্যালোচনায় অংশ নেয়, তখন প্রতিবেদনে কর্মসূচীর তাৎপর্য যথাযথভাবে প্রতিফলিত হয়।

বাইরের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সংগঠন থেকে সহযোগিতা - একটি সফল এমএলই কর্মসূচীর জন্য ঐ ভাষাগোষ্ঠীর ভিতর ও বাইরে, দু'জায়গা থেকেই আর্থিক সহায়তা সহ অন্যান্য সাহায্য-সহযোগিতার প্রয়োজন হয়। একমাত্র ঐ ভাষাগোষ্ঠীর লোকেরাই পাঠ্য উপকরণ প্রস্তুত করতে পারে, ক্লাস করাতে পারে এবং এই কার্যক্রমের মাধ্যমে জনগোষ্ঠীর লক্ষ্য পূরণ হচ্ছে কিনা, তা যাচাই করতে পারে। বাইরের লোকেরা কর্মসূচীর অন্যান্য সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্রে সাহায্য করতে পারে, যেমন-লিখন পদ্ধতি প্রণয়ন, পাঠ্যক্রম তৈরী, শিক্ষক প্রশিক্ষণ, কর্মসূচীর মূল্যায়ন এবং কর্মসূচীর জন্য নিয়মিত অর্থায়নের সুযোগ সৃষ্টি। যত বেশী সম্ভব বাইরের সংগঠনের সঙ্গে সংযোগ সৃষ্টি করা হবে কর্মসূচী বাস্তবায়নকারীদের জন্য আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

© ইউনেস্কো/ডি.রিউপিটুক

প্রশ্ন ৫: এটা কি বাস্তবায়ন করা সম্ভব? জনগোষ্ঠী কি সহযোগী সংগঠনের সাহায্যে নিজস্ব এমএলই কর্মসূচী শুরু করতে এবং তা টিকিয়ে রাখতে পারবে?

পাপুয়া নিউগিনির একটি জনগোষ্ঠীর অভিজ্ঞতা থেকে এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যেতে পারেঃ

> ১৯৮০ দশকের মাঝামাঝি সময়ে ৩০,০০০ কাওজেল জনগোষ্ঠী খুবই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিল কারণ তাদের ছেলেমেয়েদের বেশীর ভাগই কেবল তাদের কাওজেল ভাষায় কথা বলতো এবং সরকারী শিক্ষা ব্যবস্থায় খুবই খারাপ ফল করছিল যেখানে ইংরেজীই ছিলো একমাত্র ভাষা।

তাদের সন্তানদের প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য যথাযথভাবে প্রস্তুত করতে স্থানীয় নেতারা সেখান কর্মরত একটি এনজিও-র সাহায্যে প্রথম ভাষা প্রথম শিক্ষা নামে একটি কর্মসূচী শুরু করার সিদ্ধান্ত নিল। এই কর্মসূচীতে ছেলেমেয়েরা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যাবার আগেই নিজের ভাষায় পড়তে ও লিখতে শিখবে। এই কর্মসূচীকে সহায়তা দেয়ার জন্য তারা জনগোষ্ঠীর সদস্য, সরকারী চাকুরে এবং ধর্মীয় নেতাদের নিয়ে কাওজেল নন-ফরমাল এডুকেশন এ্যাসোসিয়েশন (সংক্ষেপে, কেএনএফইএ) গঠন করলো।

কর্মসূচী বাস্তবায়নকারীরা ঐ ভাষাভাষী লোকদের মধ্যে থেকে লেখক, চিত্রকর ও সম্পাদক নিয়োগ দিল। দুই বছরের মধ্যে তারা প্রাক-প্রাথমিক ক্লাসের জন্য একশ'রও বেশী শ্রেণীভিত্তিক পাঠ্যবই লিখে, ছবি এঁকে, সম্পাদনা করে তৈরী করলো। যখন এই সব বই পরীক্ষা করে পরিমার্জন করা শেষ হল, ততদিনে কর্মসূচীর নেতারা অর্থ সহায়তার জন্য প্রকল্প প্রস্তাব লেখা শিখে ফেললো যাতে করে আরো অনেক উপকরণ ছাপানো যেতে পারে।

স্থানীয় লোকদের মধ্যে থেকে যারা অন্তত ষষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত পড়েছে তাদেরকে প্রাক-প্রাথমিক ক্লাসের শিক্ষক হিসাবে নিয়োগ দেয়া হলো। কর্মসূচীর সমন্বয়কারী যিনি একজন অভিজ্ঞ শিক্ষকও ছিলেন, তিনি অন্যদের উপকরণ প্রস্তুত করার উপর প্রশিক্ষণ দিলেন এবং শিক্ষক প্রশিক্ষক কর্মশালার আয়োজন করলেন। ঐ এনজিও-র সহায়তায় কর্মসূচীর নেতারা আরেকটি আয়-বর্ধন প্রকল্প শুরু করলেন যেন তারা সেখান থেকে উপার্জিত অর্থ দিয়ে প্রতি শিক্ষকদের জন্য সামান্য ভাতার ব্যবস্থা করতে পারেন। তারা স্থানীয় সরকারী অফিস, অন্যান্য এনজিও, ব্যবসায়ী মহল এবং প্রাদেশিক উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বিভাগের সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ে তুললো। কর্মসূচীর জন্য এই সহযোগীবৃন্দ ক্লাসের জন্য জায়গা বরাদ্দ ও অন্যান্য উপকরণ সরবরাহসহ আর্থিক ও/বা অন্যান্য সাহায্য করতে লাগলো।

বিশ বছরেরও বেশী সময় ধরে এই কর্মসূচী চলছে কেএনএফইএ-এর পৃষ্ঠপোষকতায়। ৯০-দশকের শেষের দিকে এই কর্মসূচীকে সরকারী শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে সম্পৃক্ত করা হয় এবং শিশুরা কাওজেল ভাষার ক্লাস শেষ করে ইংরেজী ভাষায় পরিচালিত শিক্ষা ব্যবস্থায় পড়াশুনা চালিয়ে যায়। [১০]

১০ কাওজেল প্রথম ভাষা প্রথম শিক্ষা কর্মসুচী পাপুয়া নিউ গিনির ওয়েস্টার্ন হাইল্যান্ড প্রভিন্সে চালু রয়েছে।

সব বাবা মা-ই যেমন চায় তাদের ছেলেমেয়েরা ভাল শিক্ষা লাভ করুক, তেমনি তারা এও চায় যে তাদের ছেলেমেয়েরা নিজেদের জনগোষ্ঠী, ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালবাসা ধরে রাখে। বাবা-মায়েরা তাদের ছেলেমেয়েদের আত্মবিশ্বাসী ও উদ্যমী শিক্ষার্থী হিসাবে দেখতে চায়, পাশাপাশি তারা তাদের ছেলেমেয়েদের জনগোষ্ঠীতে একজন উৎপাদনক্ষম সদস্য হিসাবেও দেখতে চায়। একসঙ্গে কাজ করার মাধ্যমে এবং জনগোষ্ঠীর বাইরের সহযোগীদের সহায়তায় তারা এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য একটি ভাল সূচনা করতে পারে।

©সিল ইন্টারন্যাশনাল

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

কামিন্স, জে . ২০০০ . বাইলিঙ্গুয়াল চিলড্রেন্স মাদার টাং: হোয়াই ইট ইজ ইম্পর্ট্যান্ট ফর এডুকেশন? http://www.iteachilearn.com/cummins.mother.htm (১৭ই নভেম্বর ২০০৬ সালে তথ্য সংগৃহীত)

ডেলপিট,এল.ডি ও কেমেলফিল্ড,জি ১৯৮৫ এন ইভালুয়েশন আব দি ভাইলস টোক পেস স্কুল স্কিম ইন দি নর্থ সলোমন্স প্রভিন্স . ইআরইউ রির্পোট নং ৫১. ওয়াইগানি, পাপুয়া নিউ গিনি, পাপুয়া নিউ গিনি বিশ্ববিদ্যালয়.

শিক্ষা বিভাগ . ১৯৯১ . এডুকেশন সেক্টর রিভিউ . ওয়াইগানি,পাপুয়া নিউ গিনি, শিক্ষা বিভাগ.

ঝিংগ্রান,ডি . ২০০৫ . ল্যাঙ্গুয়েজ ডিসএ্যাডভান্টেজ . দি লর্নিং চ্যালেঞ্জ ইন প্রাইমারী এডুকেশন . নয়াদিলী, এপিএইচ পাবলিশিং

মেলোনি,ডি . ২০০৪ . দি ইন-বিটউইন পিপল . ডালাস, যুক্তরাষ্ট্র, সিল ইন্টারন্যাশনাল.

মেলোনি,এস . ২০০৪ . ম্যানুয়াল ফর ডেভেলপিং লিটারেসি এন্ড এডাল্ট এডুকেশন প্রোগ্রামস ইন মাইনরিটি ল্যাঙ্গুয়েজ কমিউনিটিস . ব্যাংকক, ইউনেস্কো

মেলোনি,এস . ২০০৫ . প্ল্যানিং কমিউনিটি-বেস্‌ড এডুকেশন প্রোগ্রামস্ ইন মাইনরিটি ল্যাঙ্গুয়েজ কমিউনিটিস্ সংখ্যালঘু ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর মধ্যে যারা নিজ সমাজে শিক্ষা পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে কাজ করছে, তাদের জন্য রির্সোস সহায়িকা.

শব্দকোষ-ভাষা

প্রধান ভাষা

যে ভাষায় সমাজের প্রধান জনগোষ্ঠী কথা বলে কিংবা যে ভাষাকে দেশের মূল ভাষা হিসাবে মনে করা হয়

- যা বেশীরভাগ জনগোষ্ঠীর ভাষা না হয়েও দাপ্তরিক বা রাষ্ট্রীয় ভাষার মর্যাদা পেতে পারে

পূর্বপুরুষের ভাষা

ব্যক্তির পূর্বপুরুষের প্রচলিত ভাষা কিংবা কোনো নির্দিষ্ট ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর ভাষা

বাড়ীর ভাষা

বাড়ীতে যে ভাষায় কথা বলা হয় (১ম ভাষা, মাতৃভাষা)

- আবার অনেকের বাড়িতে একাধিক ভাষা প্রচলিত থাকে

১ম ভাষা

প্রথম ভাষা, জন্মগত ভাষা (আরও দেখুন মাতৃভাষা, বাড়ীর ভাষা, আঞ্চলিক/স্থানীয় ভাষা)

- জন্মের পর থেকে যে ভাষা বা ভাষাগুলো শেখা হয়

২য় ভাষা

দ্বিতীয় ভাষা, অ-জন্মগত ভাষা (নন-নেটিভ ভাষা বা যে ভাষা মাতৃভাষা নয়), ব্যাপকতর যোগাযোগের ভাষা অথবা বিদেশী ভাষা

- বাড়ির বাইরে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর পরিধিতে এই ভাষা বেশী প্রচলিত; এছাড়া দ্বিভাষিক শিক্ষা ব্যবস্থায় ১ম ভাষার পর ২য় (দাপ্তরিক, বিদেশী) ভাষা হিসাবে এটি শিখানো হয়
- সংখ্যালঘু ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর জন্য ২য় ভাষা সাধারণত: দাপ্তরিক এবং/অথবা রাষ্ট্রীয় ভাষা

শিক্ষাদানের ভাষা

স্কুলের পাঠ্যসূচী যে ভাষায় পড়ানো হয়; এটিকে পাঠদানের মাধ্যমও বলা হয়ে থাকে

লিঙ্গুয়া ফ্রাংকা

বিভিন্ন ভাষাগোষ্ঠী যে ভাষায় সবচেয়ে বেশি যোগাযোগ করে থাকে যেমন: পাপুয়া নিউ গিনি দেশে প্রচলিত টোক পিসিন

স্থানীয় ভাষা

নির্দিষ্ট এলাকায় কিছু সংখ্যক জনগোষ্ঠী যে ভাষায় কথা বলে

- পুরোপুরি লিখিত রূপ এখনও তৈরি হয়নি এমন কোনো ভাষাও হতে পারে

সংখ্যাগরিষ্ঠের ভাষা	কোনো এলাকা/দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ যে ভাষায় কথা বলে
সংখ্যালঘুর ভাষা	কোনো সামাজিক ও/বা সংখ্যালঘু জাতিগোষ্ঠী যে ভাষায় কথা বলে ▸ কখনও কখনও সংখ্যাগরিষ্ঠ কিন্তু প্রধান নয় এমন জনগোষ্ঠীর ভাষাকে বুঝায়
মাতৃভাষা (এমটি)	প্রথম ভাষা, জন্মগত ভাষা (আরও দেখুন **১ম** ভাষা, বাড়ীর ভাষা, স্থানীয় ভাষা) ▸ কোনো ব্যক্তি যে ভাষা: (ক) প্রথম শেখে; (খ) কোনো কিছু সনাক্ত করতে ব্যবহার করে কিংবা অন্যরা তাকে যে ভাষাভাষী হিসাবে সনাক্ত করে (গ) সবচেয়ে ভালো জানে; কিংবা (ঘ) সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করে
দাপ্তরিক ভাষা	কোনো দেশ যে ভাষাকে স্কুলসহ সরকারী যে কোনো প্রশাসনিক ও প্রাতিষ্ঠানিক কাজে ব্যবহারের জন্য স্বীকৃতি প্রদান করে যেমন: ভারতে হিন্দি ও ইংরেজি দেশের দাপ্তরিক ভাষা হিসাবে স্বীকৃত হলেও পাশাপাশি রয়েছে আরও অনেক প্রাদেশিক ভাষা
অলিখিত ভাষা	যে ভাষায় কথা বলা হলেও তা এখনও পড়া/লিখার জন্য প্রচলিত

উপদেষ্টা পরিষদ	বহুভাষিক শিক্ষা কর্মসূচী এগিয়ে নিতে অঙ্গীকারবদ্ধ একদল নেতা ‣ সাধারণত মাতৃভাষাভাষী জনগোষ্ঠী এবং সহযোগী সংগঠনদের সদস্যবৃন্দের সমন্বয়ে গড়ে উঠে
বিচ্ছিন্নকরণ	নিজের ভাষা ও সংস্কৃতি থেকে সংযোগহীন ‣ সংখ্যালঘু ভাষাগোষ্ঠী প্রধান ভাষা ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থায় সম্পৃক্ত হয়ে হয়তো পরবর্তীতে তাদের নিজেদের ভাষা ও সংস্কৃতিকে প্রত্যাখ্যান করতে পারে
সচেতন করা	জনগণকে তথ্য দিয়ে এমনভাবে সাহায্য করা যেন তারা তাদের নিজেদের নির্ধারিত লক্ষ্য ও চাহিদাগুলো অর্জন করতে পারে
দ্বিভাষী	ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে: একই সাথে দু'ভাষা বলতে/বুঝতে (এমনকি কখনো পড়তে/লিখতে) পারার ক্ষমতা সামাজিক ক্ষেত্রে: কমপক্ষে দুই ভাষা গোষ্ঠীর সহ অবস্থান
যোগ্যতা	কোনো ভাষায় অথবা স্কুলের অন্যান্য পাঠ্যবিষয়ের ক্ষেত্রে অর্জিত জ্ঞান, সার্মথ্য বা দক্ষতা
পাঠক্রম	কোনো শিক্ষা কর্মসূচীর জন্য গৃহীত শিক্ষা পরিকল্পনা, বিষয়বস্তু ও শিক্ষা উপকরণসমূহ
প্রধান গোষ্ঠী	জনসংখ্যা (সংখ্যাগরিষ্ঠতা), অর্থনীতি (সম্পত্তি) এবং/অথবা রাজনীতি (ক্ষমতা)-র ভিত্তিতে দেশের সবচেয়ে ক্ষমতাবান জনগোষ্ঠী
সাবলীলতা	বলা, পড়া ও/বা লিখার ক্ষেত্রে উচ্চ মানের দক্ষতা ও যোগ্যতা
বাস্তবায়ন	কোনো নতুন কর্মসূচী পরিচালনার জন্য জনগণ ও সম্পদ সচল করার প্রক্রিয়া
আন্তঃসংস্কৃতিবোধ	বিভিন্ন ভাষা গোষ্ঠী এবং/অথবা সামাজিক গোষ্ঠীর মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়া/সমঝোতা ও সহনশীলতা বৃদ্ধি
ভাষাগত উন্নয়ন	শিক্ষাব্যবস্থায়: কাউকে কোনো ভাষা ভালমত বলতে, পড়তে ও লিখতে শিখানো সংখ্যালঘু ভাষাগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে: নিজ ভাষায় কথা ও লেখার ব্যবহার বাড়ানো যেমন: তাদের শব্দভান্ডার সমৃদ্ধ করা, লিখন পদ্ধতির সূচনা করা এবং বই ও স্কুল উপকরণ তৈরি করা
সংখ্যালঘু ভাষাগোষ্ঠী	এমন এক জনগোষ্ঠী যারা একই ভাষা ব্যবহার করে এবং যারা জনসংখ্যা

(সংখ্যালঘিষ্ঠতা), অর্থনৈতিক (সম্পদের স্বল্পতা) এবং/অথবা রাজনৈতিক অবস্থার কারণে প্রায় ক্ষেত্রে সমাজে অপেক্ষাকৃত কম ক্ষমতা ভোগ করে

সাক্ষরতা	পড়তে, লিখতে, হিসাব করতে এবং জীবনের অন্যান্য কাজ করার প্রয়োজনে ভাষাকে ব্যবহার করার দক্ষতা
মূলধারা	সমাজের প্রধান জনগোষ্ঠীর ভাষা ও সংস্কৃতি ‣ মূলত সেইসব স্কুলগুলোকে বুঝায় যা প্রধান জনগোষ্ঠীর কথা বিবেচনা করে তৈরি হয় যদিও তা সংখ্যালঘু ভাষাগোষ্ঠীর চাহিদা মেটাতে পারে না
স্থানান্তরিত/দেশান্তরিত	যে ব্যক্তি বা গোষ্ঠী এক অঞ্চল থেকে আরেক অঞ্চলে স্থান বদল করেছে (মাইগ্রেন্ট)
সচলায়তন (প্রস্তুতি গ্রহণ)	কোনো কর্মসূচী, পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন করার জন্য এক সাথে কাজ করতে কোনো সমাজ (ও তাদের সমর্থকদেরকে) সংগঠিত করার প্রক্রিয়া
বহুভাষী	ব্যক্তির ক্ষেত্রে: একই সাথে দু'য়ের বেশি ভাষায় বলতে/বুঝতে (এবং কখনও কখনও পড়তে/লিখতে) পারার ক্ষমতা সামাজিক ক্ষেত্রে: দু'য়ের অধিক ভাষাগোষ্ঠীর সহ অবস্থান
বহুভাষিক শিক্ষা (এমএলই)	দু'য়ের বেশী ভাষার মাধ্যমে সাক্ষরতা ও শিক্ষা দান ‣ আর্দশগতভাবে ১ম ভাষা শেখানোর মাধ্যমে এর শুরু হয় এবং ধীরে ধীরে অন্যান্য ভাষা শেখার প্রক্রিয়া চলতে থাকে
বেসরকারী সংস্থা (এনজিও)	দেশের সরকারের অংশ নয় এমন সেইসব সংস্থা যারা মূলত সামাজিক উন্নয়নে কাজ করে থাকে
শুদ্ধ বানান বিদ্যা	কোনো ভাষা লেখার এমনকি তার লিপি/বর্ণ তথা বানান ও যতিচিহ্ন ব্যবহার বিধি সম্বলিত প্রমিত পদ্ধতি (আরও দেখুন লিখন পদ্ধতি)
সহযোগীবৃন্দ	যে সকল ব্যক্তি, সংস্থা ও এজেন্সী জনগোষ্ঠীর সাথে একযোগে নতুন কর্মসূচী বাস্তবায়নে কাজ করে
টেকসই	এমন কর্মসূচী হাতে নেয়া যা দীর্ঘ সময় টিকে থাকে

UNESCO
United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization

UNESCO Bangkok
Asia-Pacific Programme
of Education for All
APPEAL

920 Sukhumvit Road
Prakanong, Bangkok 10110, Thailand
www.unescobkk.org

SIL Bangladesh
Partners in Language,
Education & Development

House 8, Road 17, Sector 4,
Uttara, Dhaka, Bangladesh
www.sil.org

SIL International

United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization

UNESCO Bangkok
Asia-Pacific Programme
of Education for All
APPEAL

920 Sukhumvit Road
Prakanong, Bangkok 10110, Thailand
www.unescobkk.org

SIL Bangladesh
Partners in Language,
Education & Development

House 8, Road 17, Sector 4,
Uttara, Dhaka, Bangladesh
www.sil.org